অমৃতপুলিন।

উপন্যাস।

উপক্রমণিকা।

তিন শত বৎসর হইল, এক দিন নিদাঘতপন আরবালি গিরির পার্শ্বে অস্ত যাইতেছিল। নীচে, অচলের চরণতলে, নীলসলিলা, তরঙ্গশীলা বেত্রাবতী প্রেমরঙ্গে, তরঙ্গভঙ্গে, প্রবাহিত হইতেছিল। বিশালকায়, তেজঃপুঞ্জ আরবালি, বীরধাত্রী রাজপুতানার বীরগৌরবের নিশ্চল প্রহরী, বীরদর্পে দাঁড়াইয়া, জ্যোতির্ম্ময় রক্তিম মুকুটে উন্নত ললাট উজ্জ্বল করিয়া, সহস্ররশ্মির সহস্র বর্ণে বীরদেহ বিভাসিত করিয়া, তরঙ্গিণীর শীতল সলিলে চরণ প্রক্ষালন করিতেছিল। প্রেমমুগ্ধা, বীরপ্রণয়িনী তরঙ্গিণী সেই জ্যোতির্ম্ময়, সুন্দর কান্তি হৃদয়ে ধরিয়া, পুলকে অধীর হইয়া, মৃদু গীতি-নিনাদ সহকারে নৃত্য করিতেছিল।

এই সময়ে একটী আট বৎসরের বালিকা একজন বৎসরের বালকের গলায় হাত দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া, বিষণ্ণবদনে, উৎসুকনেত্রে, চারি দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালক জিজ্ঞাসা করিল, "হিরণ! তুমি বুঝি আজ আমার উপর রাগ করেছ?"

বালিকা ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফুরিত করিয়া, মৃদুগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া, অর্দ্ধ-দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া, উত্তর করিল "তুমি কেন আমার ময়ূর উড়িয়ে দিলে ?"

বালক বলিল "আমি তোমাকে তার চেয়ে ভাল ময়ূর ধ'রে এনে দিব।"

বালিকা। আমি ভাল ময়ূর চাই না। আমার ময়ূর আমার কাছ থেকে কেন চ'লে যাবে ?

বালক। আর আমি যদি তার চেয়ে একটী সুন্দর ময়ূর এনে দিতে পারি ?

হিরণ। আমি তাকে করতালি দিয়ে উড়িয়ে দিব। আমি আমার ময়ূর চাই।

বালক। আর যদি তোমার ময়ূর ধরে দিতে পারি ?

হিরণ। কই, দাও।

বালক সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐই দেখ।"

বালিকা দেখিল, সত্য সত্যই তাহার ময়ূর দূরে, পর্ব্বতের সানুদেশে, পুচ্ছবিস্তার করিয়া, তাহাদের দিকে চাহিয়া, কেকারবে নাচিতেছে। যেন বলিতেছে, কেমন আমি তোমার ময়ূর, আমাকে আসিয়া ধর দেখি ? শিশু দুইটী হাত ধরাধরি করিয়া তরঙ্গোপরি কমলযুগলের ন্যায়, সমীর-বক্ষে ক্রৌঞ্চ মিথুনের ন্যায়, ময়ূর ধরিবার জন্য ছুটিল। কিন্তু তাহারা নিকটে আসিবামাত্র ময়ূর সেখান হইতে উড়িয়া কোথায় গিয়া লুকাইল। বালিকা তাহার ময়ূরকে কত আদর করিয়া ডাকিল। কত ভালবাসিবে, কত গান শিখাইবে, কত নূতন সামগ্রী খাইতে দিবে, কত সুখে দুজনে একত্রে খেলা করিবে,

প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু ময়ূর আর দেখা দিল না। তখন হিরণ সজলনয়নে বালকের মুখপানে চাহিয়া বলিল "অজয়। আমার ময়ূর কি আর আমার কাছে আস্‌বে না ?"

অজয় আদরে হিরণের গলা ধরিয়া, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া, বলিল "ভাবনা কি হিরণ ? আমি যেমন ক'রে পারি, যেখানে পাই, তোমার ময়ূর ধ'রে এনে দিচ্চি। যদি সে ঐ উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠে, আমি সেখানে গিয়েও তাকে ধ'রব। যদি সেখান হ'তে ঐ নদীর ভিতরে এসে লুকায়, আমিও সাঁতার জানি, আমি পর্ব্বত হ'তে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তাকে ধরে আনব। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এলেম বলে।"

হিরণ অজয়ের হাত ধরিয়া, পর্ব্বতের দিকে, তারপর নদীর দিকে চাহিয়া দেখিল। পর্ব্বতের প্রকাণ্ড দেহে সান্ধ্য গগনের করাল ছায়া পড়িয়াছিল। যেন পর্ব্বত ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাহাদিগকে দেখিতেছিল। নদীবক্ষে অন্ধকারের কালিমা মিশিতেছিল। অন্ধকারক্রোড়ে তাহার তরঙ্গভঙ্গ বড়ই ভীষণ দেখাইতেছিল। অজয় অই ভ্রূকুটিকুটিল পর্ব্বত বক্ষে লুকাইবে। অই কালিমাময় নদীতরঙ্গে ঝাঁপ দিবে! বালিকা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। বলিল "না। না অজয়! তোমার ময়ূর ধ'রে কাজ নাই ?"

অজয় বলিল "ভয় কি হিরণ ? আমি তোমার ময়ূর ধ'রে এখনি তোমার কাছে ফিরে আস্‌চি।"

বালিকা রোদন করিতে করিতে বলিল "আর তুমিও যদি ঐ পর্ব্বত থেকে ফিরে না এস ? তুমিও যদি ঐ অন্ধ-

কাবের ভিতব হাব'যে যাও? যদি ঐ নদীর কালো জলের ভিতব ঝাঁপ দিয়ে, আর না উঠ? তোমা'ব পায়ে পড়ি, আমাকে ফেলে তুমি যেও না।"

অজয় হাস্য কবিয়া বলিল "তবে কাল আবার দিনেব বেলায মযূরেব অন্বেষণ ক'বব।"

বালিকা বলিল "এইখানে আব একটু ব'স। হযতো অন্ধকাবে ভয পেয়ে মযূব আপনিই এখনি আস্‌বে। ঐ বুঝি আস্‌চে!"

নদীতটে কাহাব পদশব্দ শুনা গেল। মযূব ফিবিয়া আসিতেছে ভাবিযা বালিকা আনন্দে কবতালি দিয়া সেই দিকে দৌড়িযা গেল। কিন্তু তখনি আবাব সভযে ফিবিয়া আসিযা বলিল "দেখ। কে আস্‌চে।"

একজন উন্মাদিনী বমণী কবতালি দিয়া গীত গাইতে গাইতে শিশু-দ্বযেব সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। উন্মাদিনীব জবাজীর্ণ বসন, মুখমণ্ডল ভস্মাচ্ছাদিত, তবুও তাহাব সুন্দব সুদীর্ঘ দেহে পূর্ণ যৌবনসঞ্চাবে পূর্ণবিকসিত সুষমারাশি উথলিযা পড়িতেছে। তাহাব বিস্তীর্ণ ললাট যেন অপবিমেয় মানসিক শক্তিব পবিচয় দিতেছে। বিশাল, উজ্জ্বল নয়নে যেন কোন অপার্থিব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। চঞ্চল, রুক্ষ চিকুবদাম হতগৌববে, হীনসৌন্দর্য্যে, চবণসমীপে লুঠাইতেছে।

উন্মাদিনী শিশুদ্বযকে নিবীক্ষণ কবিযা, কবতালি দিয়া, উচ্চ হাস্য সহকাবে কহিল, "হায়। হায়। তোকে চিনেছি। তুই সেই পিশাচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেচিস। তোব মুখ চোকে,

তোর চাহনিতে, তোর ঐ কুঞ্চিত চুলের গোছায়, তোকে চিনেছি। বুঝতে পারচিস্ না। তাই অবাক্ হয়ে চেয়ে রয়েচিস্। সেই পিশাচীর কথা বল্‌চি। সেই রাক্ষসীকে বড় রূপসী ব'লে লোকে তারাবাই নাম দিয়েছিল!"

বালিকা ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বলা হইয়া সভয়ে উন্মাদিনীর দিকে চাহিয়া শুনিতেছিল। বালক অগ্রসর হইয়া, দক্ষিণ কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, সক্রোধে কহিল "তুমি কে? আমার হিরণকে গালি দিচ্চ কেন? আমার নিষেধ শুন! নহিলে মুষ্ট্যাঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ কর্‌ব।"

উন্মাদিনী বিকট রবে হাস্য করিয়া উত্তর করিল "হায়রে! কি বল্‌লি? তোর হিরণ? তোর এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হ'ল? তোর পিতার কমলমীর দুর্গ কি রাক্ষসী তারাবাইকে, আর তার গর্ভজাত এই বালিকাকে উন্মাদিনীর হাত হ'তে রক্ষা করতে পার্‌বে? শোন্ বলি! তুই যদি আজ থেকে এই রাক্ষসী-বালার সঙ্গ ত্যাগ না করিস, তবে তুইও ওর সঙ্গে মর্‌বি। তুইও ওর সঙ্গে কালো নদীর অতল জলে,—চেয়ে দ্যাখ্, অই গভীর কালো তরঙ্গের দিকে চেয়ে দ্যাখ্—ঐ কালো জলে তুইও ওর সঙ্গে ডুব্‌বি। সাবধান। সাবধান।"

বলিতে বলিতে উন্মাদিনী করতালি দিয়া দ্রুতপদে নদী-তীর হইতে অবতরণ করিয়া পর্ব্বতের দিকে চলিয়া গেল। শিশুদ্বয় নীরবে নদীতীরে বসিয়া রহিল। ক্রমে নদীবক্ষে নৈশ গগনের ছায়া গাঢ়তর হইতে লাগিল। বালক বলিল, "চল হিরণ! ময়ূর আজ আর আসবে না! কা'ল আবার তোমাকে সঙ্গে এনে তোমার ময়ূর ধ'রে দিব!"

বালিকা বলিল "না অজয়! আর আমি তোমার সঙ্গে আস্‌ব না। শুন্‌লে তো উন্মাদিনী কি বল্‌লে?"

বালক উত্তর করিল "পাগলিনীর কথায় আবার ভয় কি? পাগলিনী যে পালিয়ে গেল, নহিলে দেখ্‌তেম, কে কারে নদীর জলে ডুবায়!"

অজয় হিরণের হাত ধরিয়া, নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে, রাণা প্রতাপসিংহের জনকোলাহলপূর্ণ, দীপমালাময় কমলমীর দুর্গ সমীপে আসিল। দুর্গ-মধ্যস্থ দেবালয় ক্ষত্রিয় বীরবৃন্দের সায়ংস্তোত্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া হিরণ অজয়কে জিজ্ঞাসা করিল "অজয়! আজিকার এ উন্মাদিনী কে?"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পশুযুদ্ধ।

ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দী হিন্দুর বীরগৌরব ক্রোড়ে লইয়া, কালতরঙ্গে, অতীতের অন্ধতামসে, বিলীন হইতেছে। যবন-সৌভাগ্যের পূর্ণ অভ্যুদয়। আকবর শাহ ভারতের সিংহাসনে। রাজস্থানের পঙ্কজরবি রাণা প্রতাপসিংহ অস্তমিতপ্রায়। যবন সম্রাটের সঙ্গে, স্বজাতীয় কাপুরুষ দলের সঙ্গে, ভারতবর্ষের অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টলিখনের সঙ্গে, সংগ্রাম করিয়া বীর প্রতাপ অবশেষে বাপ্পা রায়ের পবিত্র ভস্মে বিশ্রাম লাভ করিবার সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্ধকার অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া, যেন তপনদেব অস্তাচলের আশ্রয় লইয়া বিষাদে নয়ন মুদিত করিতেছেন। বীরবৃন্দের লীলানিকেতন রাজস্থান করাল কাল-দণ্ডপ্রহারে নীরব, ম্রিয়মাণ। রাজপুত-শৌর্য্যের, ক্ষত্রিয়মহত্বের রঙ্গভূমে যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আররালি গিরি আর ক্ষত্রিয়বীরের পদভরে কম্পিত হয় না। নিস্তব্ধ নিশীথে আর চম্বল-তরঙ্গে নিষ্কোষিত অসির ঝনঝনা রব, বীরজননীর ললিত তান, প্রতিধ্বনিত হয় না। সেই অতুল স্ফূর্ত্তি, অসীম উৎসাহ আজ যবনের মোহমন্ত্রে সুষুপ্ত!

তবে আজি উদয়পুরে এ আনন্দ-কোলাহল কিসের? রাজপ্রাসাদ আজি পুষ্পমালায় ভূষিত কেন? আজি বিজয়া দশমীর দিন, যবনসম্রাট আকবর শাহ রাণা প্রতাপসিংহের

সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের পর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং উদয়পুরে আসিতেছেন! তাই অনেক দিনের পরে রাজপুতরাজধানীতে আজি এ আনন্দ-উৎসব। অনেক দিন পূর্ব্বে আর একদিন, যে দিন মিবারের রাজদণ্ড আলাউদ্দিনের করচ্যুত হয়, বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার বীর-তনয়গণের মধ্যে এইরূপ আনন্দকোলাহল, এইরূপ বিজয়ভেরী শুনিয়াছিলাম, চিতোরের রাজপ্রাসাদ এইরূপ কুসুমহারে শোভিত দেখিয়াছিলাম। যে দিন হিন্দুসূর্য্য বাপ্পা রাও রাজগুরুনামে অভিহিত হইয়া, বীরদর্পে মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, সেই দিনে ঐ পঞ্চরঙ্গের পতাকা এমনি উল্লাসে চিতোরদুর্গের উচ্চ চূড়া শোভিত করিয়াছিল। আজি রাজপুতসেনাগণকে আমোদিত করিবার জন্য স্তূপাকারে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে। রাজপুত বীরগণ! উদর পূর্ণ করিয়া, বিকৃত মস্তিষ্কের অবশিষ্ট বিবেকশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া, ঐ মাদকদ্রব্য পান কর। নহিলে কেমন করিয়া, কোন্ প্রাণে, আজ যবনসম্রাটের পদতলে মস্তক অবনত করিবে? ঐ শুন, আকবরশাহের সৈন্যদলের কোলাহল শুনা যাইতেছে!

সেই দিন সায়াহ্নে, উদয়পুরের পশ্চিমপার্শ্বস্থ কাননে, আররালি পর্ব্বতের অধিত্যকায়, সহস্রাধিক সশস্ত্র যোদ্ধা সমবেত হইল। অর্দ্ধেক সম্রাটের অনুচর, অপরার্দ্ধ রাজপুত। তুরঙ্গদলের হ্রেষারবে, গজযূথের বৃংহতিধ্বনিতে, কানন প্রতিধ্বনিত। সকলের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল। একে আজি রাজস্থানের চিরপ্রচলিত দশমী-উৎসব, তাহাতে দিল্লীর সম্রাট স্বয়ং মিবাররাজের সঙ্গে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত। আজি এ

পশুযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সকলে উৎসুক হইয়াছে! কেবল একজন যুবাপুরুষ সকলের পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে বিষণ্ণ-বদনে, ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন। যুবার অশ্ব যেন অভিমানে গ্রীবা হেলাইয়া, সদর্পে সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলনে কুর্দ্দন করিয়া, আরোহীকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিতেছে। যুবা বলপূর্ব্বক রশ্মি আকর্ষণ করিয়া সমবেত সৈন্যদলের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। অশ্বের অধীরতা দেখিয়া যুবা অশ্বের গ্রীবা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "হা! দানবদমন! তুমিও কি আজ যবনের চরণ লেহন করিবার জন্য অধীর হয়েছ? পিতা আদেশ না করলে, তোমাকে কি এ বিষাদের কোলা-হলের ভিতর, এই পশুযুদ্ধে, শিশুর রঙ্গস্থলে, সঙ্গে লয়ে আস্‌তেম?"

ক্রমে সকলে গভীর কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সকলের সম্মুখে সম্রাট আকবর ও তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে রাণা প্রতাপ সিংহ। রাণা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন, দিল্লীশ্বর! এই যে স্রোত-স্বতীর পার্শ্বে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভরাশি দেখ্‌চেন, ঐখানে একদিন রাজপুতানার বীরবৃন্দ এই পুণ্যভূমির জন্য, দেব সংগ্রামসিংহের বীরগৌরব রক্ষার জন্য, আপনার পিতামহ বাবরের সঙ্গে সম্মুখ সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। আর ঐ দেখুন, দূরে পর্ব্বতের উপর ঐ যে ভগ্নাবশেষ অট্টালিকা দেখ্‌চেন, ঐ প্রাসাদের চূড়ায় আরোহণ ক'রে, দেবী মিরাবাই এক দিন বীর রমণীগণের সঙ্গে ললিত গীতি-তানে রাজপুত-বীরগণকে যবনযুদ্ধে উন্মত্ত করেছিলেন।"

আকবরশাহ উত্তর করিলেন, "রাজন্! আমি এই কানন-মধ্যে, এই রাজপুতবীরত্বের রঙ্গভূমে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখাতে পারি, ঐ দেখুন ঐ প্রস্তরস্তূপের পার্শ্বে এক দিন বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ দুই শত মাত্র সৈন্য ল'যে সহস্রাধিক মোগল সৈন্যকে নিমেষের মধ্যে পরাজিত করেছিলেন। আর এক দিন ঐ শৈলতলে ছদ্মবেশী আকবরের বীরত্বের অহঙ্কার মিবারপতির প্রতিযোগিতায় খর্ব্ব হয়েছিল। এই বিজন কাননের প্রত্যেক স্থান, ঐ আরবালি গিরির প্রত্যেক উপত্যকা, বীরকেশরী প্রতাপসিংহের গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন। এ জগতে প্রতাপসিংহের মত বীরপুরুষ আর কখনও কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন কি না, জানি না।"

প্রতাপসিংহ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া উত্তর করিলেন "দিল্লীশ্বর। আর কারও মুখে এ কথা শুন্‌লে, তোষামোদ অথবা বিদ্রূপ মনে করতেম। প্রতাপসিংহ যদি কাপুরুষ না হ'ত, সূর্য্যবংশের কুলাঙ্গার না হ'ত তা হলে দিল্লীর সম্রাটকে স্বাধীনতা বিক্রয় ক'রত না, তা হলে আজ এ অমরনিকেতন মিবারদেশ মোগল-সৈন্যের চরণরেণুতে অন্ধকারাবৃত হ'ত না।"

আকবরশাহ উত্তর করিলেন, "রাজন্! আপনি অন্যায় আদেশ করচেন! বিধাতা জানেন, এই ভুবনবিদিত প্রাচীন বংশের স্বাধীনতা অপহরণ করা আকবরের উদ্দেশ্য নহে। আপনার সুহৃৎ দিল্লীশ্বরকে এরূপ পামর মনে করবেন না। উভয় জাতি পূর্ব্ব বৈরিতা ও জাতীয় সংস্কার পরিত্যাগ ক'রে, পরস্পর সম্মিলিত হ'য়ে ভারত-সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপিত করতে পারে, এই আমার কামনা।"

প্রতাপসিংহ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন "যদি হিন্দুর অদৃষ্টলিখন তাই হয়, যদি মাতৃভূমির রক্ষার জন্য রাজপুতকে যবনের অসি ভিক্ষা কর্‌তে হয়, আকবর শাহ হ'তে তাঁরও সূত্রপাত হ'ল সন্দেহ নাই।" অকস্মাৎ রাণা দূরে পর্ব্বতপ্রান্তে অবলোকন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "দিল্লীশ্বর! আজ ভারতের ভাবী অদৃষ্টের পরীক্ষা হবে। ঐ যে কানন-প্রান্তে প্রকাণ্ডকায় শ্বেতবর্ণের বন্য মহিষ দেখ্‌ছেন, আজ উহা হ'তে হিন্দু যবনের ললাটলিখন পরীক্ষিত হোক্‌। আজ এই বিজয়া-দশমীর দিন, ভগবতী সিংহবাহিনীর দৈত্য-বিজয়োৎসবের দিন, যদি এই পাঁচ শত হিন্দুবীরের মধ্যে কেহ একজন একাকী সম্মুখযুদ্ধে ঐ মহিষকে আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সংহার ক'রতে পারে, তবে জান্‌ব, হিন্দুর সৌভাগ্য বিলুপ্ত হ'তে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আর যদি এই পাঁচ শত মোগল সৈন্যের মধ্যে কেহ একজন মহিষের অনুসরণ ক'রে উহার সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করে, তবে আজ জান্‌লেম, রাজপুতানার রাজলক্ষ্মী মিবারদুর্গ পরিত্যাগ করেছেন!"

বলিতে বলিতে মিবারাধিপতির মুখমণ্ডল আশায়, উৎসাহে ও অভিমানে আরক্তিম হইল। তাঁহার বিশাল লোচনদ্বয় সহসাপ্রদীপ্ত অনলজ্যোতিতে বিভাসিত হইল। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হিন্দুবীরগণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মোগল সম্রাটও আপন অনুচরগণের দিকে চাহিয়া মহিষের অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা "আল্লা ইল আল্লা" শব্দে গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া ছুটিল। রাজপুতগণ "রাণা প্রতাপসিংহের জয়" বলিয়া বেগে অশ্বচালনা করিল। যে যুবাপুরুষ

সকলের পশ্চাতে বিষণ্ণমনে ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, মিবারপতির বজ্রগম্ভীর স্বর তাঁহারও কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি রশ্মি শ্লথ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন। অশ্ব দুর্দমনীয় বেগে, পূর্ণ উৎসাহে ছুটিল। সহস্রাধিক সশস্ত্র অশ্বারোহী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইতেছে দেখিয়া, মহিষ দ্রুতবেগে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া কোথায় লুকাইল।

সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। কাননের একস্থান নীরব, জন-শূন্য। কেবল একজন মাত্র অশ্বারোহী যুবক আকুলচিত্তে চারি দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ও এক এক বার নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন। যুবক অশ্বপৃষ্ঠে করস্পর্শ করিয়া বলিলেন "দানবদমন। আজ আমরা আবার উদয়পুরে কেমন ক'রে মুখ দেখাব? একটা পশুকে সন্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করব, এ সামান্য প্রতিজ্ঞাও বুঝি আজ বিধাতা সফল হতে দিলেন না। এতক্ষণ মহিষের অনুসরণ করলেম, এক নিমেষের জন্যেও তাকে দৃষ্টির বাহির হতে দিলেম না, জানি না, আবার কোথায় গিয়ে লুকাল।"

অকস্মাৎ অদূরে কাননের গভীরতর প্রদেশ হইতে বন্যমহিষের আক্রমণকালীন গম্ভীর রব ও তাহার সঙ্গে একজন দাম্ভিক যোদ্ধার যুদ্ধকালের গম্ভীরতর আস্ফালন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চমকিত হইয়া সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন। নিবিড় কণ্টকময় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। তাঁহার দানব দমনের শ্বেত কলেবর শোণিতপাতে লোহিত বর্ণ হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন, সেই শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ডকায়

মহিষ গ্রীবা বক্র করিয়া, ভীষণ শৃঙ্গদ্বয় উন্নত করিয়া, একজন অশ্বারোহীর প্রতি ধাবমান হইতেছে। অশ্বারোহী তরবারি উত্তোলন করিয়া সহাস্যবদনে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি দেখিলেন, স্বয়ং ভারতসম্রাট আকবর শাহ। বুঝি তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। বুঝি যবনসম্রাট মহিষকে সম্মুখযুদ্ধে সংহার করিলেন। মহিষ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র আকবর তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি আঘাত করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় তাঁহার অশ্ব সভয়ে লম্ফ দিয়া উঠিল। তরবারি মহিষের মস্তকে না লাগিয়া, সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় আহত হইয়া, দুই খণ্ড হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। মহিষের ভীষণ শৃঙ্গ অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল। আকবরের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি ভূমিতলে অবতরণ করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া দাড়াইলেন। মহিষ নব উৎসাহে, জয়োল্লাসে মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিল। যুবা অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া দ্রুতগতিতে আকবরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। মহিষ তাহার নূতন আক্রমণকারীকে লক্ষ্য করিল। যুবা হাস্য করিয়া বলিলেন "মোগলসম্রাট! রাজপুতবীর পশুর সঙ্গে কি প্রকারে যুদ্ধ করে, দেখুন।"

বলিতে বলিতে যুবক সদর্পে মহিষের মস্তকে পদাঘাত করিয়া করস্থিত অসি কঙ্কালস্থ কোষমধ্যে রাখিলেন এবং লম্ফ দিয়া মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ করে তাহার শৃঙ্গ ধারণ করিলেন ও অপর হস্তে তাহার সম্মুখের পদ উত্তোলন করিয়া শৃঙ্গের সঙ্গে একত্রে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ কর সঞ্চালন সহকারে কহিলেন "দেখুন, দেখুন, যবনরাজ! আমি এখন বিনা অস্ত্রে, এই বজ্রমুষ্টিপ্রহারে, পশুকে সংহার করিতে পারি! কিন্তু ঐ পশ্চিম

গগনের দিকে চেয়ে দেখুন, সূর্য্য অস্ত যায়! রাণা প্রতাপসিংহ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে মহিষকে সংহার কর'তে আদেশ করেচেন। তাই আজ এ পবিত্র তরবারি পশুরক্তে কলঙ্কিত ক'রতে হ'ল।"

যুবা পুনরায় অসি নিষ্কোষিত করিলেন। মহিষের প্রকাণ্ড দেহ দ্বিখণ্ড হইয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইল। মোগলসম্রাট বিস্মিত-নেত্রে, ক্ষণকাল রাজপুতযুবকের সুকুমার বীরদেহ নিরীক্ষণ করিয়া, ভেরী বাজাইয়া অনুচরবর্গকে সমবেত হইতে ইঙ্গিত করিলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ ভেরীরব শুনিয়া ঔৎসুক্য সহকারে অশ্বচালনা করিল। কিন্তু তাহাদের সকলের পূর্ব্বে রাণা প্রতাপসিংহ বিদ্যুৎ-গতিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাহার মুখমণ্ডল অস্তগামী তপনের ন্যায় রক্তিমবর্ণ। লোচনযুগল স্ফুলিঙ্গময় জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। তিনি ভ্রূভঙ্গি সহকারে বলিলেন, "যবনবীর আমিতো ব'লেছিলাম, মিবারের রাজলক্ষ্মী রাজপুতদুর্গ পরিত্যাগ করেছেন। তার প্রমাণ আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেম! এই বন্য মহিষ তো আপনার তরবারি প্রহারে নিহত হ'য়েছে?"

আকবর শাহ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "মিবাররাজ! আপনি অকারণ রাজস্থানের ভবিষ্যতের গর্ভে অন্ধকার কল্পনা করেছিলেন। এই বীর যুবক মহিষকে সংহার ক'রেছে। আজ আমি এই তরুণতপনতুল্য যুবার বীরত্বে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছি। আপনি আমাকে বল্‌তে পারেন, এই ক্ষত্রিয়গৌরব, অতুলসাহস বীরবালক কে?"

প্রতাপসিংহ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন "আমার কনিষ্ঠপুত্র অজয় সিংহ।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কার গলায় দিলে?

উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ দীপমালায় শোভিত। ছাদের উপর দুই জন রমণী ঔৎসুক্য সহকারে মৃগয়া হইতে যোদ্ধৃগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একজন রাণা প্রতাপ সিংহের দুহিতা কমলাবতী, অপরা তাঁহার বয়স্যা গোয়ালিয়ার-রাজতনয়া হিরণ্ময়ী। গোয়ালিয়াররাজ যবন-সমরে প্রতাপসিংহের দক্ষিণ হস্ত। তিনি যখন মোগল-সৈন্যহস্তে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার একমাত্র দুহিতা হিরণ্ময়ী সেই অবধি প্রতাপসিংহের অন্তঃপুরে অতীব যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। শৈশবাবধি কমলাবতী ও হিরণ্ময়ীর সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। অসংখ্য দীপমালানিঃসৃত উজ্জ্বল আলোক সুন্দরীদ্বয়ের মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর দেখাইতেছিল। যেন তারকাময় গগনে যুগল শশীর উদয় হইয়াছে। কমলাবতী বলিতেছিল "হিরণ্ময়ি! তুমি আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলে? এক বারও যে আজ তোমাকে দেখ্‌তে পাই নাই?"

হিরণ্ময়ী উত্তর করিল "এই পুষ্পহার গাঁথ্‌ছিলেম।"

কমলাবতী হাস্য করিয়া কহিল "কার গলায় দিবিলো?

"যে আজিকার মৃগয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখাতে পার্‌বে, তাকে এই ফু'লের হার উপহার দিব।"

"তোমার তো বড় সাহস! পাঁচশত ক্ষত্রিয় আর পাঁচ

শত মুসলমান আজিকার মৃগয়ায় গিয়েছে। তারা তো সকলেই সুশিক্ষিত। তাদের মধ্যে কার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হবে, তার ঠিক কি? যদি এক জন মুসলমান আজ সকলের চেয়ে অধিক বীরত্ব দেখাতে পারে?”

“তাহ'লে বন থেকে একটা শৃগাল ধ'রে এনে তাকে এই হার পরিয়ে দিব। যদি সিংহের চেয়ে শৃগালের বিক্রম অধিক না হয়, যদি গিবারের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী গৌরী মিথ্যাবাদিনী না হন, তবে এই কুসুমহারে যার নাম লিখেছি, আজ তাঁকেই এই হার উপহার দিব।”

কমলাবতী হিরণ্ময়ীর হাত হইতে কুসুমহার লইয়া বলিল “বই দেখি! এতে যে আমার দাদার নাম লিখে রেখেছ! তা তুমি কেমন করে জান্‌লে, তিনিই আজ সকলের চেয়ে বীরত্ব দেখাবেন!”

হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ কমলাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল “তবে শোন, তোমাকে বলি। দেবী সিংহবাহিনী কাল রাত্রে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সস্মিতমুখে, হর্ষোৎফুল্ললোচনে, আমাকে সম্বোধন ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুই কি জানিস্, আমার ক্ষত্রিয়-তনয়গণের মধ্যে কে সকলের অপেক্ষা আমার প্রীতির পাত্র? কে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর?’ আমি বললেম ‘অজয়।’ দেবী হাস্য ক'রে উত্তর করলেন, ‘তুই সত্য বলেচিস্। বীর অজয় সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা আমার প্রিয়তম বীর। আজ তার বীরত্বে যবন সম্রাটকে বিস্মিত ক'রব ব'লে, এই প্রকাণ্ড-কায় বন্য পশুকে সঙ্গে ক'রে এনেছি। ঐ যে সহস্র বীর

সমবেত হ'য়েছে, এদের মধ্যে কেবল অজয় সিংহ একাকী বিনা অস্ত্রে এই পশুকে সংহার করতে পারে।' বন্য পশুর ভীষণ প্রকাণ্ড দেহ দেখে আমার বড় ভয় হ'ল। আমি যোড়করে সরোদনে দেবীকে বল্‌লেম্ 'মাতঃ! মিনতি করি, অজয়কে ঐ ভীষণকায় পশুর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত ক'রবেন না। ঐ ভীষণ শৃঙ্গপ্রহারে অজয়ের সুকুমার দেহ ক্ষতবিক্ষত হবে!' দেবী ক্রোধে, বিষাদে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে, আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, তার পর অজয়কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে ইঙ্গিত কর্‌লেন। অজয় হাস্‌তে হাস্‌তে বীরগণের মধ্য হ'তে অগ্রসর হ'য়ে মুহূর্তমধ্যে, অবলীলাক্রমে, সেই প্রকাণ্ডকায় বন্য পশুকে সংহার ক'রলে। আমি বিস্ময়ে, আনন্দে, অধীর হ'য়ে এক ছড়া মালা ল'য়ে প্রীতির উপহারস্বরূপ অজয়ের গলায় পরিয়ে দিতে গেলেম। তখন সিংহবাহিনী ভ্রুকুটী সহকারে আমাকে নিরীক্ষণ ক'রে গম্ভীর বচনে বললেন, 'হিরণ্ময়ি! বীর অজয় সিংহকে স্পর্শ ক'রিস্ না! তুই ক্ষত্রিয়-রমণী হয়ে রাজপুতবীরের যুদ্ধে ব্যাঘাত দিতে ইচ্ছা করিস্। তুই অজয় সিংহকে স্পর্শ কর্‌বার উপযুক্তা নয়। সাবধান!' আমি আতঙ্কে শিহরে উঠলেম! লজ্জায়, অভিমানে, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি পশ্চাতে স'রে গিয়ে দূর হ'তে অজয়ের অঙ্গে মালা নিক্ষেপ করলেম। অজয় হাস্‌তে হাস্‌তে মালা ল'য়ে গলায় পরতে গেল, কিন্তু সহসা তার তরবারিতে লেগে মালা দুই খণ্ড হ'য়ে ভূতলে পড়ে গেল। সিংহ-বাহিনী আমার দিকে চেয়ে দেখে, মৃদু হাস্য ক'রে অন্তর্ধান হ'লেন!"

কমলাবতী শিহরিয়া উত্তর করিল "এ স্বপ্নমাত্র। স্বপ্ন নাকি আবার কখনও সত্য হয়। যদি ভগবতী সিংহবাহিনী প্রসন্না হ'য়ে তোমাকে দেখা দিলেন, শেষে আবার তোমার উপর ক্রুদ্ধা হয়ে দাদাকে স্পর্শ করতে নিষেধ ক'রবেন কেন?"

হিরণ্ময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে উত্তর করিল "আমি কি তোমার দাদাকে স্পর্শ কর্‌বার উপযুক্তা! আর তাহ'লে দেবীই বা আমাকে নিষেধ কর্‌বেন কেন? সে যা হোক, স্বপ্ন কি সত্য, তা আজ এখনি বুঝতে পারব। যদি আজ অজয় বীরের অগ্রগণ্য ব'লে সকলের নিকট সম্মানিত হ'য়ে ফিরে আসে, তা হ'লে আমার কামনা সফল হয়। আমার ব্রত যত্নের পুষ্পহার আর শৃগালের গলায় পরাতে হয় না। ঐ দেখ, যোদ্ধৃদল ফিরে আসচে।"

কমলাবতী কহিল "কি আশ্চর্য্য। তোমার স্বপ্ন সত্য। ঐ দেখ, সিংহবাহিনীর প্রিয় অজয়সিংহ জয়মাল্যে শোভিত হ'যে, জয়পতাকাহস্তে, হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণে পরিবৃত হ'যে সহাস্যবদনে ফিরে আস্‌চেন। আর ঐ দেখ, সকলের সম্মুখে, আকবরের দক্ষিণ পার্শ্বে পিতা আপনার বংশগৌরব পুত্রের দিকে বারম্বার সগর্ব্বে চেয়ে দেখ্‌চেন।"

বীরগণ জয়রবে গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রাসাদতলে উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী চঞ্চলহৃদয়ে, কণ্টকিতশরীরে, কম্পিত-করে, পুষ্পহার লইযা, অজয সিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। কিন্তু হার অজয়ের মস্তকে না পড়িয়া, তাঁহার বাহুস্পর্শ করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী একজন লম্বিত-শ্মশ্রু, খর্ব্বকায়, একচক্ষু

যবনসৈনিকের মস্তকের উপর পড়িল। যবন এক চক্ষে ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া, হাস্য করিয়া দুই হস্তে সেলাম করিয়া, হার মস্তক হইতে লইয়া গলায় পরিল।

কমলাবতী শিহরিয়া বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ! হার কার গলায় দিলে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাদশাহের প্রস্তাব।

রাজপুত ও মুসলমান যোদ্ধৃগণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রাজপ্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিল। কেবল রাণা প্রতাপসিংহ আকবর শাহের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে উদয়পুরের অভিমুখে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিলেন। আকবর বলিতেছিলেন "রাজন্! আমার এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি না হবার কোন কারণ দেখতে পাই না।"

"আপনার প্রস্তাব অসম্ভব। আপনি আমার এই বৃদ্ধ বয়সে, অন্তিমকালে, আমার বীর পুত্রকে, আমার নয়ন-তারাকে, আমার এ ভগ্নহৃদয় হ'তে অপহরণ করতে ইচ্ছা করেন।"

"আপনি বিবেচনা করে দেখুন, বুঝতে পারবেন, আমার এ প্রস্তাব আমাদের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। আজ আমি এই বালকের বীরত্ব, উদারতা ও সাহসের সম্পূর্ণ পরিচয়

পেয়েছি। দিল্লীর দরবারে থাক্‌লে তার এ দুর্লভ গুণসমূহ সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হবে।”

“আপনি বিস্মৃত হচ্চেন যে, দেব বাপ্পারাযের বংশের কেহ যবনের নিকট হইতে বীরত্ব ও উদারতা শিক্ষা করবে, এ কথা শুন্‌লেও আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়।”

মুহূর্ত্তের জন্য দিল্লীশ্বরের ললাট আরক্তিম হইল। কিন্তু তিনি তখনি সে ভাব সম্বরণ করিয়া হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন “রাজন্। আপনার পুত্র আমার নিকটে থাক্‌লে যাবনিক আচার শিক্ষা করবে না। এ জগতে কে না জানে যে, আকবর রাজপুতের পক্ষপাতী? আমি প্রতাপসিংহের বীরতনয়কে সেই ক্ষাত্র ধর্ম্মের পূর্ণগৌরব রক্ষা করতে সাহসী ক’রব।”

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল “মিবাররাজ। দিল্লীশ্বর যথার্থ ব’লেচেন। সময়ে কোকিলকেও বায়সনীড়ে শিক্ষালাভ ক’রতে হয়।”

প্রতাপসিংহ আগন্তুকের দিকে রোষরক্তিম নয়নে চাহিয়া বলিলেন “কে তুমি?”

ব্রহ্মচারিবেশী আগন্তুক প্রতাপসিংহকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিল “রাজন্। নিমেষ-মাত্র মনোনিবেশ সহকারে এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর নিবেদন শুনুন। আজ সায়ংকালে উদয়সরো[illegible]রতীরে, দেব উদয়সিংহের উপাসনা-মন্দিরের পার্শ্বে একাকী দেবাদি ভবানীপতির ধ্যানে মগ্ন ছিলেম, এমন সময়ে স[illegible]সা গগনপটে ত্রিশূলধারী দিগম্বরমূর্ত্তির ছায়াপাত হ[illegible]। ও গম্ভীর বচনে প্রত্যাদেশ হ’ল, এতদিন পরে বুঝি এই [illegible]রবৃন্দের লীলা-

নিকেতন পুণ্যভূমি শ্মশানে পরিণত হয়। বৃদ্ধ প্রতাপ সিংহ আপনার তনয়ের সঙ্গে গোয়ালিয়ার-রাজদুহিতা হিরণ্ময়ীকে পরিণীতা ক'র্‌বে, কল্পনা করেছে। তুই এই মুহূর্ত্তেই বৃদ্ধ রাণাকে আমার প্রত্যাদেশ অবগত ক'রে, এ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করতে বল্‌।"

প্রতাপসিংহ উত্তর করিলেন "তুমি বাতুল অথবা কোন কপটাচারী মিথ্যাবাদী। আমার বীরশ্রেষ্ঠ সুহৃদের অপ্সরী-রূপিণী দুহিতা হিরণ্ময়ীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিব, এতে আবার ভগবান্ ভবানীপতি অপ্রসন্ন হবেন?"

ব্রহ্মচারী অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর করিলেন "আমি দেবাদিদেবের অনুমতিক্রমে তাঁর প্রত্যাদেশ আপনাকে জ্ঞাত ক'রলেম। এখন আপনি যা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, ক'র্‌তে পারেন। কিন্তু সাবধান। যেন ভবানীপতির আদেশ লঙ্ঘন ক'রে মিবারের সর্ব্বনাশ সাধন করবেন না।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। প্রতাপসিংহ কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন "দিল্লীশ্বর। মনে ক'রবেন না, এ অপরিচিত সন্ন্যাসিবেশী পাষণ্ড যা বল্‌লে তার এক বর্ণও বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হলেম। এখন আমার পর্ণকুটীরে গিয়া বিশ্রাম লাভ করুন। কাল প্রাতে যে আপনার সঙ্গে দিল্লীতে যেতে হবে, অজয় তার কিছুই জানে না। এ কথা তার কর্ণগোচর করা আবশ্যক।"

প্রতাপসিংহ সম্রাটের সঙ্গে বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া অজয়সিংহকে আহ্বান করিলেন। প্রতাপসিংহকে অভিবাদন

করিয়া অজয়সিংহ সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রতাপসিংহ বলিলেন "বৎস! দিল্লীশ্বর আজ তোমার বীরত্বে প্রীত হয়েছেন। তাই তাঁর অনুরোধ যে, তুমি তাঁর নিকটে থেকে ভারত-খণ্ডের মঙ্গলসাধনে সাহায্য কর।"

আকবর শাহ বলিলেন "আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা ক'রেছ, তার পুরস্কারস্বরূপ আমি প্রতিশ্রুত হ'লেম যে, তুমি যখন যা কামনা ক'রবে, আমি তা সফল করতে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রব।"

অজয়সিংহ সবিস্ময়ে রাণাকে নিরীক্ষণ করিয়া, সম্রাটের দিকে চাহিয়া, বলিলেন "যবনরাজ। আমি আপনার জীবন রক্ষার জন্য বন্য পশুকে সংহার করি নাই। পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও যবনদলের সঙ্গে আজ পশুযুদ্ধে গিয়েছিলেম। পিতঃ। এতদিন যে আপনার নিকট ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য শিক্ষা করলেম, তার পরিণাম কি শেষে এই হবে?"

রাণা উত্তর করিলেন "বৎস। আমি তোমার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপ বুঝতে পারচি, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অখণ্ডনীয়। তবে আমি জানি, আকবর শাহ উদারহৃদয়। তাঁর এমন ইচ্ছা নহে যে, মিবাররাজকুমার ক্ষত্রিয়কলঙ্ক মানসিংহের ন্যায় তাঁহার দাসত্ব করে। তিনি সিংহশাবককে স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করতে ইচ্ছা করেন না। তাই আমি অনেক চিন্তা ক'রে, ভারতের ভাবী শুভাশুভ পর্য্যালোচনা ক'রে, এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি।"

অজয়সিংহ মস্তক অবনত করিয়া পিতার আদেশ প্রতি

পালনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। প্রতাপসিংহ বলিতে লাগিলেন "আর তোমার জননীর অনুরোধক্রমে আমি যে গোয়ালিয়ার-রাজদুহিতা হিরণ্ময়ীর সঙ্গে তোমার পরিণয়ের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেম, আপাততঃ কিছু দিনের জন্য সে পরিণয়-উৎসব স্থগিত রাখ্‌ব মনস্থ করেছি। যদি এ উৎসব সম্পাদনে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, আমি শীঘ্রই তোমাকে ল'য়ে আস্‌বার জন্য দূত প্রেরণ ক'রব!"

অকস্মাৎ অজয় সিংহের মুখমণ্ডল হর্ষপ্রফুল্ল হইয়া আবার তখনি বিষাদে ম্লান হইল! তিনি বাহিরে আসিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। রাণা পুনরপি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস! কাল তো তুমি প্রভাতে দিল্লীপতির সঙ্গে উদয়পুর পরিত্যাগ ক'রবে, তোমাকে কতদিন দেখ্‌তে পাব না, তার কিছুই নিশ্চয় নাই! কিন্তু আমার দুইটী আদেশ বিস্মৃত হইও না। প্রথম, কখনও যবনের সাহায্যে হিন্দুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে না। দ্বিতীয়, বিনা তরবারিতে কখনও কোন যবনের অঙ্গস্পর্শ করবে না।"

অজয় সিংহ সম্মত হইয়া বিষণ্ণবদনে আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নময় জীবন।

গভীর নিশীথে অজয় সিংহ আপন কক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আকাশ মেঘশূন্য, কিন্তু বড়ই অন্ধকারময়। অবনী নিস্তব্ধ। শব্দের মধ্যে কেবল যেন অন্ধকারের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ, আর মধ্যে মধ্যে পেচকের অমঙ্গলসূচক, ভীতিবিধায়ক, উচ্চ চীৎকার। তিনি কতবার এইরূপ তমোময় নিশীথে, এই গবাক্ষপথ হইতে এই নৈশ আকাশ দেখিয়াছেন, কিন্তু নিমেঘ আকাশে এমন ভীষণ অন্ধকার আর কখনও দেখেন নাই। আতঙ্ক অথবা বিষাদ, নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, সহসা যেন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। যেন তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে কালিমাময়ী প্রকৃতির পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়িল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে আপনা আপনি বলিলেন "আমি ক্ষত্রিয়বীর। ক্ষত্রগৌরব প্রতাপসিংহের তনয়। আজ কি বালকের ন্যায় প্রকৃতির ভ্রূভঙ্গীকল্পনায় বিচলিত হলেম।" তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া, গবাক্ষ মুদিত করিয়া, শয্যায় শয়ন করিলেন। যেন সেখানেও সেই তমোময় আকাশ সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। যেন এ জগতে আর কিছুই নাই, কেবল সেই অনন্তব্যাপী অন্ধকারের ক্রোড়ে অনন্ত আকাশ। নীচে, উপরে, পার্শ্বদেশে, সেই করাল কালিমাময় কালো

আকাশ! তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন। যেন অন্ধকার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। যেন সেই কাল অম্বরের করাল কালিমা গাঢ় হইতে গাঢ়তর বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। আর সহসা আকাশপটে এক সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি চিত্রিত হইল। সে মূর্ত্তি তাঁহার শৈশবসখী হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ীর স্বর্ণকান্তি যেন আঁধারে বিলীন হইতে লাগিল। যেন অন্ধকার মুখব্যাদান করিয়া সে সৌন্দর্য্যরাশি গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে হিরণ্ময়ীর আলোক-পুঞ্জ সৌন্দর্য্যময় বপু সেই ভীষণ অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চলচরণে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, এ আকস্মিক চিত্তবিকারের কারণ কি? ইহা কি কোন ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন? তিনি আর কখনও তো ভবিষ্যৎ অনিষ্টের ভাবনায় ভীত হন নাই। বীরের মত অমঙ্গলের সঙ্গে যুঝিবেন। তবে হয়তো তিনি চলিয়া গেলে হিরণ্ময়ীর কোন বিপদ ঘটিবে, তিনি নিকটে থাকিলে হয়তো তাহাকে সে বিপৎপাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। তবে কি সম্রাটের সঙ্গে উদয়পুর পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইবেন? না। ক্ষত্রিয়-তনয় হইয়া পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন? প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন? তিনি পুনর্ব্বার শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে তন্দ্রা আসিল, তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একজন উন্মাদিনী বিকট হাস্য করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। উন্মাদিনীকে আর একবার তিনি দেখিয়াছিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক দিন আরবালি গিরির উপত্যকায় হিরণ্ময়ীর ময়ুর ধরিয়া দিতে

গিয়াছিলেন। সেই দিন এই উন্মাদিনী এইরূপ করতালি দিয়া বিকট হাস্য করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়াছিল। যেন উন্মাদিনী বলিল "কেমন? এখন কেমন হ'য়েছে, তুমি না এই পাগলিনীর হাত থেকে হিরণ্ময়ীকে রক্ষা ক'রবে ব'লেছিলে? এখন তুমি কোথায় রইলে, আর তোমার হিরণ কোথায়? ঐ দেখ।" পাগলিনী অন্ধকারময় আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "ঐ দেখ, তোমার সাধের হিরণ অন্ধকারের করাল গ্রাসে পড়েছে। কেমন বীর, এখন তাকে রক্ষা কর দেখি?" বলিতে বলিতে যেন পাগলিনী বিকট হাস্য করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া চারি দিকে দেখিতে লাগিলেন. কক্ষমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তবে এ স্বপ্নমাত্র। তিনি আবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন। অকস্মাৎ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে স্ত্রীলোকের সভয় চীৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি জানিতেন, সেই কক্ষমধ্যে হিরণ্ময়ী ও তাঁহার ভগিনী কমলাবতী একত্র শয়ন করে। শুনিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন. হিরণ্ময়ীর কণ্ঠস্বর! আর ঠিক সেই সময় কাহার করতালির উচ্চ শব্দে, কাহার বিকট হাস্যে, নিস্তব্ধ গগন প্রতিধ্বনিত হইল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। এ যে সেই উন্মাদিনীর করতালি! সেই উন্মাদিনীর হাস্যরব।

তিনি দ্রুতপদে কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলাবতি! তোমরা কি ভয় পেয়েছ?" কমলাবতী উত্তর করিল "দাদা! শীঘ্র এখানে এস, হিরণ্ময়ী স্বপ্ন দেখে বড় ভয় পেয়েছে!"

তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ী কমলাবতীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। তাহার সুন্দর সুদীর্ঘ দেহ মারুতক্রোড়ে মাধবীলতার ন্যায় ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হিরণ! কি হ'য়েছে?" হিরণ্ময়ী শিশিরনিষিক্ত বিকচকমলের ন্যায় পূর্ণ-উন্মীলিত, বিশাল লোচনদ্বয়ে তাঁহাকে যেন পূর্ণ সুখে, সাধ মিটাইয়া, নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "অজয়! সত্য ক'রে আমাকে বল, তুমি বাদশাহের সঙ্গে আগ্রায় যেতে প্রতিশ্রুত হয়েছ কি না?"

অজয় সিংহ আর কখনও হিরণ্ময়ীর এমন বিষাদে মধুর, নৈরাশ্যে কোমল কণ্ঠস্বর শুনেন নাই! এমন ভাবনাময় অথচ প্রেমস্নিগ্ধ, এমন বিষাদপূর্ণ অথচ সুধাময় কটাক্ষ আর কখনও দেখেন নাই! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাকে কে বল্লে হিরণ?"

হিরণ্ময়ী আবার সেই কটাক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া সেই স্বরে উত্তর করিল "অজয়! তোমার মনে আছে, আজ প্রায় দশ বৎসর হ'ল, আমরা দুজনে এক দিন সন্ধ্যার সময় পর্ব্বতের তলে, নদীতীরে, এক জন উন্মাদিনীকে দেখেছিলেম! আমি আজ ঘুমিয়েছিলেম, এমন সময়ে সেই উন্মাদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে আমার কাণে কাণে বললে 'কেমন! এখন তোকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা ক'রবে? তুই কোথায় থাকবি, আর কোথায় থাকবে তোর অজয়? কাল্‌ত তোর অজয় জন্মের মত তোকে ছেড়ে বাদশাহের সঙ্গে উদয়পুর পরিত্যাগ ক'রবে! দেখি, তোকে পাগলিনীর হাত

থেকে কে এখন রক্ষা করবে?" আমি সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেম, আর উন্মাদিনী যেন করতালি দিয়ে, উচ্চ হাস্য ক'রে অন্ধকারের সঙ্গে মিশ্‌যে গেল!"

অজয় সিংহ সিহরিয়া উঠিলেন। কি বলিয়া হিরণ্ময়ীকে প্রবোধ দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি একবার চক্ষু মুদিত করিয়া, আবার শৈশবসখী হিরণের সেই বিষাদময় অমৃতময় অধর, সেই নৈরাশ্যময় আদরময় নয়ন, প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন। সহসা অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "কমলাবতি! হিরণ্ময়ীকে প্রবোধ দিয়ে বল, কোন ভয় নাই! আমি শীঘ্রই আবার আগ্রা হ'তে ফিরে আসব।"

এই বলিয়া অজয় সিংহ দ্রুতপদবিক্ষেপে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "এ কি স্বপ্নমাত্র? বিধাতঃ! মনুষ্যজীবন কি স্বপ্নময়?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চিত্রপট।

যুবরাজ সেলিম দিল্লীতে আপন প্রমোদ-উদ্যানমধ্যে একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া আবুল ফাজিলের জারজ পুত্র সথায়ত আলি নামক তাঁহার প্রিয় সহচরের সঙ্গে সুরাপান করিতে-ছিলেন। তিনি পিয়ালা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন "সথায়ত!

আর কালবিলম্ব করা কোন মতে উচিত নহে। আমি দেখ্‌ছি পিতার অবিমৃশ্যকারিতায় দিল্লীর সিংহাসন অচিরাৎ হিন্দুর অধিকারভুক্ত হবে।"

সখায়তের সুরাপান বড় একটা অভ্যাস ছিল না। আজি যাহা পান করিয়াছিল, তাহাতেই প্রমত্ততা জন্মিয়াছিল। সে উত্তর করিল, "জাঁহাপনা! এ ও কি সম্ভব? দিল্লীর সিংহাসনে একজন কাফের বস্‌বে, এ কি আমি প্রাণ থাক্‌তে সহ্য কর্‌ব।"

সেলিম উত্তর করিলেন "অসম্ভব কিসে? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছনা, কাফের মানসিংহের স্পর্দ্ধা এত অধিক হ'য়েছে যে, সে আপন ভাগিনেয় নির্ব্বোধ খস্রুকে সিংহাসনে বসাবার জন্য ষড়যন্ত্র কর্‌চে।"

সখায়ত বলিল "আপনি অনুমতি করেন ত পাপাত্মার মস্তক আপনার চরণে উপহার দিই।"

সেলিম বলিলেন "আর দেখ, কি আশ্চর্য্য। আমেদ-নগরের যুদ্ধে একজন অনভিজ্ঞ, অজাতশ্মশ্রু রাজপুত-বালককে সেনাপতি করে পাঠালেন। আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে যেতে উৎসুক ছিলেম, কিন্তু বাদশাহের তা মনঃপূত হ'ল না।"

সখায়ত কহিল "সে ত ভালই হয়েছে। বন্য পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করা আর মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার কত প্রভেদ কাফের-নন্দন এবার তা জান্‌তে পারবে।"

সেলি। তোমার কথা আমি বুঝতে পার্‌চি না। দুই পিয়ালা সুরাপান ক'রে তুমি উন্মত্ত হলে নাকি?

সখা। আপনি কি শুনেন নাই, এই বালক প্রতাপ

সিংহের পুত্র, একটা মহিষের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সম্রাটের নিকট এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেছে?

সেলি। কি ভয়ানক অবিমৃশ্যকারিতা! কে বল্‌বে, রাণা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কি প্রয়োজন ছিল? যদি অবশেষে গর্ব্বিত রাণার প্রস্তাবেই সম্মত হ'তে হ'ল, তবে এত অর্থব্যয়, এত শোণিতপাত, এতকাল পর্ব্বত-প্রদেশে অনশন স্বীকার কর্‌বার কি প্রয়োজন ছিল?

সখা। তার সন্দেহ কি? পুনর্ব্বার যাতে মিবার দেশের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আপনি কালবিলম্ব না ক'রে তার উদ্যোগ করুন। আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য কর্‌ব। এ অধীন তার জন্যে আর কোনও পুরস্কার আকাঙ্ক্ষা করে না, কেবল একটী মাত্র। জাঁহাপনা।

স্বভাবতঃ নীচপ্রকৃতি, তাহাতে সুরাপানে বিকৃতমস্তিষ্ক সখাযত আলি সেলিমের পদতলে পড়িয়া, তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া, বলিতে লাগিল "জাঁহাপনা! আপনি ইচ্ছা ক'রলে মিবারযুদ্ধে অনায়াসেই জয়লাভ ক'রবেন। আমি যে প্রাণপণে আপনার সাহায্য ক'রব, তার জন্য কেবল একটীমাত্র প্রতিদান ভিক্ষা করি। অনুমতি করেন ত নিবেদন করি।"

সেলি। কথাটা কি তাই বলনা। এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি?

সখা। এই দেখুন, যুবরাজ! আর আপনার ভৃত্যের সে স্বাস্থ্য নাই! সে বল নাই! সে স্ফূর্ত্তি নাই! শরীর দিন দিন কৃশ হচ্চে! জীবন নিরুৎসাহ হচ্চে। যদি বলেন, তার কারণ কি? চিন্তা! ঘোরতর গুরুতর চিন্তা।

সেলি। কিসের চিন্তা?

সখা। কিসের চিন্তা? হায়! হায়! প্রেমের চিন্তা! মিলনের চিন্তা! সেই শশিমুখী সুন্দরীর চিন্তা! তবে শুনুন যুবরাজ! আপনাকে হৃদয় খুলে সমস্ত বল্‌চি! আজ দুই মাস হ'ল সম্রাটের সঙ্গে উদয়পুরে গিয়েছিলেম। রাত্রিতে মৃগয়া হ'তে ফিরে আস্‌ছিলেম, রাজপ্রাসাদের নীচে আস্‌বামাত্র, হায়! হায়! সে কথা কেমন ক'রে ব'লব, সেই সুন্দরী ছাদের উপর হ'তে আমার গলায় ফুলের মালা নিক্ষেপ কর্‌লে। আমার প্রাণের মধ্যে অমনি আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুন আজ দুই মাস আমার অন্তর দগ্ধ ক'রচে। এ পৃথিবীতে যে এমন সুন্দরী আছে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। আমি অতি অপদার্থ, অতি অধম। তা না হ'লে এতদিনে হয় সে অমূল্য রতন লাভ কর্‌তেম, না হয় তার জন্যে প্রাণ দিতেম! এই দুই মাসে কিছুই ক'রতে পার্‌লেম না! ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার মনুষ্যজন্মে।

বলিতে বলিতে সুরাপানপ্রমত্ত সখায়ত সেলিমের পদদ্বয় ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। সেলিম উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "সে সুন্দরী কে?"

সখা। হায়! হায়! তা আপনাকে আমি কেমন ক'রে বল্‌ব! যদি আপনি প্রতাপ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তা হ'লে সমস্তই বুঝ্‌তে পারা যাবে। আমি সে শশিমুখীকে একবার দেখ্‌তে পেলেই চিন্‌তে পার্‌ব! যুবরাজ। আমি আপনাকে প্রাণপণে এই যুদ্ধে সাহায্য ক'রব। আপনি জয়লাভ ক'রবেন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই! আমি তখন

আপনার কাছে আর কিছু প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করি না! কেবল এই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ। যুবরাজ! অনুমতি করেন তো আর এক পিয়ালা পান করি।”

গবাক্ষ পার্শ্বে, প্রদোষের অস্পষ্ট ছায়ালোকে উভয়ের অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া, একজন জীর্ণবসনা, বিকীর্ণ-মূর্দ্ধজা, ভস্মাচ্ছাদিত-কলেবরা উন্মাদিনী একাগ্রমনে দুজনের কথোপকথন শুনিতেছিল। সেলিম বলিতে লাগিলেন “সখাযত! তুমি অতি মূর্খ, কাপুরুষ, দুর্ব্বল হৃদয়, তা না হ’লে একটা সামান্য কাফের নারীর জন্য তুমি আমাকে বিরাট যুদ্ধসজ্জায় প্রবৃত্ত হ’তে পরামর্শ দাও।” সখাযত পিয়ালা ভূতলে রাখিয়া সরোদনে উত্তর করিল “কি বল্‌লেন যুবরাজ? সামান্য কাফের নারী? হায়রে আমার অদৃষ্ট। সেই স্বর্গের অপ্সরীকে সেই পরশূন্যা পরীকে, সেই নূর-চস্‌মী হুরিকে, আপনি কিনা সামান্য কাফের নারী বল্‌লেন? এত কাল পরে, এই দুই মাস মনের আগুনে গুম্‌রে গুম্‌রে, আপনার কাছে মনের কথা খুলে বল্‌লেম, আমার প্রাণের বেদনার সহানুভূতি করা দূরে থাকুক, আপনি কিনা বল্‌লেন সামান্য কাফের নারী? তবে এ গোলামকে জন্মের মত বিদায় দিন। এ প্রাণ আর আমার রাখবার আবশ্যক নাই! চল্‌লেম তবে আমি। এই রইল আপনার সুরার পাত্র, এই রইল আপনার সোণার পিয়ালা। আজ হ’তে একাকী ব’সে মনের সাধে মদ্য পান ক’রবেন! এত দিন পরে আপনার গোলাম জন্মের মত বিদায় গ্রহণ ক’রলে!” মদ্যপানমত্ত, বিহ্বলচিত্ত, নীচাশয় সখাযত আলি সেখান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য দ্রুত পদে অগ্রসর হইল। হঠাৎ গবাক্ষপার্শ্ববর্ত্তিনী

উন্মাদিনীর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সথায়ত সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল "একি যুবরাজ! অই দেখুন! এ যে পেত্নী!"

উন্মাদিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল দেখিয়া সথায়ত সেলিমের দিকে দৌড়িয়া আসিয়া বলিতে লাগিল "দোহাই যুবরাজ! রক্ষা করুন! ধ'রলে আমাকে!"

সেলিম উত্তর করিলেন "ভয় নাই, কাপুরুষ। প্রেতিনী নহে।"

উন্মাদিনী উত্তর করিল "প্রেতিনী নহি, পাগলিনী! প্রেতিনী কি অন্ধকারে অন্তরালে দাঁড়ায়ে, প্রেমের কথা শুনতে আসে? প্রেতিনী কি একাকিনী সম্রাটের প্রমোদ উদ্যানে বিচরণ কর্‌তে সাহস করে? প্রেতিনী কি এমনি ক'রে পরীর ছবি বক্ষঃস্থলে লুকিয়ে রেখে, প্রাণের জ্বালায় দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে? আর এই দ্যাখ মূর্খ! প্রেতিনী কি নারীর অবিকল রূপ এমনি ক'রে চিত্রপটে অঙ্কিত ক'র্‌তে পারে? চেয়ে দ্যাখ এ কার চিত্রপট।"

বলিতে বলিতে উন্মাদিনী আপন বসন মধ্য হইতে একখানি চিত্রপট বাহির করিয়া সেলিমের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেলিম চিত্রপট হস্তে লইয়া বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন, এক অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী কিশোরীর প্রতিমূর্ত্তি। অকস্মাৎ সথায়ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া, সেলিমের হস্ত হইতে চিত্রপট আকর্ষণ করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল "একি! একি যুবরাজ! এ যে সেই! যে রূপের অনলে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে, এ যে সেই রূপরাশি! সেই অধর! সেই নয়ন! প্রেতিনি! পাগলিনি! তুমি এ মূর্ত্তি কোথায় পেলে?" যুবরাজ সেলিম গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে সত্য ক'রে বল, এ কার প্রতিমূর্ত্তি?"

পাগলিনী উত্তর করিল "সেই পাষাণীর! সেই পিশাচী রাক্ষসী তারা বাইযের দুহিতা হিরণ্ময়ীর! আর এই পাষাণীর পার্শ্বে যে যুবাপুরুষ দেখচ, যার গলায় পাষাণী ফুলের মালা দিচ্চে, ও প্রতাপ সিংহের পুত্র অজয় সিংহ। হায় রে! ভাবতে গেলে যে বুক ফেটে যায়। অজয়ের গলায় পাষাণী বরমাল্য দেবে। পাষাণীর মনস্কামনা সিদ্ধ হবে?"

যুবরাজ সেলিম উত্তর করিলেন "কখন না। তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি, যদি সত্য সত্যই এই চিত্রপটে অঙ্কিত ভুবনমোহিনী প্রতিমূর্ত্তির মত সুন্দরী এ জগতে থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও, সে কখনও এই ক্ষত্রিয়বালকের গলায় বরমালা দিতে পারবে না। নিশ্চয় জানিও, সে ভুবনমোহিনী রমণী এক দিন সেলিমের অঙ্কে বিরাজ করবে।"

পাগলিনী কহিল "দেখা যাবে। দেখা যাবে। পাষাণীর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, কি তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, দেখতে পাব! আর এক দিন আসব।" পাগলিনী দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। সেলিম একজন প্রহরীকে নিকটে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, "এই পাগলিনীর অনুসরণ কর! সে কোথায় যায়, কোথায় অবস্থান করে, গোপনে সমস্ত দেখে এস। কাল তোমাকে আবার ঠিক এই সময়ে ইহাকে আমার নিকট ল'য়ে আসতে হ'বে। সাবধান যেন আমার আদেশ পালনে ত্রুটি না হয়। সখায়ত! আর এক পিয়ালা সুরা মাত্রা পূর্ণ করিয়া শীঘ্র আমাকে দাও।"

পাগলিনী মৃদু মৃদু গীত গাইতে গাইতে, দিল্লীর দক্ষিণ পার্শ্বে

যমুনানিকটস্থ একটী বিজন কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই কাননমধ্যে একশত রমণী একত্রে বসিয়াছিল। তাহারা সকলে যুবতী ও সুন্দরী। উন্মাদিনীকে দেখিবামাত্র সেই এক শত রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই বিজন কাননমধ্যে বহুমূল্য রত্নরাজিশোভিত বিচিত্র সিংহাসন বিস্তৃত ছিল। দীর্ঘ তরুশাখায় চারুচন্দ্রাতপ লম্বিত ছিল। রমণীগণ ক্ষিপ্রহস্তে উন্মাদিনীবেশধারিণী যুবতীর লাবণ্যময় দেহ সুবর্ণখচিত বসন ও মহার্ঘ অলঙ্কাররাশিতে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ সুবর্ণনির্ম্মিত, হীরকখচিত চামর লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল, কেহ অলক্তরাগে তাঁহার চরণরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল। পাগলিনী ভুবনেশ্বরীর মোহন রূপে কাননপ্রদেশ উজ্জ্বল করিয়া সিংহাসনে বসিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সখি। আজ সেই রাক্ষসী-তনয়ার ভুবনমোহনরূপে সুরাপানপ্রমত্ত সেলিমের হৃদয়ে প্রচণ্ড অনল প্রজ্বলিত করেছি। কিন্তু আজ আবার তোরা আমাকে এ বেশে সাজালি কেন? যতদিন হৃদয়ের এ প্রচণ্ড অনল নির্ব্বাপিত না হয়, ততদিন কি আমাকে এ বেশে শোভা পায়? যা সখি! শীঘ্র যা, একবার আমার সেই সাধের পরিচ্ছদ, উন্মাদিনীর পোষাক ল'য়ে আয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবীন সেনাপতি।

আগ্রার নূতন দুর্গে আকবর শাহের মন্ত্রণাভবনে, ভারত সম্রাটের সম্মুখদেশে অজয় সিংহ একাকী উপবিষ্ট। সম্রাট কিয়ৎক্ষণ চিন্তিত ভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে যা হোক্ অজয়! এ সংবাদ কি তোমার সত্য ব'লে বিশ্বাস হয়? দাক্ষিণাত্যে এত সৈন্য থাকতে, শত শত শিক্ষিত যোদ্ধা থাকতে, অবশেষে কিনা একজন অন্তঃপুরবাসিনী অবলার উপর যুদ্ধভার সমর্পিত হ'ল?"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "ভারতেশ্বর! আমি বিস্মিত হ'লেম যে, আপনিও এ কথা অসম্ভব অথবা অস্বাভাবিক মনে করেন! আপনি কি ভারতললনার অপার্থিব দেশবাৎসল্য, অতুলনীয় বীরত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই? রাজস্থানের প্রতি অন্তঃপুরে হিন্দুরমণীর ললাটে কি বীরজননী ভারত-মাতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখেন নাই? হিন্দুনারীর বিস্ময়কর বীরত্ব কি ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত নাই?"

আকবর শাহ সহাস্যে উত্তর করিলেন "কিন্তু এ যুদ্ধের ভার যে রমণীর উপর অর্পিত হ'য়েছে, শুনা গেল, সে তো মুসলমানী, হিন্দুরমণী নয়!"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "যবনী সত্য, কিন্তু তবুও ভারত-

রমণী। চন্দনকাননে দেবদারু তরু উৎপন্ন হ'লে তা'তেও চন্দনের সৌরভ জন্মে।''

আক। তবে তোমার বিশ্বাস যে, যবনরমণীও রূপে ও গুণে হিন্দুনারীর সমকক্ষ হ'তে পারে? আমি এ কথা তোমার মুখে শোনবার জন্যেই এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেম। যদি কেহ ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়, তবে সে অবশ্যই স্বীকার কর্‌বে যে, যত দিন হিন্দু ও মুসলমান পরিণয়সূত্রে বদ্ধ না হয়, ততদিন উভয় জাতিকে একত্রীভূত করা অসম্ভব। আর হিন্দুমুসলমানের পূর্ণ সম্মিলন সংঘটিত না হ'লে, ভারতরাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি কখনই স্থাপিত হবে না।

অজ। কিন্তু যতদিন হিন্দুসাম্রাজ্যের সিংহাসনে কেবলমাত্র যবনসম্রাট অধিরূঢ় থেকে, এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে একাধিপত্য ক'রবে, তত দিন ত হিন্দুজাতি মুসলমানের প্রতি পররদ্রব্যাপহারী ব'লে বিদ্রূপ প্রকাশ করবে।

আক। আমার এমন ইচ্ছা নহে যে, কেবল মাত্র মুসলমান ভারতে একাধিপত্য করে। তাই আমি কল্পনা করেছিলেম যে, তোমার পিতার সম্মতি ল'য়ে, মোগলসম্রাটের দুহিতার সঙ্গে ক্ষত্রবীর অজয়সিংহকে পরিণীত ক'রে, হিন্দুযবনের প্রতি অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিব।

অজ। ভারতেশ্বর! পিতা সম্মত হ'লেও আপনার এ অভিলাষ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

আক। আর যদি হিরণ্ময়ীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে রাণা প্রতাপসিংহ অসম্মত হন?

ভারত সম্রাট দেখিলেন, অজয় সিংহের মুখমণ্ডল আরক্তিম

হইযা আবাব পাণ্ডুবর্ণ ধারণ কবিল, শরীব কণ্টকিত হইল! অজয়সিংহ একবাব বিদ্যুদ্দৃষ্টিতে সম্রাটকে নিরীক্ষণ কবিযা, দুই হস্তে মুখাববণ কবিলেন। আকববশাহের গম্ভীর মুখমণ্ডল গম্ভীবতব হইল। তিনি বলিলেন "বৎস অজয! তুমি কি বিস্মৃত হ'চ্চ যে, দিল্লীশ্বব তোমাকে অপত্যেব ন্যায় স্নেহ কবেন? মনে কবিও না যে, আমি এমনি স্বার্থপব যে, নিজেব অভিসন্ধিসাধনেব জন্য তোমাব ভাবীসুখেব কণ্টক হব। আমিও এক দিন তোমাব মত যুবাপুরুষ ছিলেম! আকববেব পাষাণবক্ষেও একদিন প্রেমেব দুদমনীয় বেগ প্রবাহিত হযেছিল। আমি তোমাব মনেব ভাব স্পষ্ট বুঝতে পাবচি। মনে কবিও না যে, আমি—এ কি? এ দূত দিল্লী হতে আসচে। বোধ হয—" অদূবে একজন অশ্বাবোহী দ্রুতবেগে দুর্গাভিমুখে অগ্রসব হইতেছে দেখিযা, বাদশাহ উঠিযা দাঁড়াইযা বলিতে লাগিলেন "বোধ হয়, নির্ব্বোধ সেলিম দিল্লীদুর্গ অগ্নিদাহে ভস্মাবশেষ ক'বেছে, অথবা মানসিংহেব শুভ্র শ্মশ্রু—" সম্রাটেব কথা শেষ হইতে না হইতে আশ্বাবোহী তাঁহাব চবণসমীপে আসিযা, ভূমিস্পর্শ কবিযা অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। সম্রাট্ গম্ভীবস্ববে কহিলেন "কি সংবাদ শীঘ্র বল।"

দূত পুনবপি ভূমিচুম্বন ও অভিবাদন কবিযা, সম্রাটেব পদতলে একখানি পত্র নিক্ষেপ করিয়া অনুমতির অপেক্ষায় জোড়কবে দাঁড়াইযা রহিল। আকববশাহ অতীব মনঃসংযোগে পত্রপাঠ কবিয়া, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন ও পুনবপি পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ কবিলেন। অজয় সিংহ দেখিলেন, তাঁহার বিশাল ললাট বিষাদেব বেখায় কুঞ্চিত

হইল ও তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তিতভাবে আপনা-অপনি-বলিতে লাগিলেন "রাজপুতললনা—সখায়ত আলি—উদয়পুরের সন্ধি!" সম্রাট তখনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তীব্রদৃষ্টিতে একবার অজয়সিংহকে নিরীক্ষণ করিয়া করস্থিত পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "আলমসের।" অশ্বরক্ষক আলমসের দৌড়িয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বাদশাহ কহিলেন "সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতি অশ্ব মুহূর্ত্তমধ্যে সজ্জিত কর। পত্রবাহক! তুমি স্বকার্য্যে যেতে পার।"

আলমসের দূতের সঙ্গে প্রভুর আদেশ প্রতিপালনের জন্য প্রস্থান করিল। আকবর তখন অজয়সিংহের করগ্রহণ করিয়া কহিলেন "বৎস অজয়! আহমেদনগরের এ যুদ্ধের ভার তোমার উপর অর্পিত হ'ল। সাবধান! রাজপুত-বীরের ন্যায়, প্রতাপসিংহের পুত্রের ন্যায়, আকবরের প্রিয়তম সেনাপতির ন্যায়, এ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিও। আমি কত দিনে প্রত্যাগমন কর্‌ব, তার কিছুই নিশ্চয় নাই, তোমাকে কাল প্রভাতে সৈন্যদল ল'য়ে অগ্রসর হ'তে হবে। দেখিও, যেন এই নারীসেনাপতির ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হইও না, অথবা তার উজ্জ্বল নয়নের কটাক্ষে মুগ্ধ হইও না। আর আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হলেম, তোমার বীরত্বের পুরস্কার মিবারসুন্দরী হিরণ্ময়ী।"

তিনি এই বলিয়া লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। কয়েকজন অশ্বারোহী তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, তিনি হস্তসঞ্চালনে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। ভারত-সম্রাট আকবরশাহ একাকী পবনগতিতে উদয়পুরের অভিমুখে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যাবনিক পরিণয়।

নিদাঘের নিশা অবসানপ্রায়। নিশানাথের প্রেম-অভিনয়ের শেষ দৃশ্য অভিনীত হইতেছে। সেই প্রীতিময়, আলোকময় রঙ্গভূমির দীপমালা এক একটী করিয়া নির্ব্বাপিত হইতেছে। হিরণ্ময়ী একাকিনী ধীরে ধীরে উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ-পার্শ্বস্থ কুসুমউদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি প্রত্যহ এই সময়ে এইখানে আসিয়া কুসুম চয়ন করেন। আজ তাঁহার মুখমণ্ডল অতি মলিন। হিরণ্ময়ী অনেকক্ষণ সেইখানে একাকিনী বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তার পর অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া যুক্তকরে, মুদিতনয়নে, আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন "দেব ভবানীপতে! আমার এ স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে আমাকে দয়া করে বল, আমি কোন্ ব্রত পালন করলে অজয় এ বিপদ হতে মুক্ত হবে?"

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ গগন "হর! হর! বম্ বম্!" শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল। হিরণ্ময়ী চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একজন জটাজূটভূষিত, বিভূতিচর্চ্চিত ব্রহ্মচারী দণ্ডায়মান। হিরণ্ময়ী চন্দ্রকরমিশ্রিত ঊষালোকে দেখিলেন, ব্রহ্মচারীর কমনীয় লাবণ্যময় কান্তি। তাঁহার শ্মশ্রুদামশোভিত, জটাজূটভূষিত বদনমণ্ডলে অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার বিশাল বঙ্কিম নয়ন জটাজূটের অভ্যন্তরে,

শৈবালদলে বিকচ কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ব্রহ্মচারী করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎসে! তোমার ভাবী পতি অজয়সিংহের অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীতা হয়েছ? ভয় নাই, দেব ভবানীপতি সকল অমঙ্গল নিবারণ ক'রবেন।"

হিরণ্ময়ী প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল "দেব! আমি স্বপ্ন দেখেছি, যেন অজয়সিংহ বড় বিপদে প'ড়েছেন। যদি আমার স্বপ্ন সত্য হয়, আমাকে আপনি দয়া করে বলুন, আমি কোন্ ব্রত অবলম্বন ক'রলে, অজয় এ বিপদ হতে মুক্তি পাবে।"

ব্রহ্মচারী নয়ন মুদিত করিয়া, ক্ষণমাত্র ধ্যানমগ্ন হইয়া, উত্তর করিলেন "কল্যাণি! তোমার স্বপ্ন সত্য, কিন্তু কাতর হবার কোন কারণ নাই। তুমি আমার সঙ্গে এই নিকটবর্ত্তী ভবানীপতির নূতন মন্দিরে এসে তাঁর পূজা কর। দেবাদিদেবের প্রসাদে অজয়সিংহ সকল বিপজ্জাল হতে মুক্ত হবেন।"

হিরণ্ময়ী ব্রহ্মচারীর বদনমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিল। ব্রহ্মচারী মৃদু হাস্য করিয়া দয়ার্দ্রকণ্ঠে, মধুর স্বরে, কহিলেন "বৎসে! তুমি কি আমার সঙ্গে আস্‌তে সঙ্কোচ বোধ ক'রচ? সে মন্দির অতি নিকটে। তুমি দেবাদিদেবের নিকট হ'তে অভীষ্ট ভিক্ষা ক'রে, এখনি ফিরে আস্‌তে পার্‌বে।"

হিরণ্ময়ী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে চলিল। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া একটী ক্ষুদ্র মন্দিরসমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন "এই সম্মুখে মহাদেবের মন্দির। বৎসে! ভিতরে প্রবেশ ক'রে, দেব ভবানী-পতির নিকট আপন অভীষ্ট প্রার্থনা কর।"

হিরণ্ময়ী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র বাহির হইতে কে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। মহাদেবের প্রতি-

মূর্ত্তি কোথায়, দেখিবার জন্য হিরণ্ময়ী উৎসুকনেত্রে চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। এ কি? ইহা তো মন্দির নহে! ইহা যে মুসলমানের মসজিদ। হিরণ্ময়ী সভয়ে দেখিল, এক প্রান্তে এক খানি মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত মেজ, তাহার উপরিভাগ লোহিত বস্ত্রে আবৃত। তাহার উপর কয়েকটী ফুলদানি ও এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক। একজন শ্বেতশ্মশ্রু, দীর্ঘাকৃতি মুসলমান মেজের নিকট উপবিষ্ট ও তাহার পার্শ্বে দুই জন যুবক দণ্ডায়মান। এক জন বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও রাজ-উষ্ণীষধারী সুন্দর যুবাপুরুষ! আর এক জন—একি? হিরণ্ময়ী শিহরিয়া উঠিলেন। ইহাকে হিরণ্ময়ী আর একবার দেখিয়াছিলেন। যে দিন বিজয়াদশমীর মৃগয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্বপ্রদর্শনে জয়মাল্যশোভিত, বীরদলপরিবৃত, বীরশ্রেষ্ঠ অজয় সিংহকে দেখিয়া হিরণ্ময়ী সাদরে, সহর্ষে, অজয়ের মস্তকে পুষ্পহার নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই দিন এই খর্ব্বাকৃতি, লম্বিতশ্মশ্রু, এক-চক্ষু যবনসৈনিককে দেখিয়াছিল! পুষ্পহার অজয় সিংহের বাহু স্পর্শ করিয়া, ইহারই মস্তকে পড়িয়াছিল। হিরণ্ময়ী সভয়ে দেখিল, যবনসৈনিক হাস্য করিতে করিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে! কাতরপ্রাণে, বিহ্বলহৃদয়ে বিস্মিতনয়নে, হিরণ্ময়ী ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া দেখিল। একি সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মচারী কোথায়? জটাজূটভূষিত, বিভূতি-চর্চ্চিত সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে এক জন আলুলায়িতকুন্তলা উন্মাদিনী রমণী! যে উন্মাদিনীকে হিরণ্ময়ী এক দিন শৈশব-কালে আরবালি পর্ব্বতসমীপে অজয়ের সঙ্গে ময়ূর ধরিতে গিয়া দেখিয়াছিল, এতো সেই উন্মাদিনী। যে দিন অজয়সিংহ

আকবরের সঙ্গে উদয়পুর দুর্গ পরিত্যাগ করেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে যে উন্মাদিনী করতালি দিয়া, বিকৃতকণ্ঠে, নিদ্রিত হিরণ্ময়ীকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া, অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল, আশৈশব, প্রথম দর্শনঅবধি, যে উন্মাদিনীর ভীষণ, ভ্রূকুটীকুটিল কটাক্ষ, ভীতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর, বিকট উচ্চহাস্য হিরণ্ময়ীর হৃদয়ের ভিতর জাগিতেছিল, এতো সেই উন্মাদিনী। হিরণ্ময়ী তাহার দিকে চাহিবামাত্র উন্মাদিনী করতালি দিয়া উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিল। হিরণ্ময়ীর মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিল; সে চারি দিকে কেবল অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সুরাপানমত্ত সথায়ত আলি অগ্রসর হইয়া হিরণ্ময়ীর কর গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিল ও পার্শ্ববর্ত্তী যুবরাজ সেলিমকে সম্বোধন করিয়া বলিল "যুবরাজ। তবে আর কাজি সাহেব এ সুখের বিবাহ সম্পন্ন ক'রতে বিলম্ব ক'রচেন কেন? জাঁহাপানা! যুবরাজ! আপনি যে কোন উত্তর ক'রচেন না।"

যুবরাজ সেলিম তখন মন্ত্রমুগ্ধ ও বাক্‌শূন্য হইয়া হিরণ্ময়ীর অতুল রূপরাশি দেখিতেছিলেন। সথায়ত বলিতে লাগিল "ইজর 'ও কবুল' সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সাধের পরিণয়ে এ পরীজান কোন আপত্তি ক'রচেন না। কাজি সাহেব। তবে আপনি আর বিলম্ব ক'রচেন কেন?"

কাজি সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া, শ্বেতশ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিয়া বলিলেন "ইজর ও কবুলের" সাক্ষী কই?

সথায়ত উত্তর করিল "কেন? সাক্ষী স্বয়ং যুবরাজ সেলিম আর এই উন্মাদিনী রমণী।'

কাজি কোরাণ উন্মোচন করিয়া, গম্ভীর স্বরে পাঠ আরম্ভ

করিল। অকস্মাৎ রুদ্ধ মসজিদের কপাটে কে সবলে করাঘাত করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিল "ভিতরে কে আছ, শীঘ্র দ্বার উদ্ঘাটন কর, নচেৎ পদাঘাতপ্রহারে মুসলমান-মসজিদের অবমাননা ক'রতে বিলম্ব ক'রব না।"

কাজির হাত হইতে কোরাণ খসিয়া পড়িল। যুবরাজ সেলিমের উষ্ণীষ ভূতল-চ্যুত হইল। সত্থায়ত ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হিরণ্ময়ীর হাত ছাড়িয়া দিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। উন্মাদিনীর অঞ্চল চিকুরদাম-চ্যুত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইল। হিরণ্ময়ী এতক্ষণ সংজ্ঞা হারাইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই আকাশবাণীর ন্যায় মধুর গম্ভীর স্বরে সহসা চেতনালাভ করিয়া, চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ভিতরে কেহ উত্তর দিল না দেখিয়া, আগন্তুক দ্বারে পদাঘাত করিলেন। কাষ্ঠের কপাট চূর্ণ হইয়া ঘোর ঝন্ ঝন্ রবে ভূতলে পড়িয়া গেল। আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হিরণ্ময়ী দেখিলেন, আগন্তুক ভারতসম্রাট আকবর শাহ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকের পুরস্কার।

দিল্লীশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেলিমের দিকে আরক্ত-নয়নে, তীব্রদৃষ্টিতে চাহিলেন। সে ভীষণদৃষ্টিতে ভারতের ভাবী অধীশ্বর সেলিমেরও হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি

কবস্থিত তববাবি ভূমিমধ্যে প্রোথিত কবিয়া তাহার উপর ভব দিয়া মস্তক অবনত কবিয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন। সম্রাট সথায়ত ও কাজিব দিকে ভ্রূকুঞ্চিত কবিয়া চাহিয়া দেখিয়া, সকরুণ দৃষ্টিতে হিরণ্ময়ীকে নিবীক্ষণ করিয়া উন্মাদিনীব দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন "তুমি কে?" উন্মাদিনী বিশাল নয়নযুগল ঘূর্ণিত কবিয়া, দুই হস্তে আপন চিকুবদাম আকর্ষণ কবিযা, অধব দংশন কবিযা, উচ্চ উবসে ধীবে ধীবে কবাঘাত কবিয়া, উচ্চৈঃস্ববে হাসা কবিযা উঠিল। আকবব শাহ জিজ্ঞাসা কবিলেন "তুমি কি উন্মাদিনী?'

উন্মাদিনী হাস্য কবিয়া উত্তর কবিল "আমি কে? দিল্লীশ্বব! আমাব পবিচয শীঘ্রই জানতে পাববেন। আমাব পবিচয়েব এ উপযুক্ত স্থান নয। সে যাহোক এই উন্মাদিনীব বহুদিনের অভিলাষ আজ পূর্ণ হযেছে। ঐ দেখুন, নিষ্ঠুব গোয়ালিযাব-বাজেব কন্যা, পাপীযসী বাক্ষসী তাবাবাইযেব দুহিতা আজ একজন নীচকুলোদ্ভূত মুসলমানেব ধর্ম্মপত্নী। তাব সাক্ষী দিল্লীশ্ববেব পুত্র যুববাজ সেলিম, এই কাজি, আব আমি—"

বলিতে বলিতে উন্মাদিনী হিবণ্ময়ীব সম্মুখে আসিযা কবতালি দিয়া উচ্চ হাস্য কবিযা, দ্রুতপদে বাহিবে চলিযা গেল। হিবণ্ময়ী এতক্ষণ বাক্‌শূন্যা, বিস্ময়বিমুগ্ধা হইযা দাঁডাইয়াছিল, সহসা এককালে সকল ঘটনা তাহাব হৃদয়-পটে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইল। ব্রহ্মচাবিবেশধাবিণী উন্মা-দিনীব ঘোব প্রতাবণা, মহাদেবেব কল্পিত মূর্ত্তি, কাজিব কোবাণ-পাঠ, মুসলমানসৈনিক সথাযতেব পাণিগ্রহণ, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাব মনোমধ্যে অঙ্কিত হইল। হিরণ্ময়ী চেতনা হারাইয়া,

মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সখায়তআলি সহসা যেন সাহস পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল ও হিরণ্ময়ীকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া অগ্রসর হইল। সম্রাট সরোষে, বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন "সাবধান গোলাম! এ রমণীকে স্পর্শ করিস্ না।"

সখায়ত চমকিয়া পশ্চাতে সরিয়া গিয়া, করযোড়ে কহিল "আপনি কি বিস্মৃত হ'য়েচেন যে, এ রমণী আমার ধর্ম্মপত্নী? আপনি যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।"

সখায়তের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সম্রাট সেলিমের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সেলিম! মোগলকুলের কলঙ্ক! আমি তোমাকে বারম্বার ক্ষমা করেছি। কিন্তু আজিকার এ ঘোর মূর্খতার জন্য কোন্ কঠোর শাস্তি তোমার উপযুক্ত, তা আমি এখনও নিশ্চয় করতে পারচি না।"

সেলিম উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "দিল্লীশ্বর। যে অপরাধী তাহাকেই দণ্ডিত করা ন্যায়সঙ্গত। আজিকার এ ঘটনার জন্য একাকী পাপাত্মা সখায়ত অপরাধী, আমি সাক্ষিমাত্র। সুতরাং আপনার বিনা অনুমতিতে আমিই এর প্রতি দণ্ড বিধান ক'রলেম।"

বলিতে বলিতে সেলিম বিদ্যুৎগতিতে, ক্ষিপ্রহস্তে, তরবারি সঞ্চালন করিয়া সখায়তের বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিলেন। সখায়ত ভীমরবে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

সম্রাটের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইল। তিনি সেলিমের দিকে অগ্রসর হইয়া তরবারি কোষমুক্ত করিলেন।

কিন্তু তখনি সে ভাব সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে গম্ভীরস্বরে বলিলেন "পাপের পর পাপ! মূর্খতার উপর মূর্খতা! তুমি কি মনে কর, আমি এতই মূর্খ যে, তোমার পাপ অভিসন্ধি বুঝিতে পারছি না? সে যাহোক্ আমার আজিকার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শোন, যদি এ আদেশ প্রতিপালন ক'রতে পার, তবে আমি শত অপরাধের সঙ্গে আজিকার এ পৈশাচিক আচরণও ক্ষমা করব। শুন, আমি এই রাজপুত-ললনাকে আলয়ে লয়ে গিয়ে, আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করব মনস্থ করেছি। ইনি এখন লৌকিক আচারঅনুসারে মুসলমানের ধর্ম্মপত্নী। সুতরাং হিন্দুরাজধানীতে আর ইঁহার স্থান নাই। যদি তুমি কখনও ইহাঁর দিকে প্রেমচক্ষে দেখ, নিশ্চয় জানিও, আমি তোমার শত অপরাধের এককালীন দণ্ডবিধান ক'রব। এখন তুমি এখান হ'তে প্রস্থান কর।"

সেলিম মূর্চ্ছিতা হিরণ্ময়ীর অতুলনীয় রূপরাশির প্রতি বারম্বার কটাক্ষপাত করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া, একাকী আগ্রার অভিমুখে চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মানবী না কিন্নরী!

যে সময়ে ভারতের সিংহাসনে রাজকুলগুরু আকবারশাহ পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রাজ্ঞী চাঁদসুলতানা দাক্ষিণাত্যের সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

এই অসামান্যা রমণী যে সকল অংশে আক্‌বর শাহেরও সমকক্ষ ছিলেন, নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখকমাত্রেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সার্দ্ধশতবৎসরের ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়, অন্ধকারে রত্নদীপের ন্যায়, মরুতলে মন্দাকিনীর ন্যায়, এই অশেষগুণালঙ্কৃতা বীরাঙ্গনার আবির্ভাবে, দাক্ষিণাত্যে কিছু দিনের জন্য শান্তি ও সুখের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু রাণী চাঁদসুলতানাকে অধিক দিন শান্তিসুখ উপভোগ করিতে হইল না। আহমদনগরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অল্পকালপরেই শুনিলেন, অমিতবিক্রম মোগল-বাদশাহের সেনাতরঙ্গ প্রবলবেগে দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। চাঁদসুলতানার বিরাম নাই, আহার নিদ্রায় অবসর নাই। অদম্য উৎসাহে, অলৌকিক অধ্যবসায়ে, সেনাপতি ও সেনাগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, স্বয়ং বিপুল আহমদনগর দুর্গের প্রত্যেক স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, আপন হস্তে অস্ত্রাগারের প্রত্যেক অস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, মধুরবচনে প্রত্যেক সৈনিকের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

এক দিন, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর প্রদোষকালে ক্লান্তিঅপনয়নমানসে, প্রাসাদপার্শ্বে, নদীতীরে, কতিপয় বয়স্যা রমণীর সঙ্গে বসিয়াছিলেন। রাজ্ঞী একজন সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "জুলেকা। আজ বড় প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অসহ্য উত্তাপে শরীর দগ্ধ হ'চ্ছে। শুনেছি মল্লাররাগে বৃষ্টি হয়। এই সময়ে একবার একটী মল্লাররাগের গীত গাওনা। হয়তো তোমার

মধুর কণ্ঠনিনাদের পুরস্কার দিবার জন্য আকাশ বৃষ্টি-ধারা বর্ষণ করিতে পারে।"

জুলেকা উত্তর করিল "আপনার আদেশ প্রতিপালনে এ দাসী কোন্ কালে অসম্মতা হয়? কিন্তু আজ দাসীর সঙ্গে এ উপহাস কেন?"

জুলেকা তানপুরা হাতে লইয়া গাইতে আরম্ভ করিল। চাঁদসুলতানা প্রীতিফুল্ল নয়নে, সঙ্গীত বিদ্যায় সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, তরুণী সহচরীর সুমধুর গীতিধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে রাজ্ঞী আকাশের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন "সখি! তোমার মল্লাররাগ এমনি সুমধুর, এতই তানলয়-বিশুদ্ধ, ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, সত্য সত্যই মেঘখণ্ড দেখা দিয়াছে। আর একটী গীত এমনি ক'রে আর একবার গাও, নিশ্চয়ই বৃষ্টি হ'বে।"

"আপনি আদেশ ক'রলে একবার কেন শতবার গাইব, কিন্তু মিনতি করি, উপহাস ত্যাগ করুন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর আকাশে মেঘ উঠে, বৃষ্টিও হয়, এ কথা সকলেই জানে। এ তো প্রকৃতির নিয়ম। আমার তো কথাই নাই, কেননা আমি সঙ্গীতের কিছুই জানিনা, কিন্তু মানুষের কি সাধ্য কণ্ঠস্বরে জড়জগৎকে মুগ্ধ করতে পারে?"

জুলেকা আবার তানপুরা হাতে লইয়া, পূর্ব্বের মত তারস্বরে মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগিল। অকস্মাৎ রমণীমণ্ডলী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! সহসা ছিন্নতার সিতারের ন্যায় জুলেকার কলকণ্ঠ নিরস্ত হইল, তাহার হাত হইতে তানপুরা নদীজলে পড়িয়া গেল! স্রোতস্বতীর কলনিনাদ, বৃক্ষপত্রের শির্

শন্ শব্দ, পবনের পতধ্বনি নীরব হইল। দূরে, নদীপ্রান্তবর্ত্তী কানন মধ্যে কাহার বীণারব-সংমিলিত মল্লাররাগ দশ দিকে নিনাদিত হইল। প্রকৃতি নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ, চিত্রার্পিত! প্রাচী-মূলে যে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দেখিয়া, বাজী চাঁদ সুলতানা জুলেকাকে উপহাস করিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে সহস্র মত্তকুঞ্জর রূপে, সহস্র শুণ্ড আস্ফালনে, অশনি-নিনাদে আকাশপটে ধাবিত হইয়া, সহস্রধারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। সে মোহময় গীতিধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর রবে, মধুর হইতে মধুরতর নিনাদে, ভীষণ হইতে ভীষণতর লয়ে, বারিধারার শ্রুতিমধুর নিনাদ বীণাঝঙ্কারের সঙ্গে সংমিলিত করিয়া, জলদরাশির স্নিগ্ধ গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি মল্লারের মোহন লয়ে বিলীন করিয়া, প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেন মোহ-মুগ্ধা প্রকৃতি চেতনা লাভ করিয়া বৃষ্টিপতনের নূপুর রবে, জীমূতমন্দ্রের বাদ্যতালে, সে অমৃতময় মল্লারতানের সঙ্গে যোগ দিল। রমণীমণ্ডলী সংজ্ঞা হারাইয়া বারিপ্রবাহ মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে গীতিধ্বনি নিকট হইতে আরও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে একজন রমণী বীণা হস্তে গীত গাইতে গাইতে, ধীরে ধীরে আসিয়া বাজী চাঁদ সুলতানা ও তাঁহার সহচরীগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এখনও সকলে পূর্ব্বকার মত নীরব ও নিশ্চল। অবশেষে গায়িকা গীত বন্ধ করিয়া, করস্থিত বীণা চুম্বন করিয়া বক্ষে ধারণ করিল। রমণীগণের মোহভঙ্গ হইল। একজন বলিল "বাজি! অপরাধ ক্ষমা ক'রবেন। আমি জ্ঞান-শূন্যা হ'য়েছিলেম। ভীষণ অন্ধকারে, বারি-প্রবাহ মধ্যে আপনি যে

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে র'য়েছেন, তা এতক্ষণ একবারও মনে হয় নাই। গৃহে চলুন।"।

জুলেকা গায়িকাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি মানবী না কিন্নরী?" গায়িকা ধীরে ধীরে জুলেকার দিগে অগ্রসর হইল। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। সকলে দেখিল, গায়িকা জরাজীর্ণ-বসনা ভিখারিণী।

একজন জিজ্ঞাসা করিল "ভিখারিণি। তুমি কোথায় থাক?" গায়িকা অতি অস্ফুট, অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল "ভিখারিণী নহি, উন্মাদিনী।"

চাঁদসুলতানা বলিলেন "ইহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না ক'রে, অতি সমাদরে অন্তঃপুরমধ্যে লয়ে চল।"

চাঁদসুলতানা আর্দ্রবসন পরিত্যাগ করিয়া, পরিচারিকাকে বলিলেন, "এই ভিখারিণীকে রত্নরাজিখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ এনে দাও।"

পরিচারিকা ভিখারিণীকে নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দিল। ভিখারিণী হাস্য করিয়া, পরিচ্ছদ ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিল "এ মহামূল্য পরিচ্ছদ আমারই উপযুক্ত বটে।"

চাঁদসুলতানা সহচরীগণকে বলিলেন "এই ভিখারিণীর সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে। আমি যতক্ষণ অনুমতি না করি, তোমরা কেহ আমার নিকটে আসিওনা।"

ভিখারিণীকে সঙ্গে লইয়া, সুলতানা আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন ও কক্ষদ্বার অর্গল-বদ্ধ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনীর পূর্ব্ব কাহিনী।

দীপমালা-শোভিত, সুসজ্জিত, সুবাসিত কক্ষমধ্যে সুলতানা ও উন্মাদিনী দুজনে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে উন্মাদিনী বলিল "আপনি রাজরাজেশ্বরী, ভিখারিণীর সঙ্গে আপনার কোন্ গোপনীয় কথা আছে? কই, বল্‌চেন না কেন?"

সুলতানা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন "মুম-তাজ। তুমি কি এখনও মনে কর, আমি তোমাকে চিন্‌তে পারি নাই? আজ তোমাকে দেখে বিষাদে ও আনন্দে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে, হৃদয় আলোড়িত হচ্ছে। কোন্ কথা জিজ্ঞাসা ক'রব স্থির ক'রতে পারচি না।"

ভিখারিণী উত্তর করিল "তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে না। আমি নিজেই তোমাকে সকল কথা বল্‌চি, শুন। অই পালঙ্কের উপর ব'স। আমি এইখানে দাঁড়য়ে সকল কথা বলি শুন। বিশ বৎসর হ'ল, বাল্যকালে, যখন তুমি আমার মুখে ঐতিহাসিক কাহিনী শুন্‌তে ভাল বাসতে, তুমি এক দিন, ঠিক এইরূপ দীপমালাময়, সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে, ঠিক এইরূপ পালঙ্কের উপর ব'সে, আমার মুখে যামিনীবংশীয় নৃশংস মুসলমানের হস্তে রামরাজার নিষ্ঠুর মৃত্যুকাহিনী শুনে, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল সিক্ত ক'রেছিলে, মনে আছে? আজ একবার তেমনি ক'রে অইখানে ব'সে, তেমনি অবাক্ হয়ে,

সাশ্রুনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, অভাগিনী মমতাজের আত্ম-কাহিনী শুন।" তুমি জান্‌তে, আমি এ পৃথিবীতে আর নাই। তাই আমাকে অন্ধকারে, নদীতীরে, প্রেতিনীর মত গীত গাইতে গাইতে আস্‌তে দেখে, কতই ভয় পেয়েছিলে। তাই এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে আমাকে দেখ্‌ছিলে!"

"অবাক্ হয়ে ছিলেম সত্য, কিন্তু ভয়ে নহে, বিষাদে। লোকে মনে ক'রত বটে, তুমি এ পৃথিবীতে আর নাই, কিন্তু আমি বেশ জানতেম তোমার মরণ নাই। আজ আবার তোমাকে এতকাল পরে জীবিতাবস্থায় দেখ্‌তে হল, এই মর্ম্মবেদনায় এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে ছিলেম!"

"তবে শুন তোমাকে সমস্ত বলি। তোমার বিবাহের পর তুমি আহমদ্‌নগরে চলে এলে। তোমার বাল্যসহচরী, পিতৃমাতৃহীনা মমতাজ তার পিতার মৃত্যুর পর অল্প বয়সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হ'য়ে, পিত্রালয়ে অবস্থান কর্‌তে লাগল। কিছুদিন পরে তোমার পাপীয়সী ভগিনীর নয়নপথে একজন পরম সুন্দর হিন্দুযুবক পতিত হ'ল, সে হিন্দুযুবক গোয়ালিয়ারের নির্ব্বাসিত ক্ষত্রিয়রাজকুমার। তার সে বীরত্বপূর্ণ কান্তি, সুন্দর মুখমণ্ডল দেখে, পঞ্চদশ বর্ষীয়া কুমারীর হৃদয় উন্মত্ত হ'ল। সে গোপনে ক্ষত্রিয় রাজের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ক'রলে। যবনদ্বেষী হিন্দুরাজ যবনীর সঙ্গে গুপ্ত পরিণয়েও অসম্মতি প্রকাশ কর্‌লে। সেই সময় তার পূর্ব্ব-পরিণীতা সহধর্ম্মিণী ও একটি দুই বৎসরের বালিকা কন্যা মিবাররাজধানীতে রাণা প্রতাপ-সিংহের আশ্রয়ে অবস্থান কর্‌ছিল। সে যা হোক্ অচিরাৎ

যবনকুমারীর পাপতৃষ্ণা চরিতার্থ হল। অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু রাজকুমারের ঔরসে ও মুসলমান কুমারীর গর্ভে এক অপূর্ব্বরূপশালিনী কন্যা জন্ম গ্রহণ করলে। যবনকুমারী তখন অনন্যোপায় হ'য়ে, ক্ষত্রিয়রাজের চরণ ধারণ ক'রে রোদন ক'রতে লাগিল। বীর ক্ষত্রিয়ের উচ্চহৃদয় বিগলিত হ'ল, কিন্তু তার সহধর্ম্মিণী সকল জান্‌তে পেরে, উভয়ের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্তা হ'ল। তারই ষড়যন্ত্রে, তারই কৌশলে, যবনকুমারীর প্রাণের ধন তার বক্ষ হ'তে ছিন্ন হ'য়ে, বহুদূরে, অজ্ঞাতবাসে প্রেরিত হ'ল। তার পর যেরূপে বিরাররাজবংশে অভাগিনী পরিণীতা হ'ল, সে সমস্তই তুমি জান। কিছুদিন পরেই তোমার পাপীয়সী ভগিনীর স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ—"

চাঁদ-সুলতানা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরোষে, কম্পিতস্বরে বলিলেন "ক্ষান্ত হও পাপীয়সি! সে পাপ-কাহিনী আর নিজের মুখে বল্‌তে হবে না।"

উন্মাদিনী বলিতে লাগিল "তোমার ভ্রম হয়েছে লোকের মুখে যা শুনেছ, তুমিও তাই বিশ্বাস কর। আমি জানি, জনরবের সহস্রবসনায় ঘোষিত হ'য়েছিল যে, আমি স্বামীকে বিষদানে হত্যা ক'রে প্রস্থান করেছিলেম। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমারই দোষে, আমারই ঘোর পাপে, তাঁর মৃত্যু হ'য়েছিল সত্য, কিন্তু আমি নিজ-হস্তে তাঁর প্রাণসংহার করি নাই। যে দিন হ'তে অভাগিনীর হৃদয় হ'তে তার প্রাণপুত্তলিকা অপহৃত হ'য়ে অজ্ঞাত-বাসে প্রেরিতা হ'ল, সেইদিন অবধি প্রচণ্ড অনলে অন্তর দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল। প্রাণের যাতনা প্রাণের ভিতর লুকিয়ে

রাখতেম। মুখফুটে কাহাকেও বল্‌তে পারতেম না। দিন-রাত বিষণ্নমনে কালযাপন করি দেখে, স্বামী বারম্বার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন। কি উত্তর দিই, কিছুই স্থির করতে পারলেম না। রূপমোহে মুগ্ধ স্বামী আশ্বাস বচনে, মধুরসম্ভাষণে, মনের কথা প্রকাশ করবার জন্য মিনতি ক'রতে লাগলেন। অবশেষে আর সহ্য ক'রতে না পেরে, তাঁর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবৃত করলেম। তিনি নীরবে সকল কথা শুন্‌লেন। সেই দিন নিশীথে তিনি আমার অজ্ঞাতসারে বিষপানে প্রাণত্যাগ ক'রলেন। হৃদয়ের সে প্রচণ্ড হুতাশন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল! অসংখ্য মণিমাণিক্য ও অমূল্য বস্ত্রবাজি সংগ্রহ ক'রে, এক-শত যুবতী নারী সঙ্গে লয়ে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও পদব্রজে, দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রতে লাগলেম। সিন্ধুতীরে, আররালিপর্ব্বতে, বিকানির মরুভূমে, অন্বেষণ ক'রতে লাগলেম। ছদ্মবেশে মিবার-রাজধানীতে উপস্থিত হ'য়ে শুনলেম, গোয়ালিয়াররাজ যবনসমরে নিহত হয়েছে ও তার পাপীয়সী পত্নী তার সঙ্গে সহমৃতা হ'য়েছে। মনে বড় সাধ ছিল, রাক্ষসী তারাবাইয়ের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ দিব। সে আশাও নির্ম্মূল হ'ল। হৃদয়ের সেই বিকৃত অবস্থায়, উন্মাদিনী মুমতাজ সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগল। মানুষ পরের মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি ক'রতে পারে না, কিন্তু প্রেমময়ী প্রকৃতির প্রাণ পরক্লেশে বিগলিত হয়। তাই বীণারবে কণ্ঠ মিশায়ে নির্জ্জন কাননে, জীবশূন্য গিরি-গহ্বরে, অনন্ত প্রবাহিনী স্রোতস্বতীতটে, অশ্বত্থ-

প্রাণে, তানস্বরে, গীতি রবে, প্রাণের কথা খুলে ব'লতেম। সমদুঃখ-ভাগিনী বনস্থলী দীর্ঘনিশ্বাসে, করুণস্বরে, আমার মর্ম্মভেদী কণ্ঠস্বরে যোগ দিত। গিরিগুহা আকুলহৃদয়ে, হাহা রবে, আমার গীতিধ্বনির প্রত্যুত্তর দিত। স্রোতস্বতী বিগলিত প্রাণে, কলনিনাদে আমার বীণাঝঙ্কারে প্রেমধারা ঢালিয়া দিত। আজ আমার সঙ্গীত বিদ্যার সামান্য পরিচয় পেয়েছ। কিন্তু আমার কপোল-কল্পিত চিত্রপট দেখ্‌লে বিস্মিতা হবে। আজ ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র বালিকাকে ক্রোড়ে ল'য়ে স্তন্য পান করাতেম, আজ সে শৈশব কৈশোর অতিক্রম ক'রে, নবযৌবন-সঞ্চারে যেমন হ'য়েছে, তার অবিকল প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কিত ক'রতে পারি। এই ষোড়শ বৎসর প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্ত তাকে মানসনয়নে নিরীক্ষণ ক'রেছি। আজ অবধি এ সকল কথা আর কাহাকেও বলি নাই, আজ তোমাকে ব'ললেম। তুমি আজ রাজরাজেশ্বরী, তোমার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের কোন্ নিভৃত দেশে আমার প্রাণ-পুত্তলিকা গোপনে অবস্থান ক'রচে, এবার কি এক নিমেষের জন্য, আমাকে দেখ্‌য়ে দিতে পার না? একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য তাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ ক'রে, এ উন্মত্ত হৃদয় কি শীতল ক'রতে পারব না?" বলিতে বলিতে মুমতাজ বেগম অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া, আবার পাগলিনীর ন্যায় হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল "হা। হা। এতক্ষণ তোমাকে বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম, সেদিন পিশাচী তারাবাইয়ের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ ল'য়েছি। তার কন্যা হিরণ্ময়ীকে একজন নীচ-কুলোদ্ভূত মুসলমানের সঙ্গে পরিণীতা করেছি! কিন্তু এখনও

আর এক প্রতিশোধ অবশিষ্ট আছে। সেইজন্য এখানে আজ আমার দেখা পেলে। তা না হ'লে এ জন্মে আর আমি ফিরে আসতেম না। আগ্রায় অবস্থানকালে সংবাদ পেলেম, মোগলবাদশাহ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য হিরণ্ময়ীর ভাবী পতি অজয়সিংহকে সেনাপতি ক'রে পাঠিয়েছেন। তুমি কি দয়া ক'রে, যুদ্ধক্ষেত্রে একবার তার প্রতিযোগিতায় আমাকে অবতীর্ণ হ'তে দেবে না?"

চাঁদসুলতানা উন্মাদিনীর করগ্রহণ করিয়া, দয়ার্দ্রবচনে উত্তর করিলেন "ভগিনি! আশ্বস্ত হও, প্রতিহিংসা পরিত্যাগ কর। যদি মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয়, নিশ্চয় জানিও, তোমার অপহৃতা কন্যা একদিন তোমার অঙ্কে বিরাজ করবে। আমি দেশবিদেশে শত শত লোক প্রেরণ ক'রে তার অন্বেষণ ক'রব। এখন এইখানেই বিশ্রাম কর। তোমার নারীসেনাগণও অতীব সম্মানের সহিত আমার এ দুর্গমধ্যেই অবস্থান ক'রবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নারী সেনাপতি।

নিশীথসময়ে আহমদনগরের মোগল-শিবিরে নবীন সেনাপতি অজয়সিংহ একাকী আপন কক্ষমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন। রজনী অন্ধকারময়ী। দিগন্তব্যাপী অন্ধতামিস-ক্রোড়ে আকাশ, অবনী নিস্পন্দ, নীরব! মোগল শিবির শব্দহীন, সুষুপ্ত। অজয় সিংহ নিদ্রিত নহেন। তিনি উন্মুক্ত

গবাক্ষপথ দিয়া সেই কালিমাময় গগনের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। যে দিন তিনি সম্রাটের সঙ্গে উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আসেন, শৈশবসখী হিরণ্ময়ীর নিকট হইতে কাতর-প্রাণে, চঞ্চলচরণে, সাশ্রুনয়নে, বিদায় গ্রহণ করেন, সেই দিন নিশীথের নিস্তব্ধ গগন ঠিক এইরূপ কালিমাময় দেখাইয়াছিল। সহসা যেন তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রতীতি জন্মিল যে, তিনি চলিয়া আসিবার পর হিরণের নিশ্চয়ই কোন বিপৎ-পাত ঘটিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, সে দিন উদয়পুর পরি-ত্যাগ করিয়া বড়ই মূর্খের ন্যায় কাজ করিয়াছেন, প্রাণসখী হিরণের কোমল প্রাণে বেদনা দিয়াছেন, জানিয়া শুনিয়া তাহাকে ঘোর বিপদে পাতিত করিয়াছেন! কিন্তু এখন সে কথা ভাবিয়া আর কি করিবেন? যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে চলিয়া গেলে, সম্রাটের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে, লোকে কাপুরুষ বলিবে। হিরণ্ময়ীর বিদায়কালের প্রীতিমাখা কটাক্ষ, স্নেহপূর্ণ, আবেগ-ময় কণ্ঠস্বর, নৈরাশ্যময় সুধাময় অধর, বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। এই সময় আগ্নেয় গিরির আকস্মিক বিদারণের ন্যায় ঘোররবে নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল। বজ্রের পর বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় সেই ভীষণ নিনাদে মোগল-শিবির কম্পিত হইয়া উঠিল। মোগল সেনাগণ সহসা যুদ্ধের আশঙ্কা নাই জানিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। বিস্মিতহৃদয়ে, বিহ্বলচিত্তে, তাহারা বাহিরে আসিয়া, দুর্গের অভিমুখে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল যেন অকস্মাৎ দ্বাদশ

সূর্য্যের রশ্মিজালে তমোময় গগন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘোর ভীষণ শব্দে চারি দিক কম্পিত হইয়া উঠিল। মোগলেরা আবশ্যকমত এককালে আহমেদনগরের দুর্গ ভস্মসাৎ করিবে, এই অভিপ্রায়ে ভূমিমধ্যে বারুদরাশি প্রোথিত করিয়াছিল। অজয় সিংহ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে। শত্রুপক্ষ প্রতিকূল খনি নির্ম্মাণে দুই পার্শ্বের খনি প্রজ্বলিত করিয়াছে। শত্রু সেনাগণ জয়োল্লাস সহকারে মোগলশিবিরের দিকে কামানবর্ষণ করিতেছে। তিনি দেখিলেন, আজিকার যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সহসা তাঁহার মনোমধ্যে আশার সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন, দুর্গপার্শ্বস্থ তৃতীয় খনি প্রজ্বলিত করিতে পারিলে অন্ততঃ দুর্গের এক পার্শ্ব ভস্মসাৎ হইবে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এই বিংশতি সহস্র সৈনিকের মধ্যে তোমাদের কয়জনের এমন সাহস আছে যে, শত্রুদলের কামান-বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, ঐ প্রচণ্ড হুতাশনশিখা পদতলে দলিত ক'রে, দুর্গের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ খনির মুখে অগ্নি প্রদানে হুতাশনক্রোড়ে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পার, আর এই বিংশতি সহস্র বীর পুরুষকে সংগ্রামে পরাজয়ের অপমান হ'তে রক্ষা ক'রতে পার। যদি তোমাদের এ সাহস থাকে, তবে তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ বিংশতি জন অবিলম্বে ধাবমান হও!"

কেহ অগ্রসর হইল না, কেহ উত্তর দিল না, দেখিয়া অজয় সিংহ পার্শ্ববর্ত্তী যুবরাজ মোরাদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যুবরাজ! দিল্লীর সম্রাট কাপুরুষের দল লইয়া যুদ্ধ করেন! আপনি সেনাপতির ভার গ্রহণ করুন, আমি স্বয়ং ঐ খনি

মধ্যে অগ্নি প্রদান ক'রে, হুতাশনক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করি! নচেৎ আজি জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই !"

এই বলিয়া অজয় সিংহ অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইল না। ঠিক সেই সময়ে আপনা হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্পর্শে তৃতীয় খনি জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গের একপার্শ্ব প্রচণ্ডরবে ভূমিসাৎ হইল ও তাহার সঙ্গে সহস্রাধিক শত্রুসৈনিক অনলক্রোড়ে পতিত হইল। মোগল সৈন্যগণ নূতন উৎসাহে, পূর্ণ উদ্যমে, শত্রুদুর্গ আক্রমণ করিল। শত্রুগণ অকস্মাৎ প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে ভগ্নোদ্যম হইয়াছিল; সাগর-তরঙ্গের ন্যায় যখন মোগলসেনা এককালে দুর্গ আক্রমণ করিল, তখন তাহারা সে প্রবল বেগের প্রতিরোধ করিতে পারিল না। কেহ কেহ অস্ত্রত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বহুসংখ্যক সেনা কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া হত বা আহত হইল, কেহবা বিনা যুদ্ধে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিল। মোগল সেনানীর জয়োল্লাসে গগন প্রতিধ্বনিত হইল। অকস্মাৎ সেই শ্রবণভেদী রণকোলাহল অতিক্রম করিয়া কাহার বীণা বাজিয়া উঠিল। প্রথমে মৃদু, মধুর, অস্পষ্ট রব, তার পর তানলয়পূর্ণ, প্রীতিময়, মোহময়, ললিততান, ক্রমে দিগন্তব্যাপী, ঘোরগর্জ্জনশীল, গগনবিদারী, মোহনঝঙ্কার আকাশতলে, শূন্যবক্ষে, জীব-হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কামানের ঘর্ঘর, তরবারির ঝন্ ঝনা, মোগল সেনাদলের বিজয়নিনাদ, আহত সৈনিকের আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষু যোদ্ধার হাহাকার, এককালে নীরব হইল। আর সকল শব্দ যেন সেই মনোমোহন শব্দে বিলীন হইয়া গেল!

জানি না, সে বীণাতন্ত্রে কোন মোহন মন্ত্র বিরাজ করিতেছিল। উভয়দলের সেনাগণ নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া যে যেখানে ছিল, দাঁড়াইয়া রহিল। মোগলসৈন্যের উত্থিত তরবারি শত্রুগ্রীবা স্পর্শ করিল না, পলায়নোন্মুখ সৈনিকের চরণ অগ্রসর হইল না। সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, রাজ্ঞী চাঁদসুলতানা স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রলয়-জলদরাশির মধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় ললিতাঙ্গুলি তর্জ্জনে সৈন্যগণকে পলায়নে নিষেধ করিলেন। আর তাঁহার পার্শ্বদেশে ইনি কে? সেই হৃদয়োন্মাদকর বীণায় ঝঙ্কার করিতে করিতে, সেই ভুবনমোহন বীণারবে ভুবনমোহন কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গীত গাইতে গাইতে, রাজ্ঞী চাঁদসুলতানার সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে এক রমণীমূর্ত্তি রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইল! হীরক-দাম-খচিত পরিচ্ছদে রমণীর মুখ হইতে চরণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত। কেবলমাত্র কালভুজঙ্গতুল্য দীর্ঘবেণী দেখা যাইতেছে ও কটিবন্ধে ভীষণ তরবারি দুলিতেছে! গীত শেষ হইবার পূর্ব্বেই পলাতক সৈন্যদল ঘোর গর্জ্জন সহকারে আকস্মিক প্রলযজলদের ন্যায় রণক্ষেত্রে ধাবমান হইল। অজয়সিংহও আপন সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া সকলের সম্মুখীন হইলেন। রমণী তখন বীণা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, অজয়সিংহের সম্মুখে আসিয়া, সেই ভীষণ দীর্ঘ তরবারি উত্থিত করিয়া বলিলেন "অজয় সিংহ!" মুহূর্ত্তের জন্য অজয়সিংহের শরীর শিহরিয়া উঠিল, যেন কোন আকস্মিক চিত্তবিকারে তাঁহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে দিল্লীশ্বরের শেষ কথাটী তাঁহার মনে পড়িল "দেখিও যেন এই নারীসেনাপতির ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হইও না, অথবা তাহার

উজ্জ্বল কটাক্ষে মুগ্ধ হইও না"। তিনি চিত্তবিকার সম্বরণ করিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। রমণী বলিল " "আর অবলা রমণীর উপর বৃথা বীরত্ব-প্রদর্শনে কি প্রয়োজন? ঐ দেখ, তোমার সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিযে পলায়ন কর্‌চে।"

সে বিকট হাস্যরব অজয় সিংহের হৃদয়মধ্যে বাজিল। তিনি যেন মন্ত্রাহত হইযা রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রমণী আবার হাস্য করিযা উঠিলেন ও হঠাৎ এই সময়ে একবার তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে অবগুণ্ঠন সরিয়া গেল। অজয়সিংহ শিহরিয়া বলিলেন "একি? ইনি সেই উন্মাদিনী!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ী কোথায়?

কয়েকদিবস যুদ্ধের পর মোগলের সঙ্গে চাঁদসুলতানার সন্ধি স্থাপিত হইল। মোগলসেনাগণ রণক্ষেত্রে নারীসেনাপতির বীরত্বদর্শনে বিস্মিত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, চাঁদসুলতানা যে কেবল বীররমণী তাহা নহে, তিনি কোন অমানুষিক ঐশিকশক্তিবলে অসাধ্য সাধনা করিতে পারেন, মন্ত্রবলে নির্জীব সেনাদলের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে পারেন, বীণাঝঙ্কারে শত্রুসেনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারেন। চাঁদসুলতানাও দেখিলেন, তাঁহার মিত্রগণের মধ্যে ঐক্য ও দৃঢ়তা নাই এবং তাঁহার সৈন্যবলও

এরূপ নহে যে, বহুকাল মোগলসম্রাটের প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয়েন, সুতরাং সন্ধিসংস্থাপন তাঁহারই পক্ষে সুবিধাজনক। সে সন্ধির বিষয় ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। অজয় সিংহ অগত্যা সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

নিদাঘ-দ্বিপ্রহরে অজয়সিংহ একাকী উদয়পুর প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া, আপন দানবদমনের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। বিপুলকায় উদয়পুর-প্রাসাদ যেন নিদাঘতাপে স্পন্দহীন, ম্রিয়মাণ। প্রহরিগণ কেহ ভূতলে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে, কেহ বা প্রাচীরে পৃষ্ঠ রাখিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া, পূর্ণমাত্রায় অহিফেনসেবনের পূর্ণ সুখ উপভোগ করিতেছে। অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া. তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অজয় সিংহকে অভিবাদন করিল। অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতা কোথায়?"

একজন বৃদ্ধ প্রহরী উত্তর করিল "তিনি আজ দুই দিবস হ'ল বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে গিয়েছেন। বোধ হয় বাদশাহের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা!"

"কেন?"

"অন্তঃপুরে যান, সকল জান্‌তে পারবেন।"

অজয়সিংহের হৃদয়মধ্যে প্রবলবেগে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল। অন্তঃপুরে গিয়া কি হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইবেন না? আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। তিনি ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অন্তঃপুর নীরব, কোলাহলশূন্য। পরিচারিকাগণ কেহ ব্যজন-হস্তে ভূমিতলে পড়িয়া আছে, কেহ একাকিনী বসিয়া কি

ভাবিতেছে, কেহ বা অর্দ্ধ-শয়ান-অবস্থায় বসিয়া, আপন পার্শ্বশায়িনী সঙ্গিনীর সঙ্গে মৃদু অস্ফুট স্বরে কি বলিতেছে। পালিত হরিণশিশু প্রাচীরতলে শয়ন করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ছাদের একপ্রান্তে কপোতদম্পতী নীরবে বসিয়া আছে। ময়ূরের রজতশৃঙ্খল ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে, ময়ূর নাই। শারিকার সুবর্ণ-পিঞ্জর মধ্যে শারিকা নাই, পিঞ্জর শূন্য করিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। কোলাহলপূর্ণ, প্রমোদময় উদয়পুররাজ-অন্তঃপুর তিনি আর কখনও এমন শূন্য, এমন ম্রিয়মাণ দেখেন নাই। শূন্যহৃদয়ে, ধীরপদবিক্ষেপে তিনি হিরণ্ময়ীর শয়নকক্ষের নিকটে গিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন "হিরণ।" নিস্তব্ধ কক্ষ-প্রাঙ্গণে বিকট প্রতিধ্বনি হইল "হিরণ!"

তিনি সেখান হইতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে কমলাবতী আগ্রহ সহকারে তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া আসিল। অজয়সিংহ শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কমল! হিরণ্ময়ী কোথায়?"

কমলাবতী অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল "দাদা।"

অজয় সিংহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কমল! হিরণ্ময়ী কি এ পৃথিবীতে আর নাই?"

কমলাবতী রোদন করিতে করিতে বলিল "দাদা! হিরণ মরে নাই, কিন্তু সে মরিলেও আমাদের এত দুঃখ হ'ত না।"

অজয়সিংহ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আমাকে শীঘ্র বল, হিরণ্ময়ী কোথায়?"

কমলাবতী উত্তর করিল "হিরণ্ময়ী এখন দিল্লীর বাদশাহের

অন্তঃপুরে! সকলে বলে, মুসলমান তাঁকে বলপূর্ব্বক বিবাহ ক'রে ল'য়ে গেছে!"

অজয় সিংহের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া আবার আরক্তিম হইল। তিনি ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিলেন। কমলাবতী তাঁহাকে বিশ্রাম করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়া, করসঞ্চালনে তাহাকে নিষেধ করিলেন। বাহিরে আসিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তিনি লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার দানব দমন ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া পবনগতিতে ছুটিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য প্রস্তাব।

সম্রাট আকবর শাহ আগ্রার দুর্গমধ্যে একটী নিভৃত কক্ষে একাকী বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্র আহমদনগর হইতে একজন দূতী লইয়া আসিয়াছিল। পত্রখানি পারস্যভাষায় লিখিত। আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ করিলাম।

ভারতেশ্বর!

লোকে বলে, আপনি উদারতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তাই আজ যে কথা নিজে মনে করিলেও লজ্জায়, অভিমানে সঙ্কুচিত হই, আপনি আপন হৃদয়মধ্যে ভাবিতে গেলে ইচ্ছা

হয় জীবনে জলাঞ্জলি দিই, যে গূঢ় রহস্য আপন সখীব নিকট ব্যক্ত করিতেও লজ্জা করে, সেই কথা—নারী হইয়া নাবী-হৃদয়ের সেই গূঢ় বহস্যকথা—আপনার নিকট ব্যক্ত কবিব স্থিব করিয়াছি! ললনাকুল-গৌবব মহাবাজ্ঞী চাঁদসুলতানাব মুখে শুনিযাছি, আপনি শত্রুকেও ঘৃণা কবেন না। এ কথা সত্য কি না জানি না, কিন্তু এখন আব আমি আপনাব শত্রু নহি, কেননা আপনাব সঙ্গে বাজ্ঞী চাঁদ-সুলতানাব সন্ধি স্থাপিত হইযাছে। সন্ধিব প্রস্তাব অনুসাবে তিনি আপনাবে বিবাব প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। হায়! সন্ধিব প্রস্তাব? আপনি হয় তো মনে করেন, তিনি এ প্রস্তাবে প্রাণভযে সম্মতা হইযাছেন। তিনি এ যুদ্ধে বহুসংখ্যক সেনানী হাবাইয়াছেন সত্য, তাঁহাব ধনাগাব বত্ন-শূন্য হইযাছে তাহাও সত্য। তিনি এ যুদ্ধে গোলাব অভাবে স্বর্ণমুদ্রা ও রত্নমাণিক্য বর্ষণে শত্রুদলকে স্তম্ভিত কবিযাছেন, কিন্তু এখনও তাঁহাব নিকট অনেক সুবর্ণালঙ্কাব আছে, এখনও অনেক হীবক-মাণিক্য আছে, তাহাতো এখনও শেষ হয় নাই! বহুতব বীরসেনা মোগলেব হস্তে জীবন হাবাইয়াছে, কিন্তু আমাব নিজের প্রিয়তম সেনানিচয় আপনাব সৈন্যদলেব প্রতিযোগিতায রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। দিল্লীশ্বব! আমাব নিকট এক শত নারী-সেনানী আছে। আমি স্বয়ং তাহাদিগকে বহুযত্নে বণক্ষেত্রে রণকৌশল, বীণাঝঙ্কাব, অসিসঞ্চালন শিখাইয়াছি। আপনাব পঞ্চ সহস্র মোগলসেনা আমাব এই এক শত নাবী-সৈনিকেব সমকক্ষ নহে। তাব পর আমাব নিজেব সঞ্জীবনী বীণা, অরাতি-সংহারি অসি, সকলের উপর আমাব অকুতোভয়

বজ্রকঠিন প্রাণ ! আপনার নবীন সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, মুমতাজ বেগম মিথ্যাবাদিনী নহে। তবে চাঁদসুলতানা এরূপ প্রস্তাবে সন্ধি স্থাপন করিলেন কেন? আমারই অনুরোধে। অভাগিনী মুমতাজের মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া তাহারই অভীষ্ট সাধনের জন্য তিনি এরূপ প্রস্তাবে সম্মতা হইয়াছিলেন। আপনার নিকট আমারও একটী প্রস্তাব আছে। এরূপ প্রস্তাব কেন করিতেছি, কেমন করিয়া বলিব? বলিতে গেলে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, লেখনী লিখিতে চায় না। ভারতসম্রাট ! ক্ষমা করিবেন। সকল কথা আপনার একেবারে শুনিয়া কাজ নাই। সে দীর্ঘকাহিনী বারান্তরে আপনার কর্ণগোচর করিব। যে দিন পাপিষ্ঠ গোয়ালিয়ারবাজের, পিশাচী তারাবাইয়ের, দুহিতা হিরণ্ময়ী একজন নীচকুলোদ্ভূত মুসলমানের সঙ্গে পরিণীতা হয়, (হায়! সে কি সুখের দিন!) একজন উন্মাদিনী আপনাকে আত্মপরিচয় দিবে প্রতিশ্রুতা হইয়াছিল, আপনার মনে আছে? আজ বুঝিলেন, সে উন্মাদিনী কে? প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর একদিন আপনার নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিব। একেবারে সকল কথা বলিতে পারিব না বলিয়াই এই পত্রমধ্যে এই চিত্রপটখানি পাঠাইয়া দিলাম। আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া আপনাকে বিরারপ্রদেশ ছাড়িয়া দিয়াছি, যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিয়াছি, আপনার নবীন সেনাপতিকে আমার শোণিতপিপাসী তরবারির গ্রাস হইতে অব্যাহতি দিয়াছি, আমিও আপনার নিকট একটী প্রতিদান ভিক্ষা করি। সে প্রতিদান কি; শুনুন, দিল্লীশ্বর! এই চিত্রপটে অঙ্কিতা বালিকাকে আপনি আমাকে আনিয়া

দিন। আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কোথায় পাইব? আমি জানি, সে কথার উত্তর নাই। কিন্তু আমার প্রাণ প্রবোধ মানে না। কে যেন আমার হৃদয়ের দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, তুই দিল্লীশ্বর আকবরশাহের নিকট হৃদয় উন্মুক্ত কর, আশা ফলবতী হইবে। আমি জানি, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আপনার নখদর্পণে অঙ্কিত। হিমালয়-শিখর হইতে বঙ্গোপসাগরতট পর্য্যন্ত প্রত্যেক পর্ণকুটীর, প্রত্যেক রাজপ্রাসাদ, আপনার করতলগত। আজ দিল্লীর সম্রাট যমুনাতটে হৈম সিংহাসনে আসীন, কাল আকবর শাহ গোদাবরী-পুলিনে সন্ন্যাসীর তপোবনে ছদ্মবেশে দণ্ডায়মান! সুতরাং কালে এই বালিকা আপনার নয়নপথে পতিত হইতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে। আমি আজ দ্বাদশ বৎসরের অধিক ইহার জন্য উন্মাদিনীবেশে, গিরিগুহায়, গহন কাননে ভ্রমণ করিয়াছি, সন্ন্যাসী সাজিয়া বিন্ধ্যগিরির তুষারমগ্ন প্রস্তরবক্ষে রাত্রি যাপন করিয়াছি, কিন্তু আমার আশা আজিও পূর্ণ হইল না। ভারতেশ্বর! আপনি আমার আশা পূর্ণ করিতে পারিবেন কি? কাতরপ্রাণা, অভাগিনী, উন্মাদিনী রমণীর মর্ম্মবেদনায় ক্ষুব্ধ হইবেন কি উপহাস করিবেন, আপনিই জানেন।—মুম্‌তাজবেগম।

আকবরশাহ পত্র পাঠ করিয়া পত্রমধ্যস্থ চিত্রপট নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "“আশ্চর্য্য প্রস্তাব!” এই সময়ে দ্বাররক্ষক আসিয়া কহিল “সেনাপতি অজয় সিংহ প্রভুর আদেশ অপেক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান—” দ্বাররক্ষকের কথা শেষ হইতে না হইতেই অজয় সিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আকবর শাহ দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল অতীব পাণ্ডুবর্ণ ও কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কম্পিত হইতেছে। তিনি বলিলেন "বৎস অজয়! বোধ হয় পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়েছ। তোমার সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। এখন বিশ্রাম কর, পরে তোমাকে সমস্ত বল্‌ব। আর তুমি যে আহমদ্‌নগরের যুদ্ধে বীর যোদ্ধৃপতির ন্যায় কাজ ক'রেছ, তার পুরস্কার—"

অজয় সিংহ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "তার পুরস্কার আজ সুরসুন্দরী হিরণ্ময়ী মোগলপিশাচের অঙ্কে বিরাজ ক'রছে, আর ক্ষত্রকুলাঙ্গার অজয় সিংহ তার এই স্বর্গীয় তরবারির যবনশোণিততৃষা এখনও পরিতৃপ্ত ক'রতে পারচে না।"

বলিতে বলিতে অজয়সিংহ সংজ্ঞা হারাইয়া মর্ম্মরপ্রস্তর-তলে, আকবরের সুবর্ণ আসনের নীচে পড়িয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অম্বর কুমারী।

হিরণ্ময়ী আগ্রাদুর্গে বাদশাহের অন্তপুরমধ্যে। দুর্গমধ্যে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, বাদশাহ হিরণ্ময়ীকে আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন। তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র আবাসগৃহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহার শুশ্রূষার জন্য হিন্দু পরিচারিকা-গণ নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের পরিচারিকাগণ ব্যতীত অন্য কাহারও তাঁহার মহলে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই।

একদিন সন্ধ্যার সময় হিরণ্ময়ী একাকিনী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে উদ্ঘাটিত গবাক্ষপথ হইতে তিনি অলঙ্কারসিঞ্জনশব্দ শুনিতে পাইলেন ও বাহির হইতে কে অতি সুমিষ্ট বামাকণ্ঠস্বরে তাহাকে "হিরণ্ময়ী" বলিয়া সম্বোধন করিল। তিনি চমকিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আগ্রাদুর্গে আসা অবধি কেহ কখন তাঁহাকে হিরণ্ময়ী বলিয়া সম্বোধন করে নাই। বাহির হইতে রমণী অতি পরিষ্কৃত, বিমিশ্র রাজপুতনার ভাষায় বলিল "হিরণ্ময়ি। ভগিনি ; দিদি। তোমার পায়ে পড়ি, একবার আমাকে তোমার গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রতে অনুমতি দাও। আজ প্রায় এক মাস হ'ল, তুমি এখানে এসেছ, কিন্তু আমার এমনি অদৃষ্ট, একদিন তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পেলেম না। রোজ বলি, আজ আসব, কিন্তু সকলে নিষেধ করে, বলে যে, বাদশাহের অনুমতি নাই। তা তুমি নিজে অনুমতি ক'রলে কিছু আর বাদশাহ আমার উপর রাগ ক'রবেন না ! মুসলমানীর সঙ্গে কথা কইলে তো আর তোমার জাত যাবেনা। আমি আসব কি দিদি ?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন "তুমি কে ? ভিতরে এস।"

রমণী ভিতরে প্রবেশ করিল। হিরণ্ময়ী দেখিলেন, রমণী সুন্দরী ; পূর্ণশরীরা তটিনী-হৃদয়ে তরঙ্গকেলির ন্যায় রমণীর পূর্ণবিকশিত দেহে চঞ্চল অবিরামলীলাময় সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া পড়িতেছে। মুখখানি হঠাৎ দেখিলে বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়। বালিকার ন্যায় সরল, চঞ্চল চাহনি, যেন সে চাহনি কখনও পুরুষের কুটিল কটাক্ষে প্রতিহত হয় নাই। বালিকার ন্যায় হাসিমাখা, সরলতাময়, অনাঘ্রাত, অক্ষুণ্ণসৌরভ

গোলাপ কুসুমের পাপড়ির মত অধর। বালিকার ন্যায় সরল সুধাময় কণ্ঠস্বর। পরিচ্ছদে যবনী বলিয়া বোধ হয়। পেশোয়াজে রত্নরাজি চমকিতেছে! কণ্ঠহারে, কনকবলয়ে, চরণনূপুরে মহামূল্য পান্না ও মতি শোভা পাইতেছে। অঙ্গুলিসমূহে হীরকাঙ্গুরীয় ঝলসিতেছে। রমণী মুখমণ্ডল হইতে অলকগুচ্ছ সরাইয়া বলিলেন "আমার পরিচ্ছদ দেখে বড় আশ্চর্য্য বোধ ক'রচ। না দিদি? কিন্তু আমি যবনীর পরিচ্ছদ বড় ভাল বাসি। একদিন আমিও তোমার মত এ পরিচ্ছদকে ঘৃণা করতেম! সত্য বল্‌চি, পায়জামা ও পেশোয়াজ দেখলে আমার বড় হাসি পেত। কিন্তু এখন আমার চক্ষে আমাদের রাজপুতনারীর পরিচ্ছদের চেয়ে যবনীর পরিচ্ছদ সুন্দর বোধ হয়।" হিরণ্ময়ী সবিস্ময়ে রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "রাজপুতনারী! তবে কি আপনি যুবরাজ সেলিমের পত্নী অম্বরকুমারী?"

রমণী মৃদুহাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "ভগিনি। তুমি ঠিক অনুমান করেছ। আমিই সেই অভাগিনী। আহা দিদি! তোমার মুখখানি বড়ই সুন্দর। ইচ্ছা হয়, একবার চুম্বন করি! সকলে বলে, বাদশাহের অন্তঃপুরে যে সকল সুন্দরী আছে, তাহাদের মত রূপসী নাকি পৃথিবীতে আর নাই। রূপসীদের রূপের অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না। আহা! বন্! আমার বড়ই ইচ্ছা হ'চ্চে, তাদের মাঝখানে তোমাকে একবার বসিয়ে দিয়ে, সবাইকে ডেকে এনে দেখাই! তা চুলগুলি অমন রুক্ষ, অমন এলো ক'রে রেখেছ কেন? এস দিদি! বেণী বেঁধে দিই!"

হিরণ্ময়ী বিরক্তভাবে উত্তর করিলেন "আমার বেণী বাঁধবারই সময় বটে। তোমার মনে সুখ আছে; রূপের কথা, চুল বাঁধবার কথা, তোমায় ভাল লাগ্‌তে পারে।"

অম্বরকুমারী উত্তর করিলেন "তা হোক্ দিদি! তোমার ঐ কালো মেঘের মত কেশরাশি ধূলায় লুটাচ্চে দেখে, আমার বড় প্রাণ কেমন ক'রচে। মুসলমানী একবার তোমাকে স্পর্শ ক'রলে তো আর তোমার জাত যাবে না! এস বন, আমার এই উপরোধটী রাখ।"

বলিতে বলিতে অম্বরকুমারী হাসিতে হাসিতে উভয় করে হিরণ্ময়ীর চিকুরদাম লইয়া বেণীবন্ধনে প্রবৃত্তা হইলেন। বেণীবন্ধন শেষ হইলে অম্বরকুমারী আদরে হিরণ্ময়ীর করপুট ধারণ করিয়া বলিলেন "ভগিনি! একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রব, আমাকে বল্‌বে? আমি তোমার ভগিনী, আমার কাছে মনের কথা গোপন করিও না। শুনেছি নাকি আমার স্বামী, যুবরাজ সেলিম, তোমার জন্য পাগল হয়েচেন! তা সত্য সত্যইকি তুমি তাঁ'র সঙ্গে দিল্লীর সিংহাসনে ব'সতে অসম্মতা?"

অম্বরকুমারী বলিলেন "কথাটী আর একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ, দিদি! আমিও এক সময়ে ঐরূপ মনে করতেম। বিবাহ হবার আগে কতই রোদন করতেম, কতই ভাবনা হত! ওমা! যবনের সঙ্গে আবার কেমন করে চিরদিন একত্রে সহবাস ক'রব? যবনের শয্যায় কেমন ক'রে শয়ন ক'রব? যবনের উচ্ছিষ্ট খেয়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধারণ ক'রব? পেঁয়াজ রসুনের গন্ধে যে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। 'আল্লা তোবা' শুনে কেমন ক'রে হাসি সম্বরণ ক'রব? কিন্তু এখন সে সব গিয়েছে!

এখন বোধ হয়, মুসলমানের মত পবিত্র জাতি এ পৃথিবীতে আর নাই! যুবরাজ সেলিমের মত সুন্দর পুরুষ যেন এ জগতে আর কোথাও নাই! তাঁ'র শত দোষ সত্ত্বেও বোধ হয়, অমন স্বামী আর কারও অদৃষ্টে ঘটে নাই! তার পর দেখ, বাদশাহ বৃদ্ধ হয়েছেন, ভারতের সিংহাসন যে শীঘ্রই সেলিমের হস্তগত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতেশ্বরী হ'তে কা'র না ইচ্ছা হয় দিদি?"

হিরণ্ময়ী মুক্তাদশনে অধর দংশন করিয়া উত্তর করিলেন, "হা ধিক্ অম্বরকুমারি! আমার কাছে এ সকল কথা বল্‌তে তোমার একটু লজ্জা ক'রচে না? যদি তোমার সপত্নী লাভের এতই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তোমার মত নীচপ্রবৃত্তি যদি আর কোন রাজপুতনারী থাকে, তার কাছে এ সকল কথা বল!"

অম্বরকুমারী সহাস্যে বলিতে লাগিলেন "হায় দিদি! এখানে সপত্নীর কি দুঃখ আছে? সুন্দরীকুল এখানে ফুলের তোড়ার মত। একবার বৃন্তচ্যুত হয়ে তোড়ায় বাঁধা হ'লে আর কে তার দিকে চেয়ে দেখে? কিন্তু তুমি এখানে থাক্‌লে দুই ভগিনী সুখে থাক্‌ব। যদি যুবরাজ চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ না হন, হৃদয় থাক্‌তে পাষাণ না হন, তবে তুমি থাক্‌তে আর কোন্ সুন্দরী দিল্লীর সিংহাসনে স্থান পেতে পারে? একজন যবনী ভারতেশ্বরী না হ'য়ে তুমি সিংহাসনে বস্‌বে, একি আমার পক্ষে সুখের বিষয় নয়?"

হিরণ্ময়ী অশ্রু মোচন করিতে করিতে উত্তর করিলেন "তোমাকে মিনতি করি, আর আমার দগ্ধ হৃদয়ে যাতনা দিও না।"

অম্বরকুমারী কহিলেন "তবে কি হবে; প্রতি মুহূর্ত্তেই তো তোমার বিপদের আশঙ্কা?"

হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন "আমার নিজের প্রাণ তো নিজের হাতে আছে?"

অম্বরকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হিরণ্ময়ী সবিস্ময়ে দেখিলেন, অম্বরকুমারীর বালিকার ন্যায় চপলা মূর্ত্তি সহসা ভারতেশ্বরীর গাম্ভীর্য্যময়, ভুবনমোহন রূপে পরিণত হইল! তিনি বলিলেন "শুন হিরণ্ময়ি! কি হ'লে তোমার সুখ হয়, তাই জান্‌বার জন্য এতক্ষণ তোমাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম! বুঝলেম, রাজপুতানার পূর্ব্ব গৌরব বিলুপ্ত হবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যেখানে তোমার মত রমণী আছে, সে দেশ কি আবার পরজাতির পদানত হ'তে পারে? তোমার সুখের জন্য, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তোমাকে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারতেম! কিন্তু আমি তোমাকে আর এক প্রকারেও সাহায্য করতে পারি। শোন ভগিনি! আমি তোমার জন্য একখানি অলঙ্কার ল'য়ে এসেছি!"

"অলঙ্কার!"

"হাঁ দিদি! অলঙ্কার এই দেখ! বিপদের সময় রাজপুত-নারীর চক্ষে এর চেয়ে প্রিয়তর অলঙ্কার আর নাই।"

অম্বরকুমারী আপন বসনের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি বাহির করিলেন। দীপালোকে তাহার তীক্ষ্ণ ফলক চমকিতে লাগিল। অম্বরকুমারী বলিতে লাগিলেন "এই দেখ দিদি! তোমার মনের মত অলঙ্কার কি না? যখন সকল আশা, সকল ভরসা নির্ম্মূল হবে, তখন এ অলঙ্কার কতই অমূল্য

বোধ হবে! কিন্তু আমার একটী ভিক্ষা আছে! দেখিও, যেন এ অলঙ্কার আমার স্বামীর, আমার প্রাণেশ্বর সেলিমের অঙ্গস্পর্শ না করে!

"আর যখন তোমার যে সাহায্য আবশ্যক হবে, আমাকে সংবাদ দিও। আমি প্রাণপণে তার জন্য চেষ্টা ক'রব"।

বলিতে বলিতে হিরণ্ময়ীর হাতে তরবারি দিয়া, অম্বরকুমারী চঞ্চলচরণে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্ময়ী তরবারি চুম্বন করিয়া আপন হৃদয়ের উপর রাখিলেন।

আর এক ব্যক্তি প্রাচীরপার্শ্বে, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া, সমস্ত দেখিলেন, সমস্ত শুনিলেন। অম্বরকুমারী ও হিরণ্ময়ী তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। সে ব্যক্তি যুবরাজ সেলিম!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রকিরণে।

পূর্ণিমার নিশা। হিরণ্ময়ী এক জন পরিচারিকার সঙ্গে কক্ষসমীপস্থ কুসুম-উদ্যানে আসিল। পূর্ণশশীর পূর্ণপ্রেমের উচ্ছ্বাসে বসুমতী পূর্ণসুখে হাসিতেছে। নিশার মলিন মুখ উজ্জ্বল করিয়া,তারাদলকে অমৃতপ্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া, চকোরের চঞ্চল প্রাণে সুধারাশি ঢালিয়া, কুসুম-পরিমলে অমিয় মিশাইয়া, পাপীয়ার ললিত তান অমৃতসিঞ্চনে সিক্ত করিয়া, কুসুম-উদ্যান প্রেমপ্লাবনে শীতল করিয়া, পূর্ণশশী পূর্ণসুখে হাসিতেছে। সেই বিহগ-কূজিত পরিমলময় মারুতসেবিত উদ্যানমধ্যে আসিয়া, সেই

অমৃত-প্লাবিত গগনতলে দাঁড়াইয়া, হিরণ্ময়ীর মলিন মুখ আরও ম্লান হইল! অতীত দিনের, শৈশবকালের কি একটী স্মৃতি সহসা মনোমধ্যে উদয় হইল! শৈশবসখা অজয়ের প্রীতিময় বদনমণ্ডল অতি উজ্জ্বলবর্ণে হৃদয়পটে চিত্রিত হইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পরিচারিকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কই? অম্বরকুমারী কোথায়? তুমি না বল্লে, তিনি এইখানে আমার জন্য অপেক্ষা করচেন?"

পরিচারিকা কোন উত্তর না দিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে কম্পিতকণ্ঠে বলিল "হিরণ!"

হিরণ্ময়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অজয় সিংহ! অজয় হিরণ্ময়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে হিরণ্ময়ী অঞ্চলে অশ্রুপ্রবাহ মোচন করিতে করিতে বলিলেন "অজয়! তুমি এখানে কেন আসিলে?"

অজয় সিংহ যেন হিরণ্ময়ীর কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উত্তর করিলেন "কি ব'ললে হিরণ! আমি এখানে কেন এলেম?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন "এ যে যবন-সম্রাটের অন্তঃপুর! এখানে যে প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার প্রাণের আশঙ্কা?"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "প্রাণের আশঙ্কা! হায়! হিরণ্ময়ি! শেষে তোমার মুখে এই কথা শুনতে হ'ল? হিরণ্ময়ী যবনের অন্তঃপুরে কারাগারে আবদ্ধা, আর অজয় সিংহ প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে থাক্‌বে?"

হিরণ্ময়ী রোদন করিতে করিতে বলিলেন "অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডন ক'রবে? আমার জন্য অকারণ কেন তুমি প্রাণ হারাবে? আমার অদৃষ্টে যা ছিল, হয়েছে।"

অজয় সিংহ ধীরে ধীরে ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই কৌমুদী-দীপ্তা হাস্যময়ী বসুধা সহসা কলিমাময় অন্ধতামসে ডুবিল। তিনি দুই হস্তে নয়ন আবরণ করিয়া, বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন "জগদীশ্বর! আজ পর্য্যন্ত শাহ্ মিথ্যাবাদী। আমার জীবনসঙ্গিনী হিরণ্ময়ী সত্য সত্যই যবনের গৃহিণী।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন "অজয়! তুমি কি উন্মত্ত হ'লে? এমন অসম্ভব ঘটনাও তোমার সত্য ব'লে বিশ্বাস হয়?"

অজয়সিংহ নয়ন উন্মীলন করিয়া, ভূতলে জানু পাতিয়া, করযোড়ে বলিলেন "তবে আমাকে একবার বল, ঐ কনক-পারিজাত যবনস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই। আমার হৃদয়ের ভিতর দাবানল জ্বলচে। আর সহ্য হয় না।"

হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন "অজয়। তুমি কি মনে কর, হিরণ্ময়ী এমনই পিশাচী যে, যবনস্পর্শে কলঙ্কিত হ'য়েও দেহ হ'তে জীবন বিচ্ছিন্ন করে নাই?"

অজয় সিংহ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল আশায়, উৎসাহে প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন 'তবে আমার সুরসুন্দরী এ দানবভবনে কেন? চল হিরণ! আমি তোমাকে বক্ষে ধারণ ক'রে, এই অসির সাহায্যে সহস্র যবনের বাধা অতিক্রম ক'রে, উদয়পুরে লয়ে যাই!"

হিরণ্ময়ী পশ্চাতে সরিয়া গিয়া উত্তর করিলেন "তোমাকে

মিনতি করি, অজয়। আব আমাকে তুমি স্পর্শ কবিও না! তোমাব পবিত্র রসনায় আব এ অভাগিনীব নাম উচ্চারণ কবিও না! একি? তুমি বোদন ক'রচ?” হিবণ্ময়ী চন্দ্রালোকে দেখিলেন অজয় সিংহের গণ্ডস্থল দিয়া বাবিধাবা বহিতেছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও অজয়েব চক্ষে জল দেখেন নাই। এতক্ষণ পবে হিবণ্ময়ীব ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি দ্রুতপদে অগ্রসব হইয়া, বাহুদ্বযে অজয়েব গ্রীবা বেষ্টন কবিযা বলিতে লাগিলেন “কিসেব জন্য বোদন কবচ? আমাব জন্য? আমি যে তোমাব নিকট তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ পদার্থ। তোমাব চক্ষে জল দেখে যে বুক ফেটে যায়।”

অজয। আমি যে তোমাব কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারচি না!

হিবণ্ময়ী আবাব পশ্চাতে সবিয়া গিযা বলিতে লাগিলেন, শুন অজয। তুমি ক্ষত্রিযবীব! বীবগৌবব প্রতাপ সিংহেব পুত্র! তুমি কি একজন অভাগিনী বমণীব জন্য মিবাবেব পবিত্র নামে কলঙ্ক আবোপ ক'ববে। বৃদ্ধ বয়সে তোমাব পিতাব শেষ আশা নির্ম্মূল ক'ববে? জীবন থাক্‌তে হিবণ্ময়ীকে যবন স্পর্শ করতে পা'ববে না সত্য, কিন্তু আমি এখন বাদশাহেব অন্তঃপুবে বাস করচি, লৌকিক আচাব অনুসারে আমি যবনের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হয়েছি! তোমাব সঙ্গে আমাব পবিণয় অসম্ভব। তাই বল্‌চি আমাকে জন্মেব মত বিস্মৃত হও! মনে কবিও, তোমার হিবণ এ পৃথিবীতে আব নাই! আব আমার দশা? এই দেখ!”

হিবণ্ময়ী আপন বসনমধ্য হইতে তরবারী বাহির করিযা বলিতে লাগিলেন “ভাগ্যক্রমে বিধাতা এ ঘোর বিপদেও এক সখা মিলিয়ে দিযেচেন।”

অজয়। হা হিরণ্ময়ি! তুমি কি মনে কর, তোমাকে বিস্মৃত হ'য়ে আমি জীবন ধারণ করতে পারি। প্রাণ চূর্ণ হবে, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হবে, তবুও আমার প্রাণসঙ্গিনী হিরণ্ময়ীর স্মৃতি প্রাণের ভিতর বিরাজ করবে। তুমি কি জান্‌বে হিরণ! যে দিন আমি শুন্‌লেম, তুমি মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরে, সে দিন হ'তে কি অসহ্য যাতনা সহ্য করেছি! আত্মরুধিরে অন্তর প্লাবিত করেছি। হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করেছি। যদি হৃদয় দেখাবার হ'ত, দেখাতে পারতেম, আজ এ ক্ষত হৃদয় হ'তে কি ভীষণ শোণিত-স্রোত নিঃসৃত হ'চ্চে!

হিরণ্ময়ী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আবার বলিলেন "শুন অজয়! তুমি মিবারের ভরসাস্থল! রাজপুতানার অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী সিংহ-বাহিনীর প্রিয়তম বীর। সিংহবাহিনীর ইচ্ছা নহে যে, তাঁর প্রিয়তনয় অজয় সিংহের সঙ্গে অভাগিনী হিরণ্ময়ীর পরিণয় সম্পন্ন হয়। তুমি উদয়পুর পরিত্যাগ করবার পূর্ব্বে এক দিন তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন 'সাবধান! হিরণ্ময়ি! তুই অজয় সিংহকে স্পর্শ করবার উপযুক্তা নয়।' জান্‌তে পেরেছি, সে কেবল অলীক স্বপ্ন নয়! সত্য সত্যই ভগবতীর আদেশ যে, আমি তোমাকে স্পর্শ ক'রলে, তোমার ঘোর অমঙ্গল ঘটবে।"

অজয়। দেবি! সুরসুন্দরি! যখন যবন তোমার পবিত্র দেহ স্পর্শ করতে পারে নাই, তোমার সঙ্গে আমার পরিণয়ে কোন্ রাজপুতবীর আমাকে ক্ষত্রধর্ম্মে পতিত মনে করবে? চল হিরণ! তোমাকে পিতার নিকটে ল'য়ে গিয়ে, তাঁর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করি।

অজয় সিংহ পুনরপি হিরণ্ময়ীকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন। এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "যে চোর ভারতেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রতে সাহস করে, সেলিমের তরবারী এইরূপে তার শিরশ্ছেদ করে।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অজয় সিংহের মস্তকোপরি দীর্ঘ তরবারি চন্দ্রকিরণে চমকিয়া উঠিল! কিন্তু তরবারি অজয় সিংহের মস্তক স্পর্শ করিল না। ঠিক সেই সময়ে আর একজন কে বিদ্যুদ্‌গতিতে আসিয়া, সেলিমের উত্থিত তরবারির উপর প্রচণ্ডবলে আপন তরবারি প্রহার করিল। সেলিমের তরবারি ঝন্‌ঝনা সহকারে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। যুবরাজ সেলিম এইরূপে হঠাৎ ব্যর্থমনোরথ হইয়া বলিলেন "যে রাজ্যে স্বয়ং রাজা তস্করকে প্রশ্রয় প্রদান করে, কাফেরের পক্ষ সমর্থন করে, সে রাজ্য অচিরাৎ ছারখার হয়।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। অজয় সিংহ দেখিলেন, অপর ব্যক্তি সম্রাট্ আকবর শাহ! সম্রাট্ বলিলেন "অজয় সিংহ। আমার সঙ্গে এস।"

অজয় সিংহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বাহিরে আসিয়া সম্রাট্ বলিলেন "আমারই আদেশক্রমে পরিচারিকা তোমাকে হিরণ্ময়ীর নিকটে ল'য়ে গিয়েছিল। আমি তোমাকে বলেছিলেম, হিরণ্ময়ীকে মুসলমান স্পর্শ করে নাই, এখন তাঁর নিজের মুখে সে কথা শুনে তোমার প্রতীতি জন্মেছে কি না?"

অজয়সিংহ কোন উত্তর করিলেন না। সম্রাট্ বলিতে লাগিলেন "আজ কয়েক দিবস হতে রাণা প্রতাপসিংহ রাজকার্য্য

উপলক্ষে এই নগরে অবস্থান করচেন। কাল তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তখন তাঁর অভিপ্রায় ল'য়ে, আমরা অতি সমারোহে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে তোমার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করব!"

অজয়সিংহ আকাশের দিকে চাহিয়া, ঘর্ম্মাক্ত ললাটের স্বেদ বিমোচন করিয়া বলিলেন "আজ চন্দ্রের কিরণে এত প্রচণ্ড উত্তাপ কেন?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পিতা ও পুত্র।

আকবর শাহ আপন বিশ্রাম-কক্ষে আসীন। পার্শ্বদেশে রত্নমণ্ডিত সুবর্ণ-আসনে বৃদ্ধ রাণা প্রতাপ সিংহ উপবিষ্ট। উভয়েই নীরব, উভয়েরই মুখমণ্ডলে গভীর চিন্তা-রেখা প্রকটিত। অবশেষে আকবর শাহ রাণাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রাজন্। আজ আমরা অতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। আপনার নিকট আমি যে প্রস্তাব করচি, আপনি সামান্য বিষয় জ্ঞানে উপেক্ষা করবেন না।"

রাণা ঔৎসুক্য সহকারে উত্তর করিলেন "অনুমতি করুন!"

সম্রাট্ যেন কি বলিবেন, নিশ্চয় করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে প্রতাপ সিংহকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "আপনি জানেন, ঘটনাবশতঃ গোয়ালিয়ারের নির্ব্বাসিত রাজার দুহিতা এখানে, আমার অন্তঃপুরে অবস্থিতি ক'রচেন!"

প্রতাপ সিংহ সরোষে শ্বেত শ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিয়া উত্তর করিলেন "হাঁ জানি। শৃগাল নিদ্রিত কেশরীর আলয়ে প্রবেশ ক'রে, তার বক্ষ হ'তে পালিত প্রিয় শাবককে অপহরণ করেচে! মুমূর্ষু প্রতাপ সিংহ তাও সহ্য করেচে। তারপর! আর কি বলতে ইচ্ছা করেন, বলুন!"

আকবর শাহ বলিতে লাগিলেন "আপনি বোধ হয় ইহাও জানেন যে, আমি প্রথম অবধি আপন কন্যার ন্যায় হিরণ্ময়ীর তত্ত্বাবধারণ করেছি! হিরণ্ময়ী আমার অন্তঃপুরমধ্যে এখনও সরলা, কলঙ্কশূন্যা, অনূঢ়া রাজপুতললনা!"

রাণা সবিষাদে, উত্তর করিলেন "নিঃসহায়া রাজপুতললনার উপর আপনার এ কৃপাদৃষ্টিতে বাধিত হলেম! এখন আর কি বলবেন, অনুমতি করুন।"

আক। এখন আমার ইচ্ছা, শীঘ্রই কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপুত-যুবকের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

প্রতা। প্রতাপ সিংহ বিদ্রূপ সহকারে মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন। আপনার সভামণ্ডলে সম্ভ্রান্ত রাজপুতবংশের অভাব কি? আপনার প্রিয় পারিষদ মানসিংহ, সচিবপ্রধান ভগবান দাস, চাটুকারশ্রেষ্ঠ বীরবল প্রভৃতি সভাসদ্গণও আপনার নিকট সম্ভ্রান্তবংশীয় ব'লে পরিগণিত হইয়া থাকে! আপনি ইচ্ছা ক'রলে, ইহার মধ্যে কোন এক বংশে গোয়ালিয়াররাজতনয়াকে পরিণীতা করতে পারেন।

আক। হিরণ্ময়ী যে সম্ভ্রান্তবংশীয়া, সে বিষয়ে আপনি সন্দেহ করেন না। সুতরাং যদি মিবাররাজবংশে তাঁর পরিণয় সম্পন্ন হয়, তাতে মিবাররাজের গৌরবের লাঘব হবার কোন সম্ভাবনা নাই!

প্রতা। আর না দিল্লীশ্বর! নীচাশয় যবন চোরের ন্যায় আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে, আমার স্বর্গগত প্রিয় সখার দুহিতাকে অপহরণ ক'রেছে। নন্দনবনের পবিত্র পারিজাত নবকে নিক্ষেপ ক'রে, দেবারাধনার অযোগ্য ক'রেছে! প্রতাপ সিংহের পাষাণ প্রাণে তাও সহ্য হয়েছে! ক্ষান্ত হউন! মৃত দেহে আর খড়্গাঘাত ক'রবেন না!

আক। রাজন্ অধৈর্য্য হবেন না! স্থিরচিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখুন! নিতান্ত আবশ্যক না হ'লে আমি বারম্বার আপনার নিকট এই প্রস্তাব করতেম না। মনে করুন, যদি মিবাররাজবংশের কোন যুবাপুরুষ ও এই রমণী উভয়ের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ এতাদৃশ দৃঢ়মূল হ'য়ে থাকে যে, এই বিবাহ ব্যতীত উভয়ের ভাবী সুখের আর কোন সম্ভাবনা নাই, তবে এ সামান্য আপত্তি সত্ত্বেও এ বিবাহ বাঞ্ছনীয় কি না?

প্রতা। মিবাররাজবংশের এ ভাগ্যধর যুবক কে? বলুন, কোন আশঙ্কা নাই!

আক। সে যুবক রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ বীর কুমার অজয় সিংহ। দুর্ভাগ্য অজয় এ বিবাহে নিরাশ হ'লে উন্মত্ত হবে!

অকস্মাৎ বৃদ্ধ রাণার মুখমণ্ডল রণোন্মত্ত যোদ্ধৃপতির কালান্তক মূর্ত্তি ধারণ করিল! বিশাল লোচনদ্বয় জবাকুসুমের ন্যায় রক্তিমবর্ণ হইয়া ঘূর্ণিত হইল: আরক্তিম ললাটে শিরা-সমূহ প্রকটিত হইল! মস্তক হইতে উষ্ণীষ ভূমিতলে পড়িয়া গেল! তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কক্ষালস্থ অসি বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া, সম্রাটের দিকে ভীষণ ভ্রূকুটীকুটিল কটাক্ষে চাহিয়া উত্তর করিলেন "যবনরাজ! সুপ্ত সিংহকে বারম্বার পদাঘাত

প্রহারে জাগ্রত ক'রলে! এখন একবার তার পরাক্রম পরীক্ষা ক'রে দেখ!"

যে অমানুষিক সহিষ্ণুতা, যে অপরিমেয় মানসিক শক্তির জন্য আকবর শাহ ইতিহাসে রাজকুলগুরু বলিয়া পূজিত হইয়াছেন, আজি তাহার পরিচয় দিয়া, তিনি স্থিরভাবে মিবার-রাজের ক্রোধ-উপশমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতাপ সিংহ সম্রাটের অবিচলিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরপি আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন "দিল্লীশ্বর। কি ব'ললেন? আমার প্রিয়তম তনয়, মিবারের একমাত্র ভরসা, মুমূর্ষু প্রতাপের শেষ আশা, আর্য্যাবর্ত্তের একমাত্র অবশিষ্ট বীর অজয় সিংহ মোগলরাজের অন্তঃপুরবাসিনী, যবনের করস্পর্শ-কলঙ্কিনী রমণীর পাণিগ্রহণের জন্য উন্মত্ত হয়েছে? অসম্ভব। আমি আপনার এ কৈতব বচনে বিশ্বাস করি না! আমাকে প্রমাণ প্রদর্শন করুন, নচেৎ আমার সন্দেহ হচ্চে, ভারত সম্রাট্ আকবর শাহ মিথ্যাবাদী!"

আকবর শাহ অবিচলিত ভাবে উত্তর করিলেন "আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি স্বয়ং অজয় সিংহকে জিজ্ঞাসা করুন।"

এই বলিয়া তিনি দ্বাররক্ষককে আহ্বান করিয়া, অজয় সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিলেন। প্রতাপসিংহ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "অসম্ভব? না! হ'তেও পারে! কোন্ দুরদৃষ্ট প্রতাপের ভাগ্যে অসম্ভব? এ জগৎ প্রতারণায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ! হা আকবর শাহ! আমি আপনাকে উদারহৃদয় মনে ক'রেছিলেম। আপনি ভারতের অধীশ্বর হ'লেও,

জাতিতে যবন জেনেও আমার সাধের বীর পুত্রকে, আমার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বলকে আপনার কাছে সমর্পণ করেছিলেম। আজ তার প্রতিফল পেলেম।"

এই সময়ে অজয় সিংহ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপ সিংহ সবিষাদে, সাশ্রুনয়নে তনয়ের সুকুমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "পুত্র। আজ এই যবনসম্রাট তোমার নামে ঘোর কলঙ্ক আরোপ করেছেন। এ কলঙ্ক কি সত্য? বল, এক বার বল যবনসম্রাট মিথ্যাবাদী।"

অজয় সিংহ করযোড়ে উত্তর করিলেন "অনুমতি করুন।" প্রতাপসিংহ বলিতে লাগিলেন "হাঁ বৎস। আমি জানি, এতে সত্যের লেশমাত্র নাই। তা না হলে তুমি এতক্ষণে বুঝ্‌তে পারতে। যবনরাজ আমাকে বল্‌ছিলেন, হিরণ্ময়ী যবনের সঙ্গে পরিণীতা হয়েছে, যবনের অন্তঃপুরে এত দিন অবস্থান করেছে, তা জেনেও তুমি নাকি তার পাণিগ্রহণের জন্য উন্মত্ত হয়েছে!"

অজয় সিংহ গদ্‌গদশ্রুনয়নে, বাষ্পবিকৃতকণ্ঠে উত্তর করিলেন "পিতঃ! দিল্লীশ্বর আপনাকে যা বলেছেন, সম্পূর্ণ সত্য। যে দিন শুনলেম, হিরণ্ময়ী যবন সম্রাটের অন্তঃপুরে সেই দিন থেকে অবিরাম সংগ্রামে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করলেম, কিন্তু এ পাপ হৃদয়কে আয়ত্ত ক'রতে পারলেম না! সত্য সত্যই আমি হিরণ্ময়ীর জন্য উন্মত্ত হয়েছি।"

বৃদ্ধ রাণার বক্তিম মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। ললাট স্বেদবিন্দুতে নিষিক্ত হইল। তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন। ক্রমে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিল, মস্তক ধীরে ধীরে সুবর্ণ-আসনের নীচে লুটাইয়া পড়িল। অজয় সিংহ তাঁহার সংজ্ঞাশূন্য

দেহ ক্রোড়ে উঠাইয়া, মুখমণ্ডলে বারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সম্রাট স্বয়ং ব্যজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন রাণা অচেতন অবস্থায় যেন স্বপ্নাবেশে বলিতে লাগিলেন "কে! কে! দেবী অম্বিকে? হায় জননি! এত দিন পরে কি এ অধম তনয়ের উপর দয়া হয়েছে? কিন্তু একি! আর এ কোন্ রূপে আমাকে দেখা দিলে? কই জননি! তোমার সে ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি কই? যে মূর্ত্তি একবার দেখবার আশায় প্রতাপ এতকাল তোমার আরাধনা ক'রলে, সে মূর্ত্তি কই? কই মা! গলদেশে সে নরমুণ্ডমালা কই? সে লোল রসনায় শোণিতধারা কই? সে রক্তবীজকুলবিধ্বংসী, দানবরুধিরলোহিত, করাল কৃপাণ আজি এ দুর্দ্দিনে কোথায় রেখে এলে মা? এ বিপত্তিকালে, এ ঘোর সঙ্কটে, একবার মা! সেই মূর্ত্তিতে দেখা দাও! একবার সেই সুধাময় হুহুঙ্কাররবে, এ দানবসমরে, এ অন্ধকারে, পথ প্রদর্শন কর! দেখ্‌তে পাবে জননি! এ বৃদ্ধ বয়সেও প্রতাপের বাহুতে কত বল! নতুবা যাও দেবি! আমাকে এ অন্ধকারে প্রাণত্যাগ ক'রতে দাও! প্রতাপসিংহ তোমার এ মূর্ত্তির উপাসক নয়।"

কিছু ক্ষণ পরে রাণা সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অজয় সিংহের দিকে আরক্ত চক্ষে চাহিয়া, উঠিয়া দাড়াইলেন ও করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "হা নিষ্কলঙ্ক অজয়! আবার এ কি ক'রলি? আমার এ বৃদ্ধ বয়সে, আমার এ অন্তিমকালে, আবার তুই আমাকে স্পর্শ ক'রলি? আজ তোর স্পর্শে আমার যে পাপ হ'ল, তুষানলেও যে সে পাপ হতে মুক্ত হব না! তবে এ কথা সত্য? দিল্লীশ্বর! আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রবেন, আমি অকারণ

আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলেম! বৎস অজয! কি ব'ললি? যবনগৃহবাসিনী হিরণ্ময়ীর জন্য তোর হৃদয উন্মত্ত হযেছে! আয় বৎস! মিবারের সর্ব্বস্ব-রত্ন! প্রতাপের প্রাণধন! একবার আমার নিকটে আয়! অসিপ্রহারে তোর ঐ পাপ হৃদয দ্বিখণ্ড করি!"

অজয সিংহ অগ্রসর হইযা, বিশাল বক্ষ বিস্তীর্ণ করিযা, পিতার অসিপ্রহারের প্রতীক্ষায দাঁড়াইলেন। প্রতাপ সিংহ কম্পিতকরে দীর্ঘ তরবারি কোষমুক্ত করিযা উত্থিত করিলেন। আকবর শাহ বিদ্যুদ্‌গতিতে তাঁহার নিকট আসিযা, প্রতাপ সিংহের উত্থিত হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "প্রতাপ সিংহ! আমি আপনাকে এত কাল বীরপুরুষ ব'লে শ্রদ্ধা করতেম। কিন্তু আজিকার এ আচরণ বীরত্ব নহে, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা!"

প্রতাপ সিংহ দন্তে অধর দংশন করিয়া, তরবারি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ও জ্ঞানশূন্যের ন্যায় আপন আসনে উপবেশন করিযা বলিলেন "হা! আকবর! তুমি প্রতাপের অদৃষ্টের অশুভ নক্ষত্র! পদে পদে তোমার প্রতিকূলতা! প্রতি কার্য্যে তোমার প্রতিযোগিতা!"

তিনি কিযৎক্ষণ দুই হস্তে নযন আবরণ করিয়া নীরবে থাকিয়া, অজয় সিংহকে সম্বোধন করিযা বলিলেন "আজ আমার তরবারিপ্রহারে তোমার পাপ হৃদয় দ্বিখণ্ড হ'লে এ কলঙ্ক অপনীত হ'ত! মিবারের গৌরব রক্ষা হ'ত! কিন্তু বিধাতার তা ইচ্ছা নহে। এখন তুমি আমার আদেশ মনোযোগ সহকারে শুন! তুমি হিরণ্ময়ীকে বিস্মৃত হও! আমি তোমাকে আরও দুই বৎসর সময় দিলেম। তুমি মিবাররাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেছ,

দেব সংগ্রামসিংহের শোণিত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত। যদি তুমি সূর্য্যবংশের কুলাঙ্গার না হও, তবে এই দুই বৎসরে হৃদয়কে পরাজয় করতে পারবে। কিন্তু যদি দুই বৎসরেও এ রমণীকে বিস্মৃত হতে না পার, যদি দুই বৎসর পরেও এর প্রেমপিপাসায় হৃদয় ব্যাকুল হয়, তবে তোমার অই বক্ষালস্থ পবিত্র তরবারি-প্রহারে হৃৎপিণ্ড বক্ষ হইতে উৎপাটন ক'রে, যমুনা অথবা জাহ্নবী, গোদাবরী অথবা নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ করিও! শপথ কর, আমার এ আদেশ প্রতিপালন ক'রবে।"

অজয় সিংহ কম্পিতস্বরে উত্তর করিলেন "দেব! এই অসি স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রছি, হিরণ্ময়ীকে বিস্মৃত হবার জন্য দুই বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা ক'রব। যদি দুই বৎসরের চেষ্টাতেও হৃদয়কে আয়ত্ত করতে না পারি, তবে এই তরবারিপ্রহারে এ অকিঞ্চিৎকর হৃদয় দ্বিখণ্ড ক'রে, যমুনা, জাহ্নবী, গোদাবরী অথবা নর্ম্মদার পবিত্র জলে নিক্ষেপ ক'রব।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যমুনাতরঙ্গে।

নিশীথসময়ে যমুনাবক্ষে, একখানি তরণী অতি দ্রুতবেগে চলিতেছিল। ভিতরে অজয় সিংহ একাকী চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিলেন। নদীর নীল সলিলে তারকামালা-বিভূষিত নীল আকাশ মিশিয়াছে। তাহার চঞ্চল হৃদয়োপরি সুধাংশুরশ্মি ক্রীড়া করিতেছে। নীলবসনা, চঞ্চলপ্রাণা, হীরকহার-শোভিতা,

সৌন্দর্য্যময়ী যমুনার প্রেমলহরী তরঙ্গভঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে। অজয় সিংহ নাবিকগণকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অতি প্রবলবেগে, অতি শীঘ্রগতিতে নৌকা চালনা কর। আমি তোমাদিগকে এই রত্নহার পুরস্কার দিব।"

নাবিকেরা জিজ্ঞাসা করিল "আমরা এখন নৌকা কোন্ স্থানে লয়ে যাব, অনুমতি করুন।"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "দূরে। বহুদূরে। অন্ধকারে! ঘোর, নিবিড়, নিস্তব্ধ অন্ধকারে। যেখানে তরঙ্গিণী তারামালা পরিধান ক'রে নৃত্য ক'রে না, যেখানে সুধাংশু নাই, সমীরণ নাই, আলোক নাই, সেই দেশে লয়ে চল। বিলম্ব করিও না।"

হায়! বালক অজয় সিংহ। এ অদৃষ্টপূর্ণ নব-জীবনে ধমনী-মধ্যে শোণিতপ্রবাহ থাকিতে আজি পর্য্যন্ত কোন্ বীর হৃদয়ের এ সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিয়াছে? নাবিকেরা অজয় সিংহের কথায় কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতবেগে নৌকা চালনা করিতে লাগিল। এই সময়ে অদূরে নদীসৈকতে কে উচ্চৈঃস্বরে গাইল—

মিনতি করঁু মায্ শামরিয়া তোরি।
মোসে না বোলহ্ বাঁহ্ ছোড় মোরি।
রোষ করিহেঁ, যদি শুন্ পাওয়ে,
পিয়া তেরি মাতোয়ারী।
প্রাণ পর তোহারি, জাগত পিয়ারী,
মোসে বনমালিয়া চাতুরী সারি। *

একি! অজয় সিংহ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? অনেক দিন পূর্ব্বে শৈশবকালে এই গীত, এই সুধাময় স্বরে, এই মনোমোহন

* রাগিণী কাফি—তাল যৎ।

তানে, কতবার শুনিয়াছেন! তাঁহার শৈশবসখী হিরণ্ময়ী এই গীতটী বড় ভাল বাসিত! বসন্ত-উৎসবের দিন উষাসময়ে, বসন্তরঙ্গের বসন পরিধান করিয়া, জুঁই ফুলের মালায় দেহ সাজাইয়া, এক হাতে আবির আর এক হাতে অশোকফুল লইয়া এই গীত, এই স্বরে, এই তানে, গাইতে গাইতে হিরণ্ময়ী তাঁহার সঙ্গে হোরি খেলিতে আসিত তিনি হিরণকে ধরিবার জন্য ছুটিতেন, হিরণ তাঁহার অঙ্গে আবির, অশোকফুল নিক্ষেপ করিয়া এই গীত এমনি করিয়া গাইতে গাইতে পলাইয়া যাইত। আজি এ গীত কে গাইতেছে? একি হিরণ্ময়ী? হিরণ্ময়ী এখানে কোথা হইতে আসিবে! অজয় সিংহ জাগ্রত কি নিদ্রিত, স্থির করিবার জন্য নয়ন উন্মীলন করিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন! যমুনার চঞ্চল তরল হৃদয়ে সুধাংশু খেলিতেছে, হীরকমালা চমকিতেছে! নদীসৈকতে গীতিধ্বনি হইতে লাগিল—

প্রাণ পর তোরি, জাগত পিয়ারী,
মোসে বনমালিয়া চাতুরী সারি!

অজয় সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বিকট উচ্চরবে ডাকিলেন "হিরণ্ময়ি!"

চারি দিকে সেই বিকট রব প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! যমুনাতরঙ্গে, অম্বরতলে, শশাঙ্কবক্ষে বিকট প্রতিধ্বনি হইল "হিরণ্ময়ি!" অজয় সিংহ এক হস্তে আপন হৃদয় চাপিয়া, অপর হস্তে নয়নদ্বয় আবরণ করিয়া, বসিয়া পড়িলেন। যমুনা তরঙ্গরঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল! তরঙ্গের সঙ্গে কেলি করিতে করিতে নৌকা ছুটিতে লাগিল!

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারক্রোড়ে।

অজয সিংহ পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য উদযপুর হইতে, আগ্রা হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিলেন। প্রশান্তসলিলে নৃত্যগীতিশীলে, তটশালিনি যমুনে! তোমার বেদপাঠধ্বনিশব্দিত, হোমগন্ধ-সুবাসিত, জযমাল্য-বিভূষিত লীলাতটে, ইন্দ্রিযজয়ী মহর্ষিগণের শান্তি-নিকেতনে, আর্য্যবীরবৃন্দের রঙ্গভূমে; অথবা প্রসূনকুন্তলা, পল্লবহারভূষিতা, শত-স্রোতস্বতীশোভিতা, ঋতুরাজ-সেবিতা, মাতঃ বঙ্গভূমি! তোমার শান্তিময শীতল ক্রোড়ে, অজয় সিংহ আশ্রয লইলেন না। তিনি স্থির করিলেন, নীরব জনশূন্য প্রদেশে, গম্ভীরমূর্ত্তি বিন্ধ্যগিরির পাষাণময বক্ষে, আশ্রয লইয়া হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করিতে অভ্যাস করিবেন। অজয সিংহ দুরারোহ বিন্ধ্যশৈলে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, বিন্ধ্য-গিরির প্রস্তরময পাষাণবক্ষে শ্যামলপল্লবপূর্ণ তরুরাজি হাস্য করিতেছে। পল্লবের ভিতর হইতে বিহঙ্গগণের ললিত গীতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। পাষাণ বিদীর্ণ করিযা, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রেমপুলকে ছুটিয়া গিরিহৃদয প্লাবিত করিতেছে। গিরিচরণে চিরযৌবনা রজতসলিলা জাহ্নবী প্রেমে হাসিযা, পুলকে গলিযা নৃত্য করিতেছে। অজয় সিংহ নিরাশহৃদয়ে দেখিলেন, এখানেও

প্রলোভনশীলা, মোহময়ী বসুমতী নানা বঙ্গে হাস্য কবে, বিবিধ নিনাদে সঙ্গীত কবে! দেখিলেন, এখানেও তিনি যে দিকে চাহিয়া দেখেন, তাঁহাব শৈশবসঙ্গী হিবণ্ময়ীব রূপবাশির স্বরূপ দেখিতে পান। নয়ন নিমীলিত কবিলে, শব্দময়ী বসুধা মধুব নিনাদে হিবণ্ময়ীব সেই সুধাময় কণ্ঠস্বব স্মৃতিমধ্যে আনিয়া দেয়। কোথায় যাইবেন। কোথায় গেলে প্রকৃতিব প্রলোভনেব হাত হইতে পবিত্রাণ পাইবেন? বিশাল বিন্ধ্যশৈলে এমন কি কোন স্থান নাই, যেখানে গেলে হৃদয় শান্তিলাভ কবে, প্রকৃতিব প্রলোভনে আব বিচলিত হয় না। তিনি চঞ্চলচবণে, কাতব-প্রাণে, অন্ধকাবময় গহ্বরেব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু অন্বেষণেব পব, অনেক দূব পর্য্যটন কবিয়া, তিনি একটী পাদপ-বাজি শূন্য, শব্দহীন স্থান দেখিতে পাইলেন। তাহাব চাবি পার্শ্বে প্রস্তবস্তূপ, নিকটে স্রোতস্বতীব কুলকুল বব নাই, বিহঙ্গেব কূজনধ্বনি নাই। অজয় সিংহ এইখানে একাকী বসিয়া, হিবণ্ময়ীব স্মৃতি হৃদয় হইতে উৎপাটন কবিবাব জন্য কঠোব যোগসাধন কবিবেন!

দিন গেল, বাত্রি আসিল। সেই নিস্তব্ধ শৈলতল আবও নিস্তব্ধ হইল। দশ দিক ভয়ঙ্কব তিমিবে ডুবিয়া গেল। চাবি দিকে অসীম অন্ধকাব, উপরে অন্ধকাবময় অসীম আকাশ। দেখিতে দেখিতে, সেই অন্ধকাবময় আকাশে কালো মেঘ ভাসিয়া ঘোব গর্জ্জনে ছুটিয়া, অজস্র বাবিধাবা বর্ষণ কবিতে লাগিল। সেই জীবসমাগমশূন্য প্রদেশে, সেই বাবি প্রবাহমধ্যে, সেই ভীষণ অন্ধকাবক্রোড়ে, ক্রমে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, শোণিতপ্রবাহ নিস্তেজ হইয়া উঠিল, মনোমধ্যে কি এক প্রকার আশঙ্কার

আবির্ভাব হইল! তিনি দেখিলেন, ঘোর অন্ধকারে, গভীর নিস্তব্ধতায়, হিরণ্ময়ীর চিত্র হৃদয় হইতে অপনীত হওয়া দূরে থাকুক, গাঢতর, উজ্জ্বলতর বর্ণ ধারণ করে! তিনি কাতরস্বরে আপনা আপনি বলিলেন "হায়! অজয় সিংহ নাকি হিরণ্ময়ীকে এ জীবনে বিস্মৃত হবে!"

পার্শ্বদেশ হইতে কে বলিল "এখান হ'তে চল! বড় তীক্ষ্ণধার বৃষ্টিধারা, বড় ভীষণ অন্ধকার!"

এ কি মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি? এ প্রাণিসমাগমশূন্য শৈলতলে, এ ভয়ঙ্কর নিশীথে, মনুষ্য কোথা হইতে আসিবে? তবে কি ইহা অজয় সিংহের বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? না শৈলবিহারী প্রমথপতি তাঁহার মনোবেদনায় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিলেন? অজয় সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? মনুষ্য না দেবতা?"

পার্শ্ব হইতে উত্তর হইল "আমিও তোমার মত ভগ্নহৃদয়, নিরাশপ্রাণ সন্ন্যাসী! আমিও তোমার মত মর্ম্মবেদনায় অধীর হ'য়ে অন্ধকারক্রোড়ে আশ্রয় ল'তে এসেছিলেম!"

অজয় সিংহের হৃদয়ে যেন কি একপ্রকার আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন "হায়! এ জগতে আমার মত হতভাগ্য মনুষ্য আরও একজন আছে? এস ভাই, আমরা দুজনে একবার হৃদয়ে হৃদয় মিলয়ে আলিঙ্গন করি!"

অজয় সিংহ আগন্তুককে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন। আগন্তুক তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া বলিল "আজিকার নিশা বড় ভয়ঙ্করী।"

অজ। সত্য বলেছ, বড় ভয়ঙ্করী নিশা!

আগ। চল তবে, এখান হ'তে আমরা যাই।

অজ। কোথায় যেতে চাও, বল!

আগ। লোকালয়ে! মনুষ্যকোলাহলে! অন্ধকারে প্রাণ আরও আকুল হয়, স্মৃতি আরও উজ্জ্বল হয়। নির্জ্জনে হৃদয়ের আগুন আরও জ্বলে উঠে!

নিরাশ হৃদয় কাতর প্রাণ সহসা সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে, ক্ষণকালের জন্য নৈরাশ্যযাতনা বিলুপ্ত হয়, কাতরতা আকস্মিক উল্লাসে পরিণত হয়! অজয় সিংহ করতালি দিয়া উত্তর করিলেন "নিরাশপ্রাণ ভগ্নহৃদয় সন্ন্যাসি! তুমি সত্য বলেছ! নির্জ্জনে, অন্ধকারে, হৃদয়ের আগুন আরও জ্ব'লে উঠে, স্মৃতি আরও উজ্জ্বল হয়। চল, আমরা দুই জনে, দুই ভগ্নহৃদয় সন্ন্যাসী, আ[illegible]কবার লোকালয়ে যাই। দেখি, সেখানে গিয়ে আরও কি হয়।"

অজয় সিংহ সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে চলিলেন; আগন্তুক তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে, পর্ব্বত প্রদেশে, গন্তব্যপথ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। অনেকক্ষণ পরে সেই ভীষণ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, গগনতলে ঊষার মুকুটজ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। অজয় সিংহ দেখিলেন, এখন অনায়াসে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন্ দিকে কোথায় যাইবেন? তিনি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কোন স্থানে যেতে ইচ্ছা কর?"

আগন্তুক কোন উত্তর দিল না দেখিয়া, তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, আগন্তুক নাই! তিনি মনে করিলেন, হয় ত সে ক্লান্তিবশতঃ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বারম্বার উচ্চরবে আহ্বান করিলেন, আগন্তুক উত্তর দিল

না। বহুদূর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাহার অন্বেষণ করিলেন, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, ভগ্নহৃদয় সন্ন্যাসী আর ফিরিয়া আসিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গিরিরাণী।

অনেক দিন পরে আজি প্রাবৃটের গভীর জলদজাল অন্তর্হিত হইয়া, নীল গগনে শুভ্র মেঘ-খণ্ড সূর্য্যকিরণে সাঁতার দিতেছে। সেই রজত-শুভ্র মেঘখণ্ডের পূর্ণ প্রতিবিম্ব পূর্ণশরীরা পূর্ণা নদীর বক্ষে ভাসিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তরঙ্গিণীর তটশোভী তরু-শির সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। অদূরে ক্ষুদ্র গিরির উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্র, অনুচ্চ প্রাসাদ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দেখাইতেছে। অজয় সিংহ ক্লান্তিবশতঃ নদীতীরে তরুতলে একাকী সুষুপ্ত রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা বাঁশরীঝঙ্কারে তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক অতুলসৌন্দর্য্যময়ী কিশোরী বয়স্যাদলে বেষ্টিতা হইয়া, মধুর, তীব্র, উচ্চ বাঁশরীরবে নিস্তব্ধ কাননপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী শৈলখণ্ড হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিশোরীর মাধুরীময় দেহ নবস্ফুট, সুরভি কুসুমদামের অলঙ্কারে বিভূষিত! কণ্ঠে মল্লিকাহার; বাহুযুগলে সেফালিকার কঙ্কণ, চম্পকের চূড়, অশোকের বলয়; অঙ্গুলিতে চূতাঙ্কুরের অঙ্গুরীয়, ললাটে সেফালিকার সিঁথি; নিতম্বে বিকচ কমলের হার, চরণে

চম্পকের নূপুর! সুন্দরীর সঙ্গিনীগণের অঙ্গেও কুসুমের অলঙ্কার শোভা পাইতেছে! অকস্মাৎ বাঁশরী নীরব হইল! বন-সুন্দরী বিশাল, অচঞ্চল, স্থির সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে, পূর্ণায়তন কটাক্ষে, অজয় সিংহের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার সরল, সুন্দর মুখমণ্ডলে বিস্ময়চিহ্ন প্রকটিত হইল। চরণচুম্বিত, দীর্ঘ বেণী কম্পিত হইল। অলক্তরাগলোহিত, অমৃতনিকেতন অধর ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। গণ্ডস্থল ঊষাকমলের ন্যায় আরক্তিম হইল। প্রতিকূলস্রোতাহত, বিক্ষুব্ধ-মৃণাল যুগল-নলিনীর ন্যায উচ্চ উরস কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ভিন্ন হইল! বসন্তানিলদোলিত, কোমল বিটপীর ন্যায় বাহুযুগল ঈষৎ হেলিল। বালিকা পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীর বাহু ধারণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "সখি! ইনি কে?"

সখী উত্তর করিল "বোধ হয় কোন পথিক পথ হারিয়ে আপনার নিভৃত কাননরাজ্যে এসেচেন!"

"পরিচয় জিজ্ঞাসা করে দেখ না!"

"তুমিই কেন নিজে জিজ্ঞাসা কর না?"

"আমার লজ্জা করে, তুই জিজ্ঞাসা কর্।"

সখী মৃদু হাস্য সহকারে অগ্রসর হইয়া অজয় সিংহকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কে? আমাদের গিরিরাণী আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করেন।"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "আমি একজন পথিক। পথশ্রান্তি বশতঃ এইখানে বিশ্রাম কর্‌ছিলেম।"

গিরিরাণী বলিলেন "সখি! উনি পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েচেন, ওঁকে বল, আমার অতিথিশালায় আজ বিশ্রাম করুন।"

অজয় সিংহ প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে মনে মনে অসম্মত হইয়া

একবার গিবিবাণীব দিকে চাহিলেন। সেই লাবণ্যময়ী রাজ-বাজেশ্বরীব স্থায় সুষমাপূর্ণ, সুকুমাব, উন্নত তনুব দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেই বিশাল, স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়ন একবাব পূর্ণ-দৃষ্টিতে, চমকিত হৃদয়ে দেখিলেন। যেন সে নয়ন কোন অপবিজ্ঞাত, শব্দশূন্য ভাষায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিল "তুমি কি আমাব আদেশ অবহেলা কবিবে?" অজয় সিংহ নয়ন ফিবাইয়া চাবি দিকে দেখিলেন। এক পার্শ্বে তবঙ্গশীলা, বিশালকায়া, পূর্ণ-যৌবনা তবঙ্গিণী কুল কুল ববে ছুটিতেছে। অপব পার্শ্বে পল্লব-ভাবাবনত, কুসুমস্তবকশোভিত তরুবাজিব পব তববাজি সমীব-ভরে দুলিতেছে। উপবে নীল আকাশ শশাঙ্ককে বক্ষে তুলিয়া আলিঙ্গন কবিতেছে। অজয় সিংহ উত্তব কবিলেন "চলুন, আপনাদের গিবিবাণীব বাজভবন কোথায়?"

গিবিবাণী সখীদলে পবিবৃতা হইয়া, অজয় সিংহকে সঙ্গে লইয়া, ধীবে ধীবে চলিলেন। একজন সখী বলিল "রাজ্ঞি। একবার এই সময়ে তোমাব বাঁশবীতে সেই বসন্তবাগেব গীতটী গাও না?"

গিরিরাণী অধরে বাঁশরী স্পর্শ করিয়া বসন্তবাগ গাইতে আরম্ভ কবিলেন। কিন্তু বাঁশবী আজ তাঁহাব মনেব মত বলিল না। বসন্তরাগ গাইতে বেহাগেব লয় আসিয়া পড়ে। বেহাগের তান ঠিক করিতে গিয়া পুরবী গৌরী ও বাগেশ্রীর লয়ে মিলিয়া যায়! আজি আর গিরিরাণীর বাঁশরী বাজিল না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গোকুলদাস।

অজয় সিংহ গিরিরাণীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। রাজপ্রাসাদ প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র অট্টালিকামাত্র। প্রাসাদের চিহ্নের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র অট্টালিকা উচ্চ মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যদেশে, একপার্শ্বে, গিরিরাণী ও তাঁহার সখীগণের আবাসস্থান। তাহার সম্মুখে দীর্ঘ প্রাঙ্গণ ও তাহার এক দিকে কুসুম-উদ্যান। তাহার সম্মুখে সৈন্যদলের বাসস্থান ও তাহার পার্শ্বে অস্ত্রাগার। সমগ্র প্রাসাদ একটী ক্ষুদ্রায়তন দুর্গ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহা সাধারণতঃ গিরিদুর্গ নামে অভিহিত হইত।

অজয় সিংহের বিশ্রামের জন্য অস্ত্রাগারের পার্শ্ববর্ত্তী একটী অতি পরিচ্ছন্ন, নিভৃত কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। রজনীতে তিনি একাকী গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া নদীতরঙ্গে কৌমুদীক্রীড়া দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে গিরিরাণী একজন সখীর সঙ্গে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পথিক! এখানে আপনার বিশ্রামের তো কোন ব্যাঘাত হবে না?"

অজয় সিংহ শুনিলেন, বালিকার কণ্ঠস্বর অতি কোমল, অতি মধুর! তিনি কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে গিরিরাণী পুনরপি কহিলেন "আজ আমার পিতা এখানে থাকলে, আপনাকে দেখে কতই সুখী হতেন"!

অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার পিতা কোথায়?
গিরিরাণী সজলনয়নে উত্তর করিলেন "তিনি আজ দুই মাস হ'ল পুষ্করতীর্থে যোগসাধনের জন্য গিয়েছেন। যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন যে, যদি দুই মাসের মধ্যে ফিরে আস্‌তে না পারি, গোকুলদাসের নিকট আমার সমস্ত সংবাদ জান্‌তে পারবে। আজ দুই মাস অতীত হয়েছে।"

"গোকুলদাস কে?"

"গোকুলদাস আমাদের প্রধান সেনাপতি, পিতার বাল্য-কালের সখা। চপলা! একবার গোকুলদাসকে এখানে আস্‌তে বল্‌না, তাঁকে পিতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি!" সখী চপলা গোকুলদাসকে ডাকিতে গেল। এই সময়ে গিরিরাণী চমকিয়া গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "আবার সেই! ঐ দেখুন!"

অজয় সিংহ গবাক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গবাক্ষের অপর পার্শ্বে দীর্ঘ কেশরাশিতে অর্দ্ধাবৃত, শ্মশ্রুসমন্বিত যবনমুণ্ড তীব্রোজ্জ্বল কটাক্ষে গৃহমধ্যে কাহাকে দেখিতেছে। নিমেষমধ্যেই যবনমুণ্ড অন্তর্হিত হইল। অজয় সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তরবারিহস্তে বাহিরে আসিয়া, চারি দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে অদূরে দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি একবার মনে করিলেন, অশ্বারোহীর অনুসরণ করিবেন, কিন্তু অশ্বের পদধ্বনিতে বুঝিতে পারিলেন যে অশ্বারোহী অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতেছে। সুতরাং তিনি অগত্যা গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, সেখানে গিরিরাণী অথবা

তাঁহার সথী কেহই নাই, কেবল প্রদীপপার্শ্বে একজন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া বহিয়াছে। বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ অতীব মনোযোগের সহিত অজয় সিংহকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনা আপনি বলিল "আমি কি আজ স্বপ্ন দেখ্‌ছি?"

এই বলিয়া বৃদ্ধ প্রদীপহস্তে লইয়া অজয় সিংহের নিকটে আসিয়া পুনরপি প্রদীপালোকে তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ভূতলে প্রদীপ রাখিয়া দিল ও অজয় সিংহকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল। অজয় সিংহ মনে করিলেন, বুঝি বৃদ্ধ বাতুল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "একি! আপনি আমাকে প্রণাম করেন কেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল "আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি আমার পূজনীয় প্রভু বীরগুরু মহারাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র অজয় সিংহ।"

অজয় সিংহ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?"
বৃদ্ধ উত্তর করিল "এ ভৃত্যের নাম গোকুলদাস।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গিরিরাণীর বিপদ।

গোকুলদাস বলিল "অতি উপযুক্ত সময়ে আপনি আমাদের বালিকা রাজ্ঞীর রাজ্যে পদার্পণ করেচেন। গিরিরাণীর রাজপুরী এখন অরক্ষিত ও নায়কশূন্য। এ দিকে অবশ্যম্ভাবী বিপদ্। এ বিপদের সময়ে বিধাতা দয়া ক'রে, বালিকা রাজ্ঞীর

সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, আমাদিগকে আততায়ীর আক্রমণ হ'তে মুক্ত করবার জন্য, বীরকুলপূজিত আর্য্য প্রতাপ সিংহের বীর পুত্রকে এখানে পাঠি'য়ে দিয়েছেন।"

অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের বালিকা রাজ্ঞীর পিতা কোথায় গিয়েছেন ?"

গোকুলদাস উত্তর করিল "হায়। এঁর পিতা ? আজ অনেক দিন হ'ল, বীর ক্ষত্রিয়রাজ পুণ্যভূমি রাজপুতানার রণক্ষেত্রে, যবন-সংগ্রামে ক্ষত্রিয়সেনাপতির ন্যায় তনু ত্যাগ ক'রে গোলোকধামে গিয়েছেন। কিন্তু সে কথা এখন আপনার জানবার আবশ্যক নাই। সময়ে সকল জানতে পারবেন। কিন্তু আপনি এখন এই বালিকা যাঁকে পিতা ব'লে জানেন, তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করচেন ? এই দুর্গের নায়ক, সংসারত্যাগী মহর্ষি, যোগবলে অতুলবলশালী, মহাযোগী রাজপুতানার সুবিখ্যাত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনার পিতা আর্য্য প্রতাপ সিংহকে যথাসময়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হ'ল, তিনি একদিন ঘটনাক্রমে ক্ষত্রিয়ের অসি পরিত্যাগ ক'রে যোগীর দণ্ড গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই বালিকার পিতা ক্ষত্রিয়রাজ শিশুতনয়াকে এঁর কাছে সমর্পণ করলেন এবং তাঁরই অনুরোধক্রমে তাঁরই প্রদত্ত বহু অর্থব্যয়ে এই গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ ক'রে রাজপুতযোগী এই-খানে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হলেন ও বালিকার তত্ত্বাবধারণ করতে লাগলেন। আজ দুই মাস হ'ল, একদিন গভীর নিশীথে তিনি আমার শয়নগৃহে প্রবেশ ক'রে আমাকে বললেন

'গোকুলদাস! আজ যোগাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে ত্রিদিবপতির ধ্যানে মগ্ন ছিলেম, এমন সময়ে একটী অতীব ভীষণ ভবিষ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেম! এই গিরিরাজ্যের ঘোর অনর্থ উপস্থিত! অচিরাৎ এ নিভৃত দুর্গ নবশোণিতস্রোতে প্লাবিত হ'বে এবং আমার কন্যাসদৃশী প্রিয়তমা বালিকা বিষম বিপদে পতিতা হ'বে! তার অদৃষ্টে এই অবশ্যম্ভাবী বিপজ্জাল দেখে, আজ আমার মমতাশূন্য কঠোর হৃদয় বিগলিত হ'চ্চে। আমি কেমন ক'রে স্বচক্ষে তার এ অনর্থপাত প্রত্যক্ষ ক'রব? আমার এমন সাধ্য নাই যে, তাকে সে বিপদ হ'তে মুক্ত করি! তাই স্থির করেছি, আমি এখনি পুষ্করতীর্থে গিয়ে, এ বিপদ খণ্ডন করবার জন্য যোগসাধনা ক'রব। যদি সফল হতে পারি, দুই মাসের মধ্যে আবার এখানে প্রত্যাগমন ক'রব, নচেৎ আর কেহ কখনও আমার সাক্ষাৎ লাভ ক'রবে না। তুমি বিপদের সময় এই বালিকাকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিও। তার পর বিধাতার অভিপ্রায় সম্পন্ন হ'বে।' যোগিরাজ এই ব'লে সজলনয়নে, চঞ্চলচরণে, দুর্গ পরিত্যাগ ক'রলেন। সেই দিন অবধি আমরা প্রতিদিন নানা ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করচি। নিস্তব্ধ নিশীথকালে দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনিতে কাননপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে! গবাক্ষ-দ্বারে ভীষণ যবনমুণ্ড লক্ষিত হয়, আবার তখনি অন্তর্হিত হয়। নদী-সৈকতে অস্ফুট মৃদুশব্দ শ্রুতিগোচর হয়। তাই ব'লছিলেম, বিধাতা দয়া ক'রে এ বিপদের সময় আর্য্য প্রতাপ সিংহের বীর পুত্রকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত আছেন, বিশ্রাম করুন! কাল

প্রভাতে কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য আপনার পরামর্শ গ্রহণ ক'রব।"

গোকুলদাস এই বলিয়া সসম্ভ্রমে অজয় সিংহকে প্রণিপাত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। অজয় সিংহ একাকী শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সরলা গিরিবাণীর আকস্মিক বিপৎপাতের কথা শুনিয়া তাঁহার বীর হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। যদি তাঁহাকে সেই বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হয়, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া কি সে বীরধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবেন? কিন্তু গিরিবাণীর কোন্ বিপদ্ ঘটিবে? কতদিনে সে বিপৎপাতের সম্ভাবনা? তিনি কি ততদিন এই দুর্গমধ্যে অবস্থান করিবেন? সুন্দরীদল-পরিবৃতা, অপ্সরীরূপিণী গিরিবাণীর অমৃতময় বাঁশরীরব শ্রবণে চঞ্চল প্রাণের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিবেন? না। তিনি হিরণ্ময়ীর স্মৃতি হৃদয় হইতে উৎপাটন করিবার জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, নিভৃত দেশে যোগাভ্যাস করিয়া হৃদয়কে দীক্ষিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই কি তাঁহার যোগাভ্যাস? এই কি তাঁহার কঠোর ব্রতের উপযোগী সন্ন্যাসধর্ম্ম? আবার গিরিবাণীর সেই বাসন্তীলতার ন্যায় প্রসূনদলশোভিত, সুকুমার তনু, নবস্ফুট গোলাপকলিকার কিসলয়দলের ন্যায় চুচুকচুম্বিত অলকদাম, প্রথম বসন্তসমাগমে কুসুমকাননে কোকিল-কূজনের ন্যায় সুধাময় কণ্ঠস্বর, সেই অমৃতনিস্যন্দিনী বাঁশরীর গগনস্পর্শী সুধাময় ঝঙ্কার, পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল! তিনি ক্ষত্রিয়রাজকুমার হইয়া এই সরলা, নিঃসহায়া, বালিকাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইবেন না?

অজয় সিংহ অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা আসিল।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া অজয় সিংহ গোকুলদাসের অন্বেষণ করিলেন। দেখিলেন, গোকুলদাস দুর্গের বাহিরে কুসুমউদ্যানে পূজাপ্রসূনচয়নে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। অজয় সিংহ কহিলেন "গোকুলদাস! আমি আপাততঃ তোমাদের নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছা করি।"

বৃদ্ধ গোকুলদাস সবিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ অজয় সিংহকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "আমি জাগ্রত, কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? অমরবিদিত মিবারাধিপতির বীরতনয় আজ কি ক্ষত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে সবলা বালিকাকে বিপদের সময় তরবারি ভিক্ষা দিতে অসম্মত হ'লেন?"

অজয় সিংহ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন "গোকুলদাস। আমি তোমাদের বলিকা রাজ্ঞীকে বিপদ হ'তে মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি কোন বিশেষ অভিসন্ধি সাধনের জন্য দুই বৎসর জনশূন্য-স্থানে একটী কঠোর ব্রত অভ্যাস ক'রব, স্থির করেছি। তোমাদের এ দুর্গমধ্যে অবস্থান ক'রলে আমার সে ব্রতের ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা। মনঃস্থ করেছি যে, কিছু দিন অদূরে, নিকটবর্ত্তী কাননমধ্যে বাস ক'রব! যখন তুমি বিপৎপাতের কোন আশু সম্ভাবনা দেখ্‌বে, এই দুর্গের ছাদে আরোহণ ক'রে ভেরী বাজাইও। আমি ভেরীনিনাদ শুনবামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই এখানে উপস্থিত হব।"

গোকুলদাস কহিল "আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, ক'রবেন। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে এ দাসের কোন ত্রুটি হবে না।"

অজয় সিংহ ধীরে ধীরে, চিন্তিত অন্তঃকরণে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে গোকুলদাস দেখিলেন, গিরিরাণী একাকিনী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিতেছেন। বালিকা রাজ্ঞীর ফুল্লরাজীবতুল্য মুখমণ্ডল আজি অতি মলিন, যেন আকস্মিক দুর্ভাবনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। স্নেহশীল বৃদ্ধ গোকুলদাস বালিকাকে আপন কন্যার ন্যায় ভাল বাসিত। প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য গিরিরাণীকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিত, তাঁহার ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় বৃদ্ধের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। কি উপায়ে সরলা বালিকাকে সে বিপৎপাত হইতে মুক্ত করিতে পারিবে, বৃদ্ধ দিবানিশি কেবল সেই চিন্তাই করিত। সে উপস্থিত বিপৎপাতের কথা গোকুলদাস গিরিরাণীকে আজিও বলে নাই। বিদায়কালে গভীর নিশীথে রাজর্ষি তাঁহার নিকটে যে ভীষণ ভবিষ্য ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন, বালিকা তাহার কিছুই জানে না। পাছে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়, এই আশঙ্কায় গোকুলদাস তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিয়াছিল যে, তাঁহার পিতা তীর্থদর্শন শেষ হইলে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। তবে আজ সহসা সরলা গিরিরাণীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল এত মলিন কেন? বালিকা কি জানিতে পারিয়াছে যে, রাজর্ষি তাঁহার অবশ্যম্ভাবী অনর্থপাতদর্শনের আশঙ্কায় জন্মের মত তাঁহাকে পরিত্যাগ

করিয়াছেন? গোকুলদাস বলিল "রাজ্ঞি! আপনি অকারণ চিন্তিত হবেন না, আপনার পিতা অভীষ্ট সিদ্ধ হ'লে শীঘ্রই আবার আমাদিগকে দর্শন দিবেন।"

বালিকা উত্তর করিল "কাল রাত্রে তুমিতো আমাকে বলেছ যে, পিতার তীর্থ অবস্থানের দিন প্রায় শেষ হ'য়েছে।" তিনি শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন। আমিতো সে জন্য মনে কিছু ভাবনা করচি না।"

"তবে আপনার মুখ আজ এত মলিন কেন?"

"কই না! দেখ গোকুলদাস! আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছিলেম। কাল রাত্রে যে বিদেশী অতিথি এসেছিলেন, তিনি কোথায়? রাত্রে তিনি যে গৃহে শয়ন করেছিলেন, সেখানে গিয়ে দেখলেম, তিনি সেখানে নাই। মনে করলেম, বুঝি তিনি তোমার সঙ্গে এইখানে এসেছেন, এখানেও তো তিনি আসেন নাই, তবে কি তিনি চলে গিয়েছেন?"

গোকুলদাস উত্তর করিলেন "আমাদের এ দুর্গমধ্যে থাকা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক নয় বলে তিনি আপাততঃ এই নিকট-বর্ত্তী কাননমধ্যে কোন স্থানে অবস্থান ক'রবেন, এ দেশ পরি-ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি আবার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবেন, প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন।"

বালিকা বিষণ্ণভাবে কহিল "তিনি একাকী নির্জ্জন কাননে থাকবেন, সেখানে তাঁরতো বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা?"

গোকুলদাস বলিল "তিনি ক্ষত্রিয়বীর, তাঁর সঙ্গে তরবারি আছে, তিনি কি বিপদকে গ্রাহ্য করেন?"

গিরিরাণী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া গোকুলদাসের পুষ্প-চয়ন নিরীক্ষণ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "গোকুলদাস! তিনি এখানে আবার কবে ফিরে আসবেন?"

গোকুলদাস উত্তর করিল "শীঘ্রই আসতে পারেন, কিন্তু কবে আসবেন তার কিছুই নিশ্চয় নাই।"

বৃদ্ধ গোকুলদাস দেখিতে পাইল না, গিরিরাণীর উজ্জ্বল লোচনে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তাপসকুমার।

প্রদোষকালে সখীদলবেষ্টিতা গিরিরাণী পূর্ণানদীতটে অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন। তাঁহার বাঁশরীতে নানা রাগিণী নানা তানে বাজিল। তিনি মনে করিতেছিলেন, হয়ত আজিও সেই মধুরকান্তি বিদেশী যুবক দেখা দিবেন। ক্রমে নদীবক্ষে নিশার কালিমা পড়িল। তখন গিরিরাণী হতাশ হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

প্রভাতে গিরিরাণী পার্শ্বশায়িনী সুষুপ্তা সখীকে জাগাইয়া বলিলেন "চপলা! তুমি না সে দিন আমাকে বল'ছিলে যে, ঐ কানন শরৎসমাগমে ফল ফুলে শোভিত হ'য়ে বড় সুন্দর দেখাচ্চে। তা চল না, আজ আমরা একবার কাননের ভিতর গিয়ে দেখে আসি।"

চপলা উত্তর করিল "কি জানি নির্জ্জন কাননে যদি আমাদের কোন বিপদ ঘটে!"

গিরিরাণী বলিলেন "সখি! গোকুলদাসের মুখে শুনেছি, সেদিনকার সেই বিদেশী ঐ কাননমধ্যে আছেন। তিনি ক্ষত্রিয়বীর, তাঁর কাছে তরবারি আছে, তিনি কি আর আমাদিগকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পার্বেন না ?"

বলিতে বলিতে গিরিরাণীর গণ্ডস্থল রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত হইল। চপলা গিরিরাণীর অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা। সে গিরিরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া, মৃদু হাস্য করিয়া, উত্তর করিল "তবে আপনার বাঁশরী সঙ্গে নিন। আমি অন্য সখীগণকে ডেকে আনি!"

চপলা অপর সখীগণকে ডাকিতে গেল। যাইবার সময় আপনা আপনি বলিল "এক দিনের দেখাতেই যে একেবারে মরেছ, তা এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারি নাই!"

ক্ষণকাল পরে কাননমধ্যে অতি উচ্চ, অতি সুললিত, অতি করুণ তানে গিরিরাণীর বাঁশরী বাজিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক রাগিণীর পর অপর রাগিণী, নূতনের পর নূতনতর তানে, ললিত হইতে ললিততর লয়ে, করুণ হইতে করুণতর রসের প্রস্রবণে গগনতল প্লাবিত করিয়া, বাজিতে লাগিল! আজি বাঁশরীর বিরাম নাই, গিরিরাণীর শ্রান্তিবোধ নাই! অবশেষে চপলা গিরিরাণীর হাত ধরিয়া বলিল "রাজ্ঞি! আজ আপনার বাঁশরী মেতে উঠেছে! উন্মত্ত বাঁশরীকে শান্ত করুন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, কত বেলা হয়েছে! তপনকিরণে বিধুমুখ শুষ্ক হ'ল। চলুন গৃহে যাই!"

গিরিরাণী অধর হইতে বাঁশরী বিযুক্ত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলেন "চল।"

গিরিরাণী দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে একজন তরুণবয়স্ক তাপসকুমার তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। গিরিরাণী ও তাঁহার সখীগণ দেখিলেন, নবীন তপস্বীর দীর্ঘজটাবৃত মুখমণ্ডল পাণ্ডুপত্রোদবস্থ সরোজের ন্যায় সুন্দর, সুকুমার! সন্ন্যাসী গিরিরাণীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "দেবি, অজয় সিংহকে কাননমধ্যে দেখ্তে পেলেন না?"

প্রশ্ন শুনিয়া গিরিরাণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অজয় সিংহ কে? তুমি বোধ হয় সেই বিদেশী ক্ষত্রিয় যুবার কথা বল্চ? তাঁর নাম কি অজয় সিংহ? তুমি কি তাঁকে চেন?"

তাপসকুমার মৃদুস্বরে উত্তর করিল "হাঁ দেবি! আমি তাঁকে চিনি?"

গিরি। তিনি কোথায়?

তাপ। তিনি এই কাননমধ্যেই আছেন। বোধ হয় কোন কারণবশতঃ তিনি আপনার রাজভবনে বাস ক'রতে ইচ্ছা করেন না। সে যাহোক্, যাতে শীঘ্রই আবার এ বিজন কানন পরিত্যাগ ক'রে, তিনি আপনার রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করেন, আমি প্রাণপণে তার চেষ্টা ক'রব। অবিলম্বেই আবার আপনি তাঁর দর্শনলাভ ক'রবেন। সে দিন সন্ধ্যার সময় যখন আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, আমি দূর থেকে সমস্ত দেখেছি। দেবি! যদি অপরাধ-মার্জ্জনা করেন, আর একটী কথা নিবেদন করি!

গিরি। কি বল!

তাপ। তাঁর পরিচয়ে জানতে পারবেন, তিনি জগৎপূজিত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন! তাঁর বীরহৃদয়ও তাঁর সেই ত্রিলোকদুর্লভ, সুন্দর মুখমণ্ডলের মত অশেষ গুণে অলঙ্কৃত! আর আপনি সাক্ষাৎ সরস্বতী ধরাধামে অবতীর্ণা! তাঁর সঙ্গে আপনার মিলন মণি-কাঞ্চন সংযোগের ন্যায় কি সুন্দর হবে।"

গিরিবাণীর গণ্ডস্থল লজ্জায় আরক্তিম হইল। সখীগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল "কিন্তু আপনার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে। সে আপনার নিকট অতি সামান্য কথা। আপনার দয়া হ'লে আমাকে অনায়াসেই সে ভিক্ষা দিতে পারবেন। আমি বহুদূর পর্য্যটনে বড় ক্লান্ত হয়েছি। আর আমার শক্তি নাই! যেন এ দেশ হ'তে আর কোথাও আমাকে যেতে না হয়! তাই আপনার নিকট এই ভিক্ষা যে, অজয় সিংহের সঙ্গে আপনার বিবাহ সম্পন্ন হবার পরে আমাকে আপনার এই রাজ্যমধ্যে, আপনার প্রাসাদসম্মুখস্থ এই নিভৃত কাননে কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে আজীবন বাস করতে অনুমতি দিবেন। আমি দূর হ'তে যুগলদম্পতীর প্রীতিফুল্ল মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ ক'রব! দূর হ'তে আপনার অমৃতময় বাঁশরী হ'তে প্রেমধারা নিঃসৃত হবে, তাই শুনে হৃদয় জুড়াব। দূর হ'তে এই প্রেম-নিকেতনে সুখের প্রস্রবণ দেখে দেব ভবানীপতির চরণে আনন্দাশ্রু উপহার দিব!"

তাপসকুমার ভূতলে জানু পাতিয়া করযোড়ে, কাতরভাবে, আবার বলিতে লাগিল "দেবি! গিরিবাণি! আমাকে কি এ ভিক্ষা দিবেন না? আমার মনের সাধ কি পূর্ণ হবে না?"

বলিতে বলিতে সহসা সন্ন্যাসীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া উঠিল! তাহার নয়নযুগল ভেদ করিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল! সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আবার অন্য সময়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।" এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাপসকুমার দ্রুতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

একজন সখী বলিল "এ সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই পাগল। এতক্ষণ যে কি ব'ললে, তার একটী কথাও বুঝতে পারলেম না।"

আর একজন বলিল "পাগল তার আর সন্দেহ আছে? পাগল না হ'লে, অমন সুন্দর মুখখানি ছাই মেখে জটায় ঢেকে বাল্মীক মুনির তপোবন ক'রে রাখে?"

"তা পাগল হোক, চোক দুটী আর ঠোঁঠ দুখানি কিন্তু বড়ই সুন্দর।"

চপলা বলিল "ও কখনই পুরুষ মানুষ নয়! অমন চাঁদপানা নিখুঁত মুখ নাকি আবার পুরুষ মানুষের হয়? এবার দেখ্‌তে পেলে আমি ত আগেই গিয়ে ছুঁড়ীর দাড়ীটা একবার ভাল ক'রে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌ব!"

গিরিরাণী কোন কথা না বলিয়া সখীগণের সঙ্গে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর উপদেশ।

দুই মাস পরে অন্ধকার রাত্রিতে এক দিন অজয় সিংহ একাকী পূর্ণানদীতটে বসিয়া, অন্ধকারময় আকাশের দিকে চাহিয়া, চিন্তা করিতেছিলেন। এই দুই মাসের মধ্যে তিনি কয়েক বার গিরিদুর্গে গিয়াছিলেন। গিরিবাণীর বিপৎ-পাতের সম্বন্ধে গোকুলদাসের সঙ্গে কয়েক বার তাঁহার কথোপকথন হইয়াছে। গিরিবাণী তাঁহাকে দেখিতে পাইলে সহর্ষে তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া আসে। তিনি যতক্ষণ থাকেন, বালিকা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া অনন্যমনে তাঁহার কথা শুনে। তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করেন, বালিকার নয়ন আরক্ত অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা কি প্রেম? গিরিবাণী কি তাঁহাকে ভাল বাসে? নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব হইলে, গিরিবাণী তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠায়। হয়ত স্বয়ং সখীগণের সঙ্গে কাননে আসিয়া বাঁশরী বাজায়। তাঁহাকে না দেখিলে কি বালিকার হৃদয় এতই ব্যাকুল হয়? না ইহা বাল্যসুলভ চপলতামাত্র? তিনি যখন নিকটে, তাঁহার নয়নসম্মুখে থাকেন, বালিকার বাঁশরী যেন অতুল সুখে, অসীম পুলকে ঝঙ্কার করে! তিনি যখন নিকটে না থাকেন, দূর হইতে শুনিতে পান যে, গিরিবাণীর বাঁশরী করুণস্বরে, যেন মর্ম্মবেদনায় আকুল হইয়া বাজিতেছে! ইহা ত প্রেমের স্পষ্ট লক্ষণ! ইহাও সম্ভব যে,

এখনও, এত অল্প দিনের মধ্যে, বালিকার কোমল হৃদয়ে প্রেম বদ্ধমূল হয় নাই। কিন্তু এ প্রেমের অঙ্কুর উৎপাটিত না হইলে, কালসহকারে দৃঢ়মূল হইবার সম্ভাবনা। তিনি কি এই সরলা বালিকার আজীবন নিরাশপ্রেমের যন্ত্রণার কারণ হইবেন? তিনি অনেক বার মনে করিয়াছেন যে, মিষ্ট উপদেশ-দানে বালিকার ভ্রম বুঝাইয়া দিবেন। কিন্তু যখন বালিকার সরল সুকুমার মুখখানি নিরীক্ষণ করেন, তাহার সরলতাময় মধুর কথাগুলি শুনেন, তিনি সাহস করিয়া কোনও কথা বলিতে পারেন না! তখন মনে হয়, এরূপ নিষ্ঠুর বচনে কেমন করিয়া তাহার কোমল প্রাণে বেদনা দিবেন? তবে কি তিনি বালিকাকে জন্মের মত তাঁহার সহবাসে, তাঁহার দর্শন-লাভের আশায়, বঞ্চিত করিয়া দূর দেশে চলিয়া যাইবেন? এ কথা মনে করিতে গেলেও হৃদয় আকুল হয়। পিতৃহীনা, সরলা বালিকাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া, বিপদে পাতিত করিয়া, চলিয়া যাওয়া ত পাষণ্ডের কাজ! তবে কি তিনিও বালিকাকে ভালবাসেন? সহসা বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় তাঁহার মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হইল। তিনি যেন আপন হৃদয় দেখিবার জন্য চক্ষু মুদিত করিলেন। দেখি-লেন, প্রাণের ভিতর, অন্ধকারময় হৃদয়ের অন্তস্তলে, একমাত্র উজ্জ্বল-আলোকময়ী, চিরপ্রেমময়ী দেবীমূর্ত্তি। আশৈশব যে মূর্ত্তির আরাধনা করিয়াছেন, জাগ্রতে, সুপ্তাবস্থায়, শয়নে স্বপনে, সম্পদে বিপদে, আনন্দ-উৎসবে, সমর-কোলাহলে, যে মূর্ত্তি এতকাল প্রাণের ভিতর বিরাজ করিয়াছে, ইহাত সেই আনন্দময়ী প্রতিমা! যে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিবার জন্য তিনি

শত ক্রোশ দূরে পলায়ন করিয়াছেন, এতকাল গিরিগুহায়, বিজন বিপিনে, ঘোর তিমিরে, যোগীর ন্যায় বিচরণ করিয়াছেন, আজিও সেই প্রতিমা সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে, পূর্ণ গৌরবে, হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছে! আর গিরিরাণী? সেই গৌরবময়ী, আনন্দময়ী, হিরণ্ময়ীপ্রতিমার চরণতলে অস্পষ্ট, অলক্ষ্য ছায়াপাতমাত্র। ছায়া আলোকে পরিণত করিয়া, পুত্তলিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, এই পূর্ণগৌরবময়ী প্রতিমার সিংহাসনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা কি সম্ভব? বিধাতা এই জন্যই কি তাঁহাকে এইখানে, গিরিরাণীর নিকট পাঠাইয়াছেন?

এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "অজয় সিংহ।" তিনি চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একজন তপস্বী বালক পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান। তিনি মনে মনে বলিলেন "অজয় সিংহ নাকি আবার হিরন্ময়ীকে বিস্মৃত হবে? এই অপরিজ্ঞাত সন্ন্যাসী বালকের স্বরেও হিরণ্ময়ীর কণ্ঠস্বর ব'লে ভ্রম হয়!"

তাপসকুমার বলিল "অজয় সিংহ, তুমি বড় নিষ্ঠুর! মুগ্ধপ্রাণা, সারল্যপুত্তলি গিরিরাণীর কোমল প্রাণ তোমার দর্শনলালসায় আকুল, আর তুমি আপন ইচ্ছায় তাকে এই যন্ত্রণা দিচ্ছ?"

অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? অনেক দিন হ'ল, আমি এক দিন বিন্ধ্যগিরির ভীষণ, অন্ধকারময় গহ্বরে এক জন সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেম, তুমি কি সেই?"

"সন্ন্যাসীর আবার পরিচয় কি? এখন আমি তোমাকে যে সংবাদ দিতে এসেছি, তা শুন! গিরিরাণীর ঘোর বিপদ্

উপস্থিত ! কেবল গিরিরাণীর নহে, তোমারও বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী !"

"আমি কে, তুমি কি প্রকারে জান্‌লে ?"

"আমি তো তোমাকে এইমাত্র বল'লেম, এ পরিচয়ের সময় নয়। আমি এইমাত্র কাননমধ্যে বৃক্ষতলে একাকী ব'সে অভীষ্টকামনায় ভবানীপতির আরাধনা ক'রছিলেম, এমন সময়ে কয়েকজন মুসলমান-সৈনিক একত্র সমবেত হ'য়ে যে পরামর্শ কর'ছিল, তা শুনে আতঙ্কে সিহরে উঠ্‌লেম ! একজন জিজ্ঞাসা কর'লে 'এখন তোমার কি অভিপ্রায় আমাকে স্পষ্ট করে বল। আমার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ কি না ?' অপর ব্যক্তি উত্তর ক'রলে 'আমার অন্য কোন ইচ্ছা নাই, আমি কেবল বালিকা গিরিরাণীকে বলপূর্ব্বক সঙ্গে ল'য়ে যেতে ইচ্ছা করি। আমার লোকবলের অপ্রতুল নাই, কিন্তু আপনার বীর যোদ্ধাগণের সাহায্য লাভ ক'রলে, এ কার্য্য অল্প আয়াসেই সম্পন্ন হবে।' প্রথম সম্বোধনকারী পুনর্ব্বার বল্‌লে 'আমার এইমাত্র প্রয়োজন, অজয় সিংহকে পরাজিত ও শৃঙ্খলবদ্ধ করি। আমি আপাততঃ তার প্রাণ বিনাশ ক'রতে ইচ্ছা করি না। যদি গিরিরাণীর দুর্গের সৈন্যগণ তার সাহায্য করে, তবে তোমার সৈন্যগণের সহায়তা আবশ্যক হবে।' আমি এইমাত্র শুনে তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেম, অনেকক্ষণ পরে তোমাকে এইখানে দেখতে পেলেম। এখন এর কর্ত্তব্য অবধারণ কর, অবিলম্বে বালিকা রাজ্ঞীর নিকটে গিয়ে, তাঁকে এ বিপদ হ'তে মুক্ত করবার উপায়ে সচেষ্ট হও !"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন। "আমি পূর্ব্বেই জান্‌তে

পেরেছি, গিরিরাণী শীঘ্রই বিপদে পতিতা হবেন। তাঁকে সেই বিপদ হ'তে মুক্ত করবার আশাতেই আমি এতকাল এ প্রদেশে অবস্থান ক'রচি! তা না হ'লে আমি এত দিনে অনেক দূরে প্রস্থান ক'রতেম।"

তাপসকুমার কহিলেন "যদি তাই তোমার অভিপ্রায় হয়, একাকী কাননমধ্যে অবস্থান না ক'রে তুমি কেন গিরিরাণীর নিকট দুর্গমধ্যে বাস কর না!"

অজয় সিংহ কোন উত্তর দিলেন না। সন্ন্যাসী কহিলেন "হায়! বুঝেছি! তোমার মনে এই আশঙ্কা হচ্চে যে, পাছে এই ভুবনমোহিনী রূপসী বালিকার সুধাময় সহবাসে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে আবার সংসারী হ'তে হয়!"

অজয় সিংহ চমকিয়া উত্তর করিলেন "অন্তর্যামী সন্ন্যাসি! তুমি সত্য অনুমান করেছ। আমি গিরিরাণীর সহবাস ইচ্ছা করি না ব'লেই তাঁর সমধিক যত্ন ও আকিঞ্চন সত্ত্বেও দুর্গ পরিত্যাগ ক'রে এই নির্জ্জন কাননে বাস করচি! এ উদাসীন ব্রত এ জীবনে আর আমার পরিত্যাগ করবার ইচ্ছা নাই!"

তাপসকুমার উত্তর করিল "তুমি বিষম ভ্রমে পতিত হয়েছ, তার সন্দেহ নাই! তুমি ক্ষত্রিয়বীর, তোমার নবীন বয়স, আর যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তুমি নিশ্চয়ই কোন সুবিখ্যাত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছ! এ সন্ন্যাসধর্ম্ম কি তোমাকে শোভা পায়? তোমার মত বীর যুবকের নিকট আজিকার এ যবনদলিত, ম্লেচ্ছপদানত ভারতভূমি অনেক আশা করে। এখনও এ পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত যবনের করাল

গ্রাস হ'তে মুক্তি লাভ করতে পারে। আজিকার এ অধঃক্ষিপ্ত, রোরুদ্যমান মাতৃভূমির দশায় কি তোমার বীরহৃদয় বিগলিত হয় না? যে সৌভাগ্যবতী রমণী তোমাকে এ ব্রহ্মচর্য্যব্রত হ'তে নিবস্ত ক'রতে পাবে, আমি দেবী বলে তার চরণ পূজা করি!"

অজয় সিংহ কহিলেন "যদি তুমি আমার হৃদয়ের অবস্থা জানতে পারতে, তবে আমাকে এরূপ তিরস্কার করতে না।"

তাপসকুমার কহিল "অজয় সিংহ! গিরিবাণী রূপে ও গুণে সাক্ষাৎ সরস্বতী। আর তোমার এই নবীন বয়স, কমনীয় কান্ত রূপ—" বলিতে বলিতে তাপসের কণ্ঠস্বর যেন কোন অননুভবনীয় চিত্তবৃত্তির আবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। অজয় সিংহ অন্ধকারে দেখিতে পাইলেন না, সন্ন্যাসীর গণ্ডস্থল দিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা বহিতেছে! সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল "আর তোমার এই কমনীয় কান্ত রূপ, গিরিবাণীর সঙ্গে তোমার মিলন কি সুখকর হবে! তাই ভবানীপতির নিকট যোড়-করে প্রার্থনা ক'রচি, অচিরাৎ তোমার সঙ্গে গিরিবাণীর পরিণয় সম্পন্ন হোক। তুমি এ ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরিত্যাগ ক'রে আবার রাজধর্ম্মে দীক্ষিত হও, ত্রিদিবসুন্দরী গিরিবাণীর প্রেমে অমর হয়ে এ যবন প্রপীড়িত পুণ্যভূমির মঙ্গল সাধন কর। আর আমি দীন হীন নিষ্কাম-ধর্ম্মচারী তপস্বী, এই কাননমধ্যে বাস ক'রে প্রতিদিন নব দম্পতীর মঙ্গলকামনায় ভবানীপতির পূজা ক'রে অসীমসুখে অবশিষ্ট জীবন যাপন করি।"

অজয় সিংহ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। এই সময়ে দেখিলেন, অদূরবর্ত্তী

গিরিদুর্গ হঠাৎ আলোকময় হইয়া উঠিল। সহসা বহু লোকের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের ছাদ হইতে ভীষণ নিনাদে গোকুলদাসের ভেরী বাজিয়া উঠিল! অজয় সিংহ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া দুর্গাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাপসকুমার তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজপুতের রঙ্গভূমি।

দুর্গের নিকটে আসিয়া অজয় সিংহ দেখিলেন, দ্বার সম্মুখে কয়েকজন সেনানীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি মনে করিলেন, আততায়ী দস্যুগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি কি গিরিরাণীকে রক্ষা করিতে পারিবেন না? ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি গিরিরাণীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ভিতরে দুর্গ আক্রমণের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল রমণীগণ উচ্চ চীৎকারে ক্রন্দন করিতেছে। তিনি গিরিরাণীকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না। দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পঞ্চবিংশতিমাত্র পদাতিকসেনা শতাধিক অশ্বারোহীর গতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সকলের সম্মুখে বৃদ্ধ গোকুলদাস উন্মত্তের ন্যায় সাহসে তরবারি সঞ্চালন করিতেছে। দেখিলেন, একজন অশ্বারোহীর ক্রোড়ে গিরিরাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। নিমেষমধ্যে গোকুলদাসের দক্ষিণ পার্শ্বে অজয় সিংহের দীর্ঘ তরবারি চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বাদশ অশ্বারোহী

সেই করাল তরবারিপ্রহারে ভূতলশায়ী হইল। মুসলমান দস্যুগণ ভীতহৃদয়ে দেখিল, এ নূতন নায়কের যুদ্ধকৌশলে অলৌকিক শিক্ষা, তাঁহার বাহুতে অসাধারণ বল, তাঁহার সুকুমার মুখমণ্ডলে অসীম উৎসাহ, অতুল স্ফূর্ত্তি! ইহাঁর প্রতিযোগিতায় আজিকার সংগ্রামে বুঝি জয়লাভ অসম্ভব! যে অশ্বারোহীর ক্রোড়ে গিরিবাণী মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "তোমরা সকলে ততক্ষণ এই কাফেরগণের গতিরোধ কর, আমি দশজনমাত্র সহচর ল'য়ে দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করি।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্যক্তি এক হস্তে সাবধানে মূর্চ্ছিতা গিরিবাণীকে ধারণ করিয়া অপর হস্তে অশ্বচালনা করিল। তাহার সঙ্গে দশজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। অবশিষ্ট মুসলমানসেনা চারি দিক হইতে অজয় সিংহ ও দুর্গের সৈন্যগণকে বেষ্টন করিল। অজয় সিংহ দেখিলেন, পলাতক সেনানীর অনুসরণ নিতান্ত আবশ্যক। যদি গিরিবাণীর উদ্ধার করিতে না পারিলেন, তবে অকারণ শোণিতপাতে কি প্রয়োজন? তিনি গোকুলদাসকে অবরোধকারী সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ভার দিয়া, স্বয়ং পলাতক সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া, গোকুলদাসকে সম্বোধন করিয়া পার্শ্বদেশে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, গোকুলদাস তাঁহার পার্শ্বে নাই! গোকুলদাসের মৃতদেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে! প্রভুভক্ত গোকুলদাস গিরিবাণীর অনুসরণে ধাবমান হইতেছিল, এমন সময়ে শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছে। অজয় সিংহ বিহ্বলচিত্তে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আর

কাহার উপর যুদ্ধের ভার দিয়া সমরপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিবেন? পার্শ্বদেশ হইতে কে বলিল "অজয় সিংহ! আমি তোমার নিকটে আছি। তুমি গিরীরাণীর অনুসরণ কর। এ যুদ্ধক্ষেত্রে আমি সেনাপতির ভার গ্রহণ ক'রলেম।"

অজয় সিংহ দেখিতে পান নাই যে, গোকুলদাস ভূতলশায়ী হইবামাত্র তাপসকুমার একজন হত সৈনিকের তরবারি আকর্ষণ করিয়া, তাহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অজয় সিংহের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়াছে। কণ্ঠস্বরে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া, অজয় সিংহ পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, সেই জটাজূটভূষিত তাপসকুমার! মুখমণ্ডল জটাজালে সম্পূর্ণ আবৃত, কেবলমাত্র নয়নদ্বয় দেখা যাইতেছে। এ নয়ন কি অজয় সিংহের নিকট অপরিচিত? এ উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় নয়ন কি আর কাহারও সম্ভব? এ প্রেমময়, অমৃতময় কটাক্ষ, এ অমরভবনের জ্যোতি, কি আর কাহারও নয়নে সম্ভব? সন্ন্যাসী আবার বলিল "হায়! অজয়! শীঘ্র যাও! গিরিরাণীকে উদ্ধার কর।"

আবার সেই সুধাময়, সেই মনোমোহন, সেই হৃদয়-উন্মাদকর কণ্ঠস্বর! অজয় সিংহ প্রচণ্ড আঘাতে সম্মুখবর্ত্তী শত্রু-সৈনিককে ভূমিতলে পাতিত করিয়া, একহস্তে তাহার অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া, লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও ক্ষিপ্রের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া বলিলেন "তুমি সত্য সত্যই অপরিজ্ঞাত সন্ন্যাসী হও, অথবা আমার হৃদয়ের সেই আশৈশবপূজিতা দেবীপ্রতিমা হও, আজ তুমি এ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিলে! এই দেখ, তোমার আদেশ প্রতি-

পালন জন্য সহস্র যবনের সহস্র তরবারি পদদলিত করা অজয় সিংহেব নিকট কি তুচ্ছ কথা!"

সেই প্রচণ্ড কষাঘাতে অশ্ব লম্ফ দিয়া ছুটিল! অজয় সিংহেব তববাবি চাবি পার্শ্বে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল! কাহাব সাধ্য সেই অমৃতাস্বাদনমত্ত যোদ্ধৃপতিব গতিবোধ কবে? নিমেষমধ্যে অববোধকাবী সেনানিচয় অতিক্রম কবিয়া, অজয় সিংহ একাকী গিবিরাণীব অনুসবণে ধাবমান হইলেন। শৈলখণ্ডসমূহ উল্লঙ্ঘন কবিযা, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী লম্ফ দিয়া অতিক্রম কবিযা, অজয সিংহেব অশ্ব পবনগতিতে ছুটিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ দূবে গিযা তিনি পলাতক সৈন্যগণকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, গিরিবাণী অশ্বপৃষ্ঠে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় পড়িয়া বহিয়াছেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই অজয সিংহ তাহাদেব সম্মুখীন হইলেন। তাহাবা দেখিল, অজয সিংহ একাকী, সুতবাং ভীত হইবাব কোন কাবণ নাই। যে বৃদ্ধ সেনাব ক্রোড়ে গিবিবাণী অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সে হাস্য কবিযা বলিল "মূর্খ। একাকী দশজন সুশিক্ষিত যোদ্ধাব প্রতিযোগিতায কেন বৃথা প্রাণ হাবাতে এলে?"

অজয় সিংহ উত্তব কবিলেন "যদি জীবনে মমতা থাকে, গিরিবাণীকে পবিত্যাগ ক'বে পলায়ন কব! নচেৎ এখনি দেখ্‌তে পাবে, তোমাব ন্যায শত যোদ্ধা এই পবিত্র অসিব প্রতিযোগিতায় সমর্থ নহে!"

এককালে দশজন যোদ্ধা অজয় সিংহেব উপব তববাবি আঘাত করিল! কিন্তু কাহারও তরবারি তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিল না! তাঁহার দীর্ঘ অসি ঘোর ঝন্ ঝন্ সহকারে

তরবারিসমূহে প্রতিহত হইল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুই জনের তরবারি দূরে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল, একজনের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়া তরবারী সহিত ভূতলে পড়িল, একজনের দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রুতে অর্দ্ধাবৃত ছিন্ন মুণ্ড দূরে গিয়া লুটাইল! কিন্তু এই সময়ে আর একদল সেনা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও একজনের তরবারি আঘাতে তাঁহার অশ্ব চীৎকার সহকারে পড়িয়া গেল। তিনি লম্ফ দিয়া ভূতলে দাঁড়াইয়া অসি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মৃতদেহের উপর মৃতদেহ পড়িতে লাগিল, ছিন্ন মুণ্ডের পর ছিন্ন মুণ্ড নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, প্রবল প্রবাহে শোণিতস্রোত ছুটিল, তবু সংগ্রামের বিরাম নাই। অজয় সিংহের দীর্ঘ অসি এককালে শত বিদ্যুদ্‌বিস্ফারণের ন্যায় চমকিতে লাগিল, প্রচণ্ড বলে অরাতিহৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল! জয়! রাজপুত বীরের জয়! আজি মিবাররাজকুমারের যবনশোণিতপিপাসী তরবারি মনের সাধে অরাতিরুধির পান করিতেছে। চারি দিকে, পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, যবনসেনা! অঙ্গে যবনের রুধির ধারা! পদতলে যবনদেহ, যবনমুণ্ড! সেই বহুসংখ্যক যবন-সেনার সঙ্গে অজয় সিংহ অসীম উৎসাহে, অতুল স্ফূর্ত্তিতে যুঝিতে লাগিলেন। কিন্তু কতক্ষণ যুঝিবেন? তিনি মনে করিলেন, আজ মৃত্যু তো, অবশ্যম্ভাবী, তবে যতক্ষণ পারেন, পবিত্র অসির দানবরুধিরতৃষা পরিতৃপ্ত করিবেন। ক্রমে তাঁহার বাহুযুগল বল হারাইতে লাগিল, শোণিতপাতে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, অসি কম্পিত হইতে লাগিল, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিল! তিনি শুনিতে পাইলেন, শত্রুসেনার

মধ্য হইতে কে বলিল "আর না! তোমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। রাজপুত্রকে জীবিতাবস্থায় বন্দী কর।"

দূর হইতে আর একজন কে মেঘ-গর্জ্জন-স্বরে বলিল "কার এত সাহস, ভারতেশ্বর আকবরের পুত্রাধিক প্রিয়তর অজয় সিংহের অঙ্গ স্পর্শ করে?" এই জলদগম্ভীর আশ্বাস-বচন শেষ হইতে না হইতেই আরও একজনের কণ্ঠস্বর অজয় সিংহের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কে সহসা অজয় সিংহের ক্ষতহৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া, অবসন্ন দেহে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া, অমৃতময় স্বরে বলিল "জয়! মহারাণা প্রতাপ সিংহের বীরপুত্র অজয় সিংহের জয়।"

সহসা সেই গগনস্পর্শী গম্ভীর আশ্বাসবচনের সঙ্গে এই সুধাময় মৃত-সঞ্জীবন কণ্ঠস্বর মিলিত হইয়া রঙ্গস্থল প্রতি-ধ্বনিত হইল। অজয় সিংহ দেখিলেন, সম্রাট আকবর সাহ ও আজিকার সেই তাপসকুমার তাঁহার সম্মুখে! তাপসের কলেবর রুধিরাক্ত ও তাঁহার করস্থিত তরবারি শোণিতধারায় লোহিতবর্ণ। সম্রাট বলিলেন "বৎস অজয় সিংহ! আমি, বীরসখা আকবর, তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। বহু অন্বেষণের পর এই স্থানে তোমার সন্ধান জান্‌তে পেরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব ব'লে, দূর পঞ্জাব প্রদেশ হ'তে এখানে এসেছি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "আর আমি নিষ্কাম-ধর্ম্মচারী তপস্বী, বীর অজয়ের মঙ্গলকামনায় তাঁর নিকটে থেকে প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে প্রস্তুত আছি। শুন অজয়! আমি আজ যে যুদ্ধের ভার লয়ে-ছিলেম, এই বীরের সাহায্যে তাতে জয়লাভ করেছি।"

আবার সেই মোহময় মনোমোহন কণ্ঠস্বর! অজয় সিংহ তাপসকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। জটাকলাপের অভ্যন্তরে সেই জ্যোতির্ম্ময়, অমৃতপূর্ণ, বিশাল, উজ্জ্বল, বঙ্কিম নয়ন! অজয় চেতনা হারাইয়া সন্ন্যাসীর চরণতলে পড়িয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ীর নূতন বেশ।

সম্রাট আকবর শাহ সমরপ্রাঙ্গণের চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়া, তীব্রদৃষ্টিতে পশ্চাদ্বর্ত্তী একজন সৈনিকের দিকে চাহিয়া, সরোষে বলিলেন "হা মূর্খ সেলিম! তুমি কি মনে করেছ, তোমার এ ছদ্মবেশে আমি তোমাকে চিন্‌তে পারব না?"

যুবরাজ সেলিম কোন উত্তর না দিয়া অবনতমুখে রহিলেন। আকবর শাহ বলিতে লাগিলেন "আজিকার এ সংগ্রাম ভারতবর্ষের ভাবী অধীশ্বরের নিকট গৌরবের বিষয় বটে! একবার রণভূমির দিকে চেয়ে দেখ, একক হিন্দুবীরের একমাত্র তরবারিপ্রহারে পঞ্চবিংশতি যবন দস্যুর ছিন্ন মস্তক রঙ্গস্থল শোভিত করেছে। আর হয় তো আমি এখানে উপস্থিত না হ'লে তোমার ঐ সুহৃদগণের সঙ্গে তোমারও ছিন্ন শির এই প্রকারে ক্ষিতিতল চুম্বন ক'রত! আজ হ'তে এই অকুতোভয় রাজপুত বালককে আদর্শ-বীর ব'লে পূজা করিও। সে যা হোক্, এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ অভীষ্ট সাধনের

জন্য তস্করনায়কের ন্যায় এই দস্যুগণের সঙ্গে বালিকা রাজ্ঞীর অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে, আজ তাকে চোরের ন্যায় অপহরণ ক'রলে ?"

সেলিম উত্তর করিলেন "আমি গিরিবাণীকে অপহরণ কর্‌বার জন্য এখানে আসি নাই। আমি এই দুর্বৃত্ত রাজপুত যুবার, আপনি যাকে বীর মনে ক'রে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু আমি চোর ব'লে ঘৃণা করি, উপযুক্ত দণ্ড বিধান করবার জন্য এইখানে এসেছিলেম। যে দিন এই কাফের চোরের ন্যায় মোগল সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল, নারীহৃদয় দিল্লীশ্বর বাধা না দিলে, আমি সেই দিনেই একে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান ক'রতেম। তারপর চৌর্য্যবৃত্তি রাজপুত আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ ক'রে দিল্লীর রাজ-অন্তঃপুর হ'তে হিরণ্ময়ীকে অপহরণ ক'রে, এ দেশে পলায়ন ক'রে এসেছে।"

তাপসকুমার এতক্ষণ সংজ্ঞাহীন অজয় সিংহের নিকটে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন "মিথ্যা কথা! বীর অজয়সিংহের নামে যে এ কলঙ্ক আরোপ করে, সে মিথ্যাবাদী। আমি জানি, যবনস্পর্শকলঙ্কিনী হতভাগিনী হিরণ্ময়ীর স্মৃতি হৃদয় হ'তে বিলুপ্ত কর্‌বার জন্য অজয় সিংহ এতকাল গিরিকন্দরে, বিজন অরণ্যে বাস কর্‌ছিলেন।"

সেলিম সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে আকবর শাহ বলিলেন "আমিও জানি, মিথ্যা কথা! এখন আমাকে শীঘ্র বল, গিরিবাণী কোথায়?"

সেলিম উত্তর করিলেন "যে ব্যক্তি গিরিবাণীকে অপহরণ করবার মানসে দুর্গ আক্রমণ করেছিল, সে এইমাত্র তাকে ল'য়ে এখান হ'তে পলায়ন করেছে।"

তাপসকুমার করযোড়ে কহিলেন "দিল্লীশ্বর! যাকে রক্ষা করবার জন্য আজি এ রক্তস্রোতে ধরণী প্লাবিত হ'ল, অজয় সিংহ যার জন্য হৃদয়ের শোণিতদানে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত রয়েচেন, আপনি দয়া ক'রে তাকে উদ্ধার করুন।"

এই সময়ে দুর্গের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ সেইখানে আসিল। আকবর শাহ্ বলিলেন "তোমরা অজয় সিংহের প্রাণদানে সচেষ্ট হও, আমি তোমাদের গিরিবাণীর অন্বেষণ করি। সেলিম, তুমিও তোমার ঐ সহচর দস্যুদল ল'য়ে আমার সঙ্গে চল এবং আমার সাহায্য কর।" এই বলিয়া সম্রাট দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিলেন। সেলিম ও তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার পশ্চাতে চলিল। তাপসকুমার দুর্গের সৈন্যগণকে বলিলেন "তোমরা শীঘ্র গিয়ে দুর্গ হ'তে একখানি শিবিকা ল'য়ে এস, আমি ততক্ষণ ইহাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছি।"

তাপসকুমার অজয় সিংহের অচেতন দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজয়সিংহের ক্ষত দেহের উপর অজস্র অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। সেই অমৃতধারাপতনে যেন ক্রমে অজয় সিংহের অচেতন মৃতপ্রায় দেহে জীবন সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

প্রভাতে তাপসকুমার নদীজলে অবগাহন করিয়া শোণিতাক্ত দেহ ধৌত করিলেন ও কৃত্রিম জটা ও গেরুয়া বসন

নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষিতিতলস্পর্শী চিকুরদাম বেণীবদ্ধ করিয়া মস্তকের চারি পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া, তাহার উপর উষ্ণীষ পরিধান করিলেন। গলদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত চাপকান ও পায়জামায়, এবং স্কন্ধদেশ ও উরস লালবর্ণের উত্তরীয়ে আবৃত হইল। বেশ পরিবর্ত্তন সমাপন করিয়া তাপসকুমার নদীজলে আপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া, নদীতীর হইতে মৃত্তিকা লইয়া নয়নদ্বয়ের চারি পার্শ্বে লেপন করিলেন ও অঙ্গারখণ্ড চূর্ণ করিয়া জলে মিশাইয়া ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিলেন। হায়! কল্পিতবেশধারী তাপসকুমার! ঐ অমৃতপূর্ণ ওষ্ঠাধর, ঐ ভুবনবিজয়ী নয়নের সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও কি মৃত্তিকা লেপনে ও অঙ্গাররঞ্জনে বিলুপ্ত হয়? হিরণ্ময়ী পুনরপি নদীর স্বচ্ছজলে আপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "এখন এক প্রকার হয়েছে, অন্ধকারে কেহ চিন্‌তে পারবে না। কিন্তু কণ্ঠস্বর এবার কি তাঁর নিকট গোপন করতে পারব না? বিধাতঃ! এমন দিন কবে হবে. অজয়ের সঙ্গে গিরিরাণীর পরিণয় সম্পন্ন হ'যে, গিরিরাণীর প্রেমে অভাগিনী হিরণ্ময়ীর অন্ধকারময় স্মৃতি তাঁর হৃদয় হ'তে বিলুপ্ত হবে। এ কি? আজ তাঁর নাম উচ্চারণ ক'রতে হৃদয় এত আকুল হচ্চে কেন? যে দিন অম্বরকুমারীর সাহায্যে মুসলমান দুর্গ হ'তে নিষ্ক্রান্তা হয়ে, প্রাণসখা অজয়কে গিরিদেশে, কাননমধ্যে, দূর হ'তে নিরীক্ষণ ক'রে নয়ন পরিতৃপ্ত করেছিলেম, সে দিন অবধি আরতো কখনও হৃদয় এত চঞ্চল হয় নাই! দেব ভবানীপতে! অভাগিনী হিরণ্ময়ীর একমাত্র ভিক্ষা, যেন প্রাণের প্রাণকে প্রাণ হতে উৎপাটন ক'রে গিরি-

রাণীকে সমর্পণ করবার সময় হৃদয় কাতর না হয়! যেন আমার অজয়, আমার শৈশবের সখা, কৈশোরের একমাত্র সহচর, যৌবনের একক সঙ্গী, আমার প্রাণের বল্লভ, হৃদয়ের দেবতা, আমার অন্ধকারময় জীবনের পূর্ণশশী, অকূল সাগরের তরণী, আমার পরলোকের ইষ্ট গুরু, ইহ জগতের আরাধ্য দেবতা, ব্রহ্মচর্য্যের জপমন্ত্র অজয়কে অকাতরে অতুল আনন্দে রূপগুণশীলা কলঙ্কশূন্যা গিরিরাণীর সঙ্গে পরিণীত করতে পারি।”

হিরণ্ময়ী বহুক্ষণ যুক্তকরে মুদিতনয়নে ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কোমল করপল্লব হৃদয়ে আরোপিত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনন্ত-উদ্দেশী তরঙ্গিণী স্রোতে হিরণ্ময়ীর অশ্রুজল মিশিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সম্রাটের আদেশ।

নিশীথসময়। গিরিদুর্গে একটী নিভৃত কক্ষমধ্যে অজয় সিংহ নিদ্রিত রহিয়াছেন। তাঁহার চরণপার্শ্বে একজন রাজপুতসৈনিকবেশী আগন্তুক নীরবে বসিয়া আছে। আজ তিন দিবস হইল, অজয় সিংহ যবনদস্যুদলের সঙ্গে সংগ্রামে আহত হইয়াছিলেন। তিনি আজ প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া সুষুপ্তি-সমাগম লাভ করিয়াছেন। এই কয়েক দিন রাজপুতসৈনিকবেশী আগন্তুক প্রত্যহ সমস্ত রাত্রি

জাগরণ করিয়া অজয় সিংহের শুশ্রূষা করিতেছিল। দিবসে দুর্গের অন্যান্য ভৃত্যগণ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকে, কিন্তু রাজপুতসৈনিক তাহাদিগকে সম্মত করিয়া একাকী রাত্রি জাগরণের ভার গ্রহণ করিয়াছে। রাজপুতসৈনিকের নিদ্রা নাই, আলস্য নাই! প্রদোষ হইতে প্রভাত অবধি রাজপুতসৈনিক অনন্যকামনা, অনন্যভাবনা হইয়া, রুগ্নশয্যায় শয়ান অজয় সিংহের মুখপানে চাহিয়া, তাঁহার চরণতলে বসিয়া থাকে। পাঠককে বলিতে হইবে না, রাজপুতসৈনিক কে।

রজনীশেষে অজয়সিংহ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। জগৎ সুষুপ্ত, নিস্তব্ধ। কক্ষমধ্যে একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অজয় সিংহ ক্ষীণ দীপালোকে নিরীক্ষণ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া, আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

"আমি সেই রাজপুতসৈনিক।"

অজয়সিংহের মস্তক আবার লুটাইয়া পড়িল। সৈনিক তাঁহার মস্তক আপন উরুদেশে লইল। অজয় সিংহ নিরাশ-নয়নে সৈনিকের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি আজিও কেহ সে দিবসের যুদ্ধক্ষেত্রের তাপসকুমারের কোন সন্ধান পাও নাই?"

"সে সন্ন্যাসী যুদ্ধ শেষ হবার পরে কোথায় গিয়েছে, আর কেহ তার সন্ধান জানতে পারে নাই।"

অজয়সিংহ বলিতে লাগিলেন "আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম, যেন যবনদস্যুসংগ্রামে আমার দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন হয়েছে! আমার প্রাণশূন্য দেহ ভূতলে পড়েছিল, এমন

সময়ে যেন সেই তাপসকুমার আমার মৃতদেহ ক্রোড়ে ল'য়ে চুম্বন ক'রলেন। তাঁর অমৃতময় অধরস্পর্শে আমার শীতল জড়দেহ-মধ্যে শোণিতধারা প্রবাহিত হ'ল। তারপর তাপসকুমারের নয়নদ্বয় হইতে যেন আমার কপোলে অমৃতবিন্দু পতিত হ'ল। সেই অমৃতধারাপতনে যেন আমার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল! তারপর সন্ন্যাসী যেন আমাকে হৃদয়-উন্মাদকর কণ্ঠস্বরে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন 'অজয়!' সেই সুধাময় স্বরে যেন আমার চেতনাশূন্য জড় হৃদয় নৃত্য ক'রে উঠ্‌ল। আমি যেন নূতন জীবন ধারণ ক'রে, নূতন স্ফূর্ত্তিতে ভূমিশয্যা হ'তে উত্থিত হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। সহসা যেন সন্ন্যাসীর জটাজূট ভূতলচ্যুত হ'ল। চঞ্চল চারু চিকুরদাম ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইল। যেন তাপসকুমার আমার শৈশবসঙ্গিনী'র, আমার প্রাণসহচরীর সুধাময় রূপ ধারণ ক'রে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। আমি যেন উন্মত্তহৃদয়ে, বিহ্বলপ্রাণে, তাঁকে বক্ষে ধারণ করবার জন্য বাহুপ্রসারণ ক'রলেম। হিরণ্ময়ী যেন তাঁর সেই ভুবনমোহন কটাক্ষে আমার দিকে চেয়ে দেখে ইঙ্গিতে স্পর্শ ক'রতে নিষেধ করলেন ও দয়ার্দ্রকণ্ঠে ব'ললেন 'হায় বীর অজয়। এতদিনেও কি একজন অপবিত্রা কলঙ্কিনী রমণীকে বিস্মৃত হ'তে পারলে না? আমার মিনতি শুন। আমাকে বিস্মৃত হও। হৃদয়কে আয়ত্ত কর। গিরিরাণীকে ভালবাসতে অভ্যাস কর।' বল্‌তে বল্‌তে আমাকে ঘোর অন্ধকারমধ্যে একাকী নিক্ষেপ ক'রে হিরণ্ময়ী কোথায় অন্তর্দ্ধান হলেন!"

অজয়সিংহের দুর্ব্বল দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। রাজ-

পুতসৈনিক উঠিয়া অজয়সিংহের চরণপার্শ্বে বসিলেন। অজয় সিংহের চরণতলে একবিন্দু উষ্ণ জল পড়িল। তিনি বলিলেন "একি, তুমি কি রোদন ক'রচ?"

রাজপুতসৈনিক উভয় করে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল "আপনার কাছে আমাদেরও একটী ভিক্ষা আছে।"

"বল! আমা হ'তে যদি সম্ভব হয়, আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'রব।"

সৈনিক কহিল "আমরা গিরিরাণীর ভৃত্য! তাঁর সুখে আমাদের সুখ! আজ অভাগিনী সবলা বালিকা পিতৃহীনা ও নিঃসহায়। তাঁর প্রিয়তম ভৃত্য বিশ্বস্ত গোকুলদাসও তাঁকে এ সময়ে পরিত্যাগ ক'রে গেল। আজ তাঁর দশা দেখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়! আপনি কি অভাগিনী গিরিরাণীর উপর দয়া ক'রবেন না?"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "আমা হ'তে গিরিরাণীর যে কোন সাহায্য সম্ভব, আমি জীবন সত্ত্বে তার ত্রুটি কর্‌ব না।"

সৈনিক বলিল "তবে আপনি অচিরাৎ গিরিরাণী প্রত্যাগমন করবামাত্র তাঁর পাণিগ্রহণ ক'রে আমাদের মনোরথ পূর্ণ করুন।"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "রাজপুত সৈনিক! তুমি জান না, এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার নিকট কতদূর অসম্ভব! যদি হৃদয় দেখাবার হ'ত, দেখাতে পারতেম, এ হৃদয়ে গিরিরাণীর জন্য তিলমাত্র স্থান নাই! অতি শৈশবে, জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে, এ হৃদয়ে এক অতুল সৌন্দর্য্যময়ী দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেম! সেই মনোমোহিনী দেবীর

অবিচ্ছিন্ন স্নেহে, অবিরাম প্রেম-কটাক্ষে অসীম সুখে শৈশব অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণ ক'রলেম! সহসা একদিন বসন্তের নির্মেঘ আকাশ হ'তে অশনিনিপাতের ন্যায় নিষ্ঠুর বিধাতার আদেশ হ'ল 'দুর্ভাগ্য অজয় সিংহ!" তোমার ঐ আনন্দময়ী হৃদয়েশ্বরীর প্রতিমাকে হৃদয় হতে বিসর্জ্জন দাও!' রাজপুত বীরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা ক'রলেম, বিধাতার সে কঠোর আদেশ প্রতিপালন ক'রব! আজ এ হৃদয় অমানুষিক সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত, শতধা বিদীর্ণ, তবুও এ চূর্ণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে, এ শোণিতাক্ত প্রাণের প্রতি স্তরে, সেই আনন্দময়ী প্রতিমা পূর্ণ গৌরবে বিরাজমানা! তাই বল্‌চি, এ হৃদয়ে তোমাদের গিরিরাণীর জন্য তিলমাত্র স্থান নাই।"

অজয় সিংহের চরণতলে আবার উষ্ণ জল পড়িল। কিন্তু এবার বিন্দুপাত নহে! অজস্রধারায়, প্রবলস্রোতে, রাজপুত সৈনিকের নয়ন ভেদ করিয়া বারিপ্রবাহ ছুটিল।

এই সময়ে হঠাৎ দুর্গের বাহিরে বহুসংখ্যক অশ্বের পদধ্বনি ও কোলাহল শ্রুত হইল! অজয় সিংহ ও রাজপুতসৈনিক শুনিতে পাইলেন, বাহির হইতে কে গম্ভীরস্বরে বলিলেন "গিরিদুর্গের সৈন্যগণ! উঠ, জাগ্রত হও! এই দেখ, তোমাদের গিরিরাণী প্রত্যাগমন ক'রছেন।"

সৈন্যগণ দুর্গমধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া আগন্তুককে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। আগন্তুক উত্তর করিলেন "যে বীর-পুরুষের জন্য তোমরা তোমাদের গিরিরাণীকে পুনঃপ্রাপ্ত হ'লে, সেই ক্ষত্রিয়বীর অজয় সিংহকে ধন্যবাদ দাও। আর আমাকে শীঘ্র বল, অজয় সিংহ এখন কোথায়, কিরূপ অবস্থায় আছেন?"

উত্তর হইল "তিনি আজ প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ ক'রে এই দুর্গমধ্যে অবস্থান করচেন!"

পূর্ব্বসম্বোধনকারী পুনরপি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "শুন গিরি-দুর্গের সেনাগণ! গিরিরাণীর বয়স্যা রমণীগণ! গিরিরাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যগণ! বোধ হয় তোমরা সকলে জান, তোমাদের গিরিরাণী অতি সম্ভ্রান্তবংশীয়া ক্ষত্রিয়তনয়া: কিন্তু তোমরা কেহ অজয় সিংহের পরিচয় সম্যক্‌রূপে অবগত নহ! ইনি হিন্দুকুল-গৌরব, ভুবনবিদিত, মহারাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র! ইনি আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠতম বীর, ইনি দিল্লীশ্বর আকবরের দক্ষিণহস্ত, পুত্রের অধিক প্রিয়তর। আর আমারও পরিচয় শুন! আমি ভারতেশ্বর আকবরশাহ! এখন তোমরা আমার আদেশ মনোযোগ সহকারে শুন। আজ হ'তে দুই সপ্তাহের মধ্যে তোমরা কোন শুভদিন নির্ণীত কর। সেই শুভদিনে, মহাসমারোহে, বহুউৎসবে, দিল্লীর রাজভাণ্ডারের ব্যয়ে, দিল্লীশ্বরের নয়ন-সমক্ষে, তোমাদের রূপগুণশীলা ক্ষত্রিয়রাণীর সঙ্গে ক্ষত্রিয়গৌরব অজয়সিংহের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হবে! নবদম্পতীর যৌতুকস্বরূপ বিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের রত্নমাণিক্য ও অতি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দিল্লীশ্বর প্রদান ক'রলেন। আজ হ'তে তোমারা আনন্দ-উৎসবে নিমগ্ন হও, আর এ শুভ সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা কর!"

সকলে আনন্দে করতালি দিয়া তারস্বরে কহিল "জয়! দিল্লীশ্বর আকবরের জয়, নবদম্পতী গিরিরাণী ও অজয় সিংহের জয়!"

সেই নিশীথসময়ের আকাশভেদী জয়ধ্বনি রুগ্নশয্যায় শয়ান

অজয় সিংহের ও তাঁহার শুশ্রূষাকারী, চরণতলে উপবিষ্ট, রাজপুত সৈনিকের কর্ণে প্রবেশ করিল। অজয়সিংহ নয়ন মুদিত করিলেন, তাঁহার মস্তক উপাধানচ্যুত হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইল! রাজপুতসৈনিক, কি জানি কেন, শিহরিয়া উভয় করে আপন হৃদয় চাপিয়া ধরিলেন!

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রতিমাবিসর্জ্জন।

প্রভাতসময়ে অজয় সিংহ নয়ন উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, রাজপুতসৈনিক সেখানে নাই, গিরিরাণী ও তাঁহার সখী চপলা তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। অজয় সিংহ গিরিরাণীর সুন্দর, সরলতাময় মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আজ সেই সুন্দর মুখমণ্ডল যেন কোন নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন উৎসাহে বিভাসিত। গিরিরাণী অজয় সিংহের নিকট বসিয়া তাঁহার করগ্রহণ করিয়া বলিলেন "অজয়! তুমি আমাকে রক্ষা করবার জন্য হৃদয়ের শোণিতদান ক'রে রুগ্নশয্যায় শয়ান রয়েছ। আমি এ জীবনে তার প্রতিশোধ দিতে পারব না।"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "আমি আপনাকে বিপদ হ'তে মুক্ত করবার জন্য, ক্ষত্রিয়ের জাতীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করেছি মাত্র।"

গিরিরাণী সাশ্রুনয়নে কহিলেন "হা অজয়! তুমি জান না, আমি কি অকূল সাগরে পড়েছিলেম। তুমি না থাক্‌লে আমার

দশা কি হ'ত? যখন মুসলমান-দস্যুর অশ্বপৃষ্ঠে জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়েছিলেম, সহসা একবার রণকোলাহলের ভিতর তোমার কণ্ঠস্বর শুনে, চেতনা লাভ ক'রে চেয়ে দেখলেম্। দেখলেম, তুমি মুসলমান দস্যুগণের গতিরোধ ক'রে তরবারি সঞ্চালন ক'রচ। সেই মুহূর্ত্তেই আবার যবন-দস্যু আমাকে ল'য়ে রঙ্গস্থল হ'তে পলায়ন কর্‌লে। তোমাকে আর দেখ্‌তে পেলেম না। আবার জ্ঞানহারা হ'য়ে মূর্চ্ছিতা হ'লেম। মূর্চ্ছিতাবস্থায় স্বপ্নের মত তোমার মুখমণ্ডল আমার মনে জাগ্‌ছিল। তা না হ'লে আর আমি চৈতন্যলাভ করতেম না।"

চপলা কহিল "রাজ্ঞি! আজ আর সুখের দিনে এ দুঃখের কাহিনী কেন? একবার আপনি আপন মুখে দিল্লীর সম্রাট সকলকে আজ যে অনুমতি দিয়েছেন, অজয় সিংহকে বলুন। ঐ দেখুন, বাদশাহ এইখানেই আস্‌চেন।"

গিরিবাণী কহিলেন "সখি! চল, আমরা এখান হ'তে যাই। বোধ হয় বাদশাহ এখনি আবার গত রাত্রের সেই প্রস্তাব ক'রবেন।"

গিরিবাণী চপলার সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। চপলা বলিল "আসুন রাজ্ঞি! আমরা এইখানে অন্তরালে থেকে ইহাঁদের কথোপকথন শুনি!"

গিরিবাণী কহিলেন "না সখি! আমার মনে বড় আশঙ্কা হচ্চে। এই আমার হৃদয়ে হাত দিয়ে দেখ, আমার হৃদয় কাঁপচে।"

চপলা হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিসের আশঙ্কা রাজ্ঞি?"

গিরিরাণী ম্লানমুখে চপলার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন "হা সখি! তুমি বুঝ্‌তে পার না, অজয়সিংহ যদি বাদশাহের প্রস্তাবে অসম্মত হন।"

চপলা উত্তর করিল "কে এমন মূর্খ যে, জলধিতলের অমূল্য রত্ন পেয়ে শুক্তিজ্ঞানে তাকে পরিত্যাগ করে?"

গিরিরাণী কহিলেন "সখি! তুমি উপহাস ক'রচ, কিন্তু আমার মনে ভয় হচ্চে। তুমি কি শোন নাই, অজয় সিংহ জগৎ-পূজিত মহারাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র? আমি কোন্ গুণে তাঁর দাসী হবার উপযুক্তা?"

গিরিরাণী চপলার হাত ধরিয়া দূরে আপন কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

অজয় সিংহ সম্রাটকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন। আকবর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্মিতমুখে বলিলেন "বীর অজয় সিংহ! বীরসখা আকবর আজ তোমাকে তোমার বীরত্বের পুরস্কারপ্রদানে উৎসুক হয়েছে।"

অজয় সিংহ কহিলেন "ক্ষত্রিয়যোদ্ধা ন্যায়-সমরে বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে, তার জন্য পুরস্কারের কামনা করে না।"

আকবর শাহ কহিলেন "বীরপুরুষ পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা না ক'রলেও তাকে পুরস্কৃত করা রাজধর্ম্ম। আর আমি তোমাকে এক দিন বলেছিলেম মনে আছে, বীর যুবকের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সুন্দরীর প্রেম!"

অজয় সিংহের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। আকবর শাহ বলিতে লাগিলেন "শুন অজয়! আমি অনেক অনুশীলন ক'রে দেখলেম, সরলা সুন্দরী গিরিরাণী অজয়

সিংহের বীরত্বের উপযুক্ত পুরস্কার। তাই গত রাত্রে, এখানে প্রত্যাগমন করবামাত্র, আমি আদেশ প্রদান করেছি, আজ হ'তে দুই সপ্তাহের মধ্যে সুন্দরী গিরিরাণীর সুকুমার তনু মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত ক'রে, তাঁকে আমার প্রিয় সেনাপতি অজয় সিংহের পার্শ্বে তাঁর হৃদয়রাজ্যের সঙ্গে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রব।"

অজয়সিংহ উত্তর করিলেন "দিল্লীশ্বর, কোন্ গুরুতর অপরাধে আজি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী অজয়সিংহের প্রতি এ নিষ্ঠুর দণ্ডবিধানের আদেশ হ'ল?"

আকবরশাহের মুখমণ্ডলে বিরক্তিচিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন "আমি জান্তেম, মহারাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র কৃতঘ্নতা কাকে বলে জানে না। হায়! বুঝেছি! হিরণ্ময়ীর স্মৃতি আজিও তোমার হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত হয় নাই! শুন অজয় সিংহ! তুমি ক্ষত্রিয় বীর, আপন হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত হবে, এ তোমার নিকট বড় লজ্জার কথা। তুমি কি দেখ্তে পাচ্ছ না, সহায়হীনা, সবলা গিরিরাণী তোমার প্রণয়ে মুগ্ধা, তোমার সহবাসলালসায় কাতরা! তুমি তাকে পরিত্যাগ ক'রে গেলে, তার দশা কি হবে? আজ প্রায় দুই বৎসর হ'ল, তোমার পিতার নিকট কি প্রতিশ্রুত হয়েছিলে মনে আছে? আজ বিধাতা তোমাকে সেই প্রতিশ্রুতি-প্রতিপালনের উপযুক্ত উপায় প্রদর্শন করেছেন! তাই বল্চি, তোমার পিতার আদেশ প্রতিপালন কর, তোমার সুহৃৎ আকবরের পরামর্শ গ্রহণ কর, গিরিরাণীকে রক্ষা ক'রে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন কর!"

অজয়সিংহ আকবরশাহের মুখের দিকে চাহিয়া, ভূতলে বসিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। তাঁহার লোচনদ্বয় রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়া অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। বীরের অন্তর অশ্রুজলে ধৌত হয় কি না, জানি না। অজয় সিংহ নয়ন মার্জ্জনা করিয়া পুনরপি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিকৃতস্বরে কহিলেন "বিধাতঃ! আজ আমাকে উন্মত্ত করবার জন্য, তোমার সমগ্র জগৎ ষড়যন্ত্র করেছে। পিতার আদেশ, ভারত-সম্রাটের অনুরোধ, রাজপুত সৈনিকের অশ্রুজল, সন্ন্যাসীর উপদেশ! দিল্লীশ্বর! আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হলেম। অমৃতমুখি সুরসুন্দরি হিরণ্ময়ি! আজ পাষাণহৃদয় অজয়সিংহ এতদিন পরে, তার এ কলুষময় পাপহৃদয় হ'তে তোমার পবিত্র প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলে।"

এতক্ষণ কক্ষপার্শ্বে, গবাক্ষসমীপে, রাজপুতসৈনিক একাকী দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে ইহাঁদের কথোপকথন শুনিতেছিল। অজয় সিংহের কথা শেষ হইবামাত্র রাজপুত সৈনিক কাতরপ্রাণে, মর্ম্মাহতহৃদয়ে, গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কিন্তু সে নিশ্বাসধ্বনি কেহ শুনিতে পাইল না। কেননা, কক্ষের অপর পার্শ্বে চপলা একাকিনী শঙ্খহস্তে দাঁড়াইয়া সম্রাট্ ও অজয় সিংহের কথোপকথন শুনিতেছিল। অজয় সিংহ সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিবামাত্র চপলা উচ্চরবে শঙ্খধ্বনি করিল। রাজপুত-সৈনিকের গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস চপলার শঙ্খরবে বিলীন হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট্ ও বেগম।

সম্রাট আকবরশাহ নদীতীরবর্ত্তী শিবিরমধ্যে একাকী বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি চিত্রপট নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অনেক ক্ষণ পরে চিত্রপটখানি আপন সম্মুখে রাখিয়া আপনা আপনি বলিলেন "আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! এতে অণুমাত্র ভ্রম হবার সম্ভাবনা নাই। এতদিন আমি এ বিস্ময়কর ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেম, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

এই সময়ে দুর্গের দ্বাররক্ষক ব্যস্ততা সহকারে সম্মুখে আসিয়া বলিল "প্রভো! একজন অবগুণ্ঠনবতী রমণী এই মুহূর্ত্তেই প্রভুসমীপে আসিতে চায়। আমরা সকলে অনেক চেষ্টাতেও তার গতি প্রতিরোধ ক'রতে সমর্থ হচ্চি না।"

সম্রাট চমকিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "তাঁকে অতি সসম্ভ্রমে এইখানে লয়ে এস।"

সম্রাটের কথা শেষ হইতে না হইতেই উন্মাদিনী চঞ্চল-পদবিক্ষেপে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উন্মাদিনী ক্ষণমাত্র নীরবে থাকিয়া বলিতে লাগিল "হায়! ভারতেশ্বর! আপনি উদারতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি? আপনার অসীম গুণে না এ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য মন্ত্রমুগ্ধ? তবে

আপনি কাপুরুষের, ন্যায়, স্বার্থপর নীচাশয় পুরুষের ন্যায়, একজন রমণীর কাতর প্রাণের রোদনে এরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রলেন কেন? হায়! আমি এমন জান্‌লে কি বিবায়প্রদেশে মোগল-সম্রাটকে ছেড়ে দিতেম? এমন জান্‌লে কি আমার এক শত নারী-সেনানীর সমরে দশসহস্র মোগল-সেনাকে পরাজিত ক'রে, জগৎকে বিস্মিত করতেম না? তা হ'লে কি আমার শোণিত-পিপাসী তরবারির হাত হ'তে আপনার নবীন সেনাপতিকে অব্যাহতি দিই? হায়। হায়! আমাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, এ উন্মত্ত হৃদয়ের গূঢ়তম অন্তস্তল হ'তে আপনার নিকট যে ভিক্ষা করেছিলেম তা পূর্ণ করা দূরে থাকুক, আপনি স্বয়ং আমার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন? বলুন, ভারতসম্রাট। কোন্ অপরাধে আমার সঙ্গে এ বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হ'লেন?"

সম্রাট উত্তর করিলেন "রাজ্ঞি। আপনি এত কাতর হবেন না। আপনার অভিলাষ অচিরাৎ পূর্ণ হবে। এই চিত্রপটে অঙ্কিতা বালিকার সদৃশী রমণী এতদিন পরে আমার নয়ন-পথে পতিতা হয়েছে।"

সম্রাট এই বলিয়া সম্মুখস্থ চিত্রপট উন্মাদিনীর হাতে দিলেন। উন্মাদিনী চিত্রপট দূরে নিক্ষেপ করিয়া উচ্চ হাস্য সহকারে বলিতে লাগিল "হায়! হায়! চিত্রপট দেখে আমাকে তার সাদৃশ্য বুঝ্‌তে হবে? এই পাষাণহৃদয়ের সহস্র স্থানে তার সেই ভুবনমোহন ছবি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত রয়েছে! হায়। আমার হৃদয়ের ধনকে একবার বক্ষে ধারণ ক'রে চুম্বন ক'রব বলে, এতদিন পরে তার সন্ধান জান্‌তে

পেয়ে, তাকে আমার নিকটে লয়ে আসবার জন্য, মহারাজ্ঞী চাঁদ স্থলতানা দয়া ক'রে তাঁর সেনাগণকে পাঠিয়েছিলেন! আপনি কিনা তস্করবৃত্তি অবলম্বন ক'রে, নিজেই তাদের নিকট হতে তাকে অপহরণ ক'রে লয়ে এসেছেন! এখন উন্মাদিনী মুমতাজ বেগম স্বয়ং একাকিনী আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। দেখি, আপনার কত সাহস, আবার আমার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হউন!"

আকবর শাহ অবিচলিতভাবে উত্তর করিলেন "আপনি অকারণ আমার উপর ক্রুদ্ধ হচ্চেন। আমি এইমাত্র চিত্রপটের সঙ্গে বালিকার সাদৃশ্য অনুভূত ক'রে, কি কর্ত্তব্য তাই চিন্তা করছিলেম, এমন সময়ে আপনিও এইখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এখনও আমি এ রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হচ্চি না! গিরিরাণী সম্ভ্রান্তবংশীয়া রাজপুতরমণী। তাই এ চিত্রপটের সাদৃশ্য সত্ত্বেও আমার সন্দেহ হচ্চে যে, আপনি যার অনুসন্ধান ক'রচেন সে বালিকা আর কেহ হবে!"

উন্মাদিনী অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে উত্তর করিলেন "হায় দিল্লীশ্বর! এতে অণুমাত্র ভ্রম হবার সম্ভাবনা নাই, তিলমাত্র সন্দেহের স্থান নাই! সে সুধাময় রূপরাশি কি এ জগতে আর কোথাও সম্ভব হয়? তবে শুনুন, দিল্লীশ্বর! আমি একদিন আপনার নিকট নারীহৃদয়ের গূঢ় রহস্যকথা প্রকাশ ক'রব প্রতিশ্রুতা হয়েছিলেম। গিরিরাণী রাজপুত-রাজের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিল সত্য, কিন্তু কুমারী মুমতাজের গর্ভজাত কন্যা। হায়! আমার সেই কৌমারকালের সাধের রতনকে একবার ক্রোড়ে ধারণ ক'রে, চুম্বন ক'রব বলে, এতকাল ছদ্মবেশে দেশ

বিদেশে তার অন্বেষণ করলেম। একদিন আররালী পর্ব্বতের উপত্যকায় উন্মাদিনীবেশে ভ্রমণ করছিলেম, সেই রাক্ষসীর, আমার সেই পাপীয়সী সপত্নীর কন্যা হিরণ্ময়ীকে দেখ্‌তে পেলেম। দেখ্‌লেম, প্রতাপসিংহের পুত্রের সঙ্গে রাক্ষসী বালিকা পরম সুখে নদীতীরে বিহার ক'রচে। হৃদয়ের আগুন আরও জ্ব'লে উঠ্‌ল! প্রতিজ্ঞা করলেম, বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন ক'রে, তার জননীর নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ প্রদান ক'রব। হায়! তখন মনে হ'ল, আমি যবনী ব'লে রাক্ষসী আমার হৃদয়ের ধনকে আমার নিকট হ'তে কেড়ে লয়েছিল, আমিও কি তার বালিকা কন্যাকে একজন নীচকুলোদ্ভব যবনের সঙ্গে বিবাহিতা ক'রে, তার প্রতিশোধ নিতে পারব না? অনেক চেষ্টা, অনেক ষড়যন্ত্রের পর আমার অভিলাষ প্রায় পূর্ণ হয়েছিল! তারপর আপনি যেরূপে অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর বিবাহস্থলে উপস্থিত হ'য়ে সখায়ত আলির সঙ্গে তার বিবাহে বাধা দিলেন, আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে। সে যা'হোক্, দিন বৎসরে, বৎসর যুগে পরিণত হল। আমার প্রাণের ধনকে কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না, কোথাও তার অনুসন্ধান পেলেম না! তখন অনন্যোপায় হ'য়ে আমার পিতৃব্য তনয়া মহারাজ্ঞী চাঁদ সুলতানার শরণ গ্রহণ করলেম। অভাগিনী ভগিনীর দুঃখে তাঁর উদার হৃদয় বিগলিত হ'ল। তিনি আমারই অনুরোধে বিরারপ্রদেশ ছেড়ে দিয়ে, আপনার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। তাঁরই পরামর্শে আপনার পত্রমধ্যে এই চিত্রপট পাঠ্‌য়েছিলেম।''

বলিতে বলিতে বেগম আবার উন্মাদিনীর ন্যায় হাস্য করিয়া

বলিতে লাগিলেন "হায়! দিল্লীশ্বর। এতদিন পরে আজ আমার মনের সাধ পূর্ণ হবে! তবে আমাকে এখন বিদায় দিন, আমি এখনি গিয়ে, তাকে হৃদয়ে ধারণ ক'বে, তাব বিধুমুখ চুম্বন ক'বে, এ জলন্ত প্রাণে অমৃত সিঞ্চন কবি।"

আকবব শাহ বলিলেন "রাজ্ঞি! এত কাতব হবেন না! আপনাব সঙ্গে এ বিষযেব পবামর্শ আবশ্যক।"

উন্মাদিনী অধব দংশন কবিযা বলিলেন "যা বল্‌তে হয়, শীঘ্র বলুন! বিলম্ব ক'রবেন না।"

সম্রাট্‌ উত্তব কবিলেন "আমি যা বল্‌ছি, স্থিবচিত্তে অনুধাবন কবে দেখুন! আমি আপনাব তনযাব মঙ্গলেব জন্য ও তাঁব ভাবী সুখেব উপায় নির্দ্ধাবণেব জন্য উদ্বিগ্ন হযেছি। ঘটনাপবম্পরা-সঙ্ঘটনে রাণা প্রতাপসিংহেব পুত্র অজয়সিংহেব সঙ্গে গিবিবাণীব সদ্ভাব জন্মেছে। তাই আজ বজনীতে, আমার নিজের তত্ত্বাবধাবণে, ইহাদেব শুভ পবিণয় সম্পন্ন হবে। আপনি বোধ হয় বুঝ্‌তে পাবচেন, এ পবিণয় আপনাব কন্যার পক্ষে অতীব মঙ্গলকব। কিন্তু গিবিবাণী হিন্দুবমণী বলে পবিচিতা, তিনি যে মুসলমানীব গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেছেন, একথা এখনও আব কেহ জানে না। আমিও এতকাল এ বহস্য ভেদ কব্‌তে সমর্থ হই নাই। এখন আপনি যদি তাঁব প্রকৃত পবিচয প্রকাশ কবেন, গর্ব্বিত হিন্দুবাজতনয অজযসিংহ নিশ্চযই এ বিবাহে অসম্মত হবে। তা হলে আপনি স্বয়ং আপনাব তনযার ভাবী সুখ চিবদিনেব জন্য নষ্ট ক'ববেন। তাই আপনাকে মিনতি ক'বচি, এ বিবাহ শেষ হবার পূর্ব্বে আপনার কন্যাব সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ববেন না।"

উন্মাদিনী মুমতাজ্ বেগম দুই হস্তে আপন কেশদাম আকর্ষণ করিয়া, বারম্বার অধর দংশন করিয়া উত্তর করিলেন "তবে কি আপনার ইচ্ছা, আমি এখনি আবার আহমদনগরে ফিরে যাই? এ অতি উত্তম পরামর্শ বটে!"

সম্রাট্ কহিলেন "আমার কেবল এইমাত্র অনুরোধ, এ বিবাহ সম্পন্ন হ'তে দিন, তারপর আবশ্যক বিবেচনা করেন, আত্মপরিচয় প্রদান কর্‌বেন।"

মুমতাজ বেগম উচ্চ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "হায়! আকবর শাহ! আপনি এতকাল এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমির রাজদণ্ড ধারণ ক'রে আজিও নারীর হৃদয় বুঝ্‌তে পারলেন না! আপনি কি বুঝ্‌বেন, এ হৃদয়ের ভিতর কি প্রচণ্ড অনল প্রজ্বলিত হ'য়েছে! শুনুন দিল্লীশ্বর! আপনি মিনতিই করুন, আর ভয়-প্রদর্শনই করুন, উন্মাদিনীর পরমায়ু এখনি শেষ হোক্, বিধাতার রাজ্য ভস্মরাশিতে পরিণত হোক্, আমি আপনার কথায় কর্ণপাত কর্‌ব না। আমি এখনি, এই দণ্ডেই, আমার প্রাণ-পুত্তলিকাকে বক্ষে ধারণ ক'রে এ উন্মত্ত হৃদয় শান্ত ক'রব! এই আমি চল্লেম, সাহস হয়, সম্মুখে এসে আমার গতিরোধ করুন!"

উন্মাদিনী অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। আকবর শাহ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চপলা ও রাজপুতসৈনিক।

গিরিদুর্গে বড়ই সমারোহের দিন। আজি বাসন্তী পূর্ণিমার রজনীতে অজয় সিংহের সঙ্গে গিরিরাণীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। সকলের মুখমণ্ডল স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে বিভাসিত। নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে সম্ভ্রান্তবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আহূত হইয়াছেন। গিরিদুর্গের সম্মুখে কুসুমস্তবকের তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে ও প্রাচীরসমূহে বিবিধ বর্ণের পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে। বহুমূল্য কারুকার্য্যময় চন্দ্রাতপ অম্বরতলে শোভিত হইয়াছে। গায়কদলের গীতধ্বনি ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রসমূহের মধুর নিনাদ বসন্তের মৃদুমারুতময় গগনপটে, ও কলনাদিনী পূর্ণা নদীর পূর্ণ আবেগময় হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অদূরে ভারতসম্রাট্ আকবর শাহের বহু সেনানী-পরিবৃত, বিস্তীর্ণ শিবির দেখা যাইতেছে। ক্রোশার্দ্ধ দূরে অজয় সিংহের শিবির স্থাপিত হইয়াছে।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর। বসন্তসমাগমে দুর্গসমীপস্থ কুসুম-উদ্যান সুরভি ফুল্লফুলে শোভিত হইয়াছে। অশোকতরুর শাখায় কোকিল পঞ্চম স্বরে গাইতেছে। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কদম্বতরুর ভিতরে ক্ষুদ্র দেহ লুকাইয়া, পাপীয়া সপ্তম স্বরে, উচ্চতর মধুরতর তানে, কোকিলের উচ্চ মধুর গীতির উত্তর দিতেছে। মৃদু মারুত পূর্ণানদীর শীতল জলে অবগাহন করিয়া, নবস্ফুট কুসুমকুল আলিঙ্গনে মৃদুদেহ সৌরভ ভরে পূর্ণ করিয়া,

উদ্যানমধ্যে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে। সেই মৃদুমারুতসেবিত, বিহগ-কূজিত উদ্যানমধ্যে, সেই পুষ্পস্তবক-শোভিত, সৌরভ-পূরিত কদম্বতরুর তলে, কুসুমের সিংহাসনে পুষ্পালঙ্কারভূষিতা, হাস্যমুখী গিরিরাণী রাজরাজেশ্বরীরূপে বিরাজ করিতেছেন! চপলা চরণতলে বসিয়া অলক্তক রাগে গিরিরাণীর চরণদ্বয় রঞ্জিত করিতেছে। অপর সখীগণ কেহ একাকিনী বসিয়া বীণা বাজাইতেছে, কেহ পুষ্প চয়ন করিতেছে, কেহ পুষ্পরাশি লইয়া হার গাঁথিতে বসিয়াছে। কয়েক জন এক স্থানে সমবেত হইয়া, আজিকার রজনীতে, নব দম্পতীর বাসরগৃহে, রমণীগণের প্রমোদময় রঙ্গভূমে, কাহার উপর কোন্ অভিনয়ের ভার অর্পিত হইবে, হাস্যমুখে তাহার পরিচয় দিতেছে। এই সময়ে একজন রাজপুতসৈনিক ধীরে ধীরে আসিয়া গিরিরাণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। গিরিরাণী বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

রাজপুতসৈনিক উত্তর করিল "রাজ্ঞি। আজ গিরিরাজ্যের আনন্দের দিন। আজ সুন্দরীকুলেশ্বরী গিরিরাণীর সঙ্গে আমাদের রাজকুমার অজয় সিংহের বিবাহ হবে শুনে দূর মিবারদেশ হ'তে আমি, একজন দরিদ্র রাজপুতসৈনিক, উৎসবে যোগ দিতে এসেছি। দেবি! পরমেশ্বর জানেন, এ সুখের দিনে, এ আনন্দ উৎসবে নিমগ্ন হবে ব'লে এই দীন হীন সৈনিকের হৃদয় আনন্দে অধীর হয়েছে। তাই নব দম্পতীর যৌতুকস্বরূপ এই পুষ্পালঙ্কার আপনাকে উপহার দিতে এসেছি। আপনি কি দয়া ক'রে এ দীনজনের সামান্য উপহার গ্রহণ ক'র্বেন?"

রাজপুতসৈনিক বাসনাবরণ হইতে বিমুক্ত করিয়া, দুইটী ফুলের মুকুট গিরিবাণীর চরণতলে রাখিয়া, বলিতে লাগিল "আমি অনেক পরিশ্রমে, সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক'রে এই দুইটী ফুলের মুকুট নির্ম্মাণ করেছি। আপনি যদি দীনজনের ক্ষুদ্র উপহার ব'লে উপেক্ষা না করেন, আমার পরিশ্রম সফল হয়!"

গিরিবাণী ও চপলা সবিস্ময়ে দেখিলেন, কুসুম-মুকুট অতি বিচিত্র ও অতি বিস্ময়কর কারুকার্য্যে নির্ম্মিত। ফুলের অলঙ্কার এত সুন্দর হয়, তাঁহারা জানিতেন না। বিবিধ প্রকার প্রসূন-রাশি বিবিধবর্ণে নয়ন বিমোহিত করিয়া, বিবিধ সৌরভে প্রাণ আমোদিত করিয়া, গিরিবাণীর চরণতলে শোভিত হইল!

গিরিবাণী বলিলেন "এত সুন্দর ফুল তুমি কোথায় পেলে?"

সৈনিক উত্তর করিল "দেবি! কাল রাত্রে এই কানন পর্য্যটন ক'রে, প্রত্যেক লতা, প্রত্যেক তরুর পল্লব অন্বেষণ ক'রে, এই সকল কুসুম সঞ্চয় করেছি।"

চপলা জিজ্ঞাসা করিল "আর এ অলঙ্কার নির্ম্মাণ ক'রলে কে?"

"আমিই আপনার হাতে নির্ম্মাণ করেছি। শৈশবকালে আমাদের আবাসভূমি পুষ্পসৌরভময় মিবারদেশে আমি পুষ্পালঙ্কার নির্ম্মাণ শিক্ষা ক'রেছিলেম। আজ আমার সে শিক্ষা সফল হ'ল।"

চপলা কিয়ৎক্ষণ রাজপুত সৈনিকের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া মৃদু হাস্য সহকারে বলিল "পুরুষ মানুষে নাকি আবার ফুলের গৌরব এমন বুঝ্‌তে পারে! আমার বোধ হয়,—তা সে যা হোক, তোমাকে যেন আর একবার কোথায় দেখেছি! তুমি কি ইতি পূর্ব্বে আর কখনও আমাদের গিরিরাজ্যে এস নাই?"

রাজপুতসৈনিক চপলার কথায় কোন উত্তর না দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "রাজ্ঞি! তবে আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি! রাত্রে উৎসবের সময় আবার আসব।"

চপলা অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "সে কি! যাবে কোথায়? আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করলেম, আগে তার উত্তর দাও!"

গিরিরাণী চপলাকে তিরস্কার-সূচক স্বরে বলিলেন "হা ধিক্ সখি! তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি এইরূপে আলাপ করতে হয়?"

চপলা রাজপুতসৈনিককে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার অধর চুম্বন করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল "রাজ্ঞি। দাড়ী থাকলেই কি পুরুষ মানুষ হয়? মেয়ে মানুষের লম্বা দাড়ী আপনি কি আর কখনও দেখেন নাই? যদি আপনার মনে না থাকে, আমি ব'লে দিই, সেই এক দিন, ঐ কাননের ভিতর এক জন সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেন! তার আবার জটা ছিল! কিন্তু তারও এই রকম, এঁর মত নীল পদ্মের মত ডাগর চোক, ঠিক এই রকম মনভুলান চাহনি, এই রকম গোলাপফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট, এই রকম গাছ-ছাড়া কচি লতার মত ভাঙা ভাঙা গড়ন, ঠিক এই রকম তোমার বাঁশরীতে মল্লাররাগের শেষ তানের মত, প্রাণকাঁদান স্বর, আমার এখন মনে পড়ছে! তার সাক্ষী এই দেখুন!"

চপলা এই বলিয়া এক হাতে রাজপুতসৈনিকের শ্মশ্রু ও কেশ ধরিয়া সবলে তাহার উত্তরীয় আকর্ষণ করিল। সৈনিকের কৃত্রিম শ্মশ্রু ভূমিতলে পড়িয়া গেল! কুঞ্চিত দীর্ঘ অলকদাম বন্ধনচ্যুত হইয়া চরণ চুম্বন করিতে ছুটিল! উচ্চ উরস তরঙ্গোৎ-

কিন্তু কমলযুগলের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল! মুখমণ্ডল মেঘমুক্ত পূর্ণশশীর ন্যায় সহসা দিব্য জ্যোতিতে বিভাসিত হইল! দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া, উদ্যানশোভী কুসুমরাশিকে হীনগৌরব করিয়া, গিরিবাণী ও চপলাকে বিস্ময়নীরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, রাজপুতসৈনিক এক অতুলসৌন্দর্য্যময়ী ভুবনমোহিনী কিশোরীর রূপ ধারণ করিল। চপলা কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধনেত্রে সেই রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া গিরিবাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দেখ্‌লেন রাজ্ঞি? আমি যা ব'লেছিলেম, সত্য কি না? যে দিবস প্রথমে আমি এঁকে সন্ন্যাসিবেশে দেখি, সেই দিনই আমার মনে প্রতীতি জন্মেছিল, ইনি কখনই পুরুষ মানুষ নন। এ অনুপম রূপের জ্যোতি না কি আবার পুরুষের পরিচ্ছদে ঢাকা থাকে?"

গিরিবাণী সবিস্ময়ে কহিলেন 'তাইত সখি! বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি ইহার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। এঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ! আমার বড়ই কৌতূহল হচ্চে।"

চপলা সুন্দরীর হাত ধরিয়া, অঙ্গুলিদ্বয়ে তাহার গোলাপ-কুসুমের ন্যায় মুখখানি ধরিয়া, জিজ্ঞাসা করিল "এখন একবার বলুন, সন্ন্যাসী ঠাকুর। আপনার তপোবনের কুশল তো?"

গিরিবাণী কহিল "সখি। ব্যঙ্গ ত্যাগ ক'রে, ওঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা কর।"

চপলা যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল "তবে সন্ন্যাসী ঠাকুর! বলুন, আপনি কোন্ দেশের সন্ন্যাসী? আপনার এ সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপনের সময় কবে? কোন্ কামনাসাধনের জন্য, কোন্ রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করবার জন্য, এমন চাঁদপানা মুখখানিকে বাল্মীকিমুনির তপোবন করে রেখেছিলেন?

এমন কমনীয় কনককলতা গেরুয়াবসনে ঢেকে রেখে-ছিলেন ?”

হিরণ্ময়ী চপলার কথার কোন উত্তর না দিয়া গিরিবাণীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। চপলা পুনরপি এক হাতে তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ও অপর হাতে চিবুক ধারণ করিয়া গাইতে লাগিল

“প্রেম যোগ মেরি সখি ! প্রেম লাগি যোগীয়া।
বিভূতি কমল-অঙ্গমে, শ্যামরূপ প্রাণমে,
ধ্যান, জ্ঞান, মন্ত্র আলি ! মোরি বনমালীয়া।”*

হিরণ্ময়ী গিরিবাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “রাজ্ঞি ! মিনতি করি, আমাকে এখন বিদায় দিন।”

গিরিবাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হিরণ্ময়ীর হাত ধরিয়া বলিলেন “সুন্দরি ! বল তুমি কে ? তোমার পরিচয় জান্‌তে বড়ই কৌতুহল হ’চ্চে !”

হিরণ্ময়ী গিরিবাণীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন “দেবি ! ক্ষমা করুন। আমার পরিচয়ের এ সময় নয়। এ সুখের সময়ে, এ আনন্দ উৎসবের দিনে, আমার দুঃখের কাহিনী ব’লে আপনার সরল প্রাণে বেদনা দিব না। এ শুভ বিবাহ সম্পন্ন হোক্, বীর অজয়ের সঙ্গে সুন্দরী গিরিবাণীর হৃদয়ের সম্মিলন শেষ হোক্, তখন অতুল আনন্দে আপনার নিকট সকল কথা বল্‌ব। আপনি তখন সকলি জান্‌তে পারবেন, সকলি বুঝ্‌তে পারবেন !”

---

* রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

পার্শ্ববর্ত্তী অশোকতরুর অন্তরাল হইতে কে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিল "সকলি বুঝেছি, সকলি জেনেছি!"

এই কথায় সঙ্গে সঙ্গে কাহার হাস্যরবে ও করতালিশব্দে সেই বিহগকূজিত, বীণা-ঝঙ্কার শব্দিত পুষ্প-উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে চমকিয়া সভয়ে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, একজন উন্মাদিনী করতালি দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। হিরণ্ময়ী উন্মাদিনীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইল। তিনি হৃদয় চাপিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া, ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। গিরিবাণী ও চ... সভয়ে চীৎকার করিয়া, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া, সংজ্ঞাহীনার ন্যায় হইয়া উন্মাদিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। উন্মাদিনী চপলাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার আলিঙ্গন হইতে গিরিবাণীকে বিমুক্ত করিয়া, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল "আয় রে আয়, আমার হৃদয়ের রতন! এক বার আমার হৃদয়ে এসে এ উত্তপ্ত উন্মত্ত প্রাণ শীতল কর্। আমি তোর রাজরাজেশ্বরী জননী, মুমতাজ বেগম তোকে একবার আলিঙ্গন কর্‌বার জন্য আজ এই ষোড়শ বৎসর উন্মাদিনীবেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ কর্‌চি!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এ গীত কে গায়?

সন্ধ্যাসময় অতীত হইয়াছে। পূর্ণিমানিশির পূর্ণশশী পূর্ণা নদীর শীতল তরল হৃদয়ের সঙ্গে পূর্ণ সুখে কেলি করিতেছে। চিরপ্রেমময়ী কল্লোলিনীর পূর্ণপ্রেমের উচ্ছ্বাস তরঙ্গভঙ্গে, মধুর গীতিনিনাদে, উথলিয়া পড়িতেছে। জানি না, অমরনন্দিনী তরঙ্গিণী কোন্ অমরলোকের ভাষায়, কোন্ স্বর্গীয় তানে, সুধাংশুর সঙ্গে প্রেমালাপ করে!

সেই সুধাংশুরশ্মিপ্লাবিত নির্জন প্রদেশে, সেই অমরগীতি-নিনাদিত নদীপুলিনে, হিরণ্ময়ী একাকিনী বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। শৈশব হইতে জীবনের সকল ঘটনা তাঁহার হৃদয়মধ্যে বারম্বার চিত্রিত হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিতে লাগিলেন "আজ বীর মিবাররাজকুমারের সঙ্গে সুন্দরী গিরিবাণীর পরিণয় হবে! আজ আমার অজয়ের হৃদয়ের সঙ্গে, সরলা সুন্দরী গিরিবাণীর পবিত্র প্রাণ সম্মিলিত হবে। আজ আমার জীবনসখা অজয়ের নিষ্কলঙ্ক হৃদয় হ'তে কলঙ্কিনী হিরণ্ময়ীর পাপচিত্র অপনীত হবে! তবে আজ এ সুখের দিনে, এ আনন্দ-উৎসবের সময়, অভাগিনী হিরণ্ময়ীর নয়নজলে পূর্ণানদীর পূত সলিল কলুষিত কেন? আমার অজয়, আমার প্রাণের সখা আমার না হ'যে গিরিবাণীর হ'বে, তাই কি পাপ-হৃদয় এত কাতর হ'ল? না। প্রভো অন্তর্যামিন্!

তুমি জান হিরণ্ময়ী অজয়ের এক নিমেষের সুখের জন্য তাঁর চরণতলে এ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ শতবার বলিদান দিতে পারে! কিন্তু দেব। আজ উন্মাদিনীর মুখে একি শুন্‌লেম? গিরি-রাণী যবনী মুমতাজ বেগমের তনয়া? অবশেষে হিন্দুসূর্য্য মহারাজ প্রতাপ সিংহের পুত্র যবনরাজ্ঞীর দুহিতার সঙ্গে পরিণীত হবেন? অজয় এর কিছুই জানেন না কিন্তু যখন বিবাহের পর এ রহস্য প্রকাশিত হবে, তখন তো এ অমৃতরাশি গরলে পরিণত হবে! এ শুভ উৎসব হ'তে ঘোর অনর্থ সংঘটিত হবে! বিধাতঃ! আজ এ অমৃতের পূর্ণকুম্ভে এ হলাহলবিন্দু কেন নিক্ষেপ ক'রলে?"

হিরণ্ময়ী সেইখানে বসিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তবে কি তিনি অজয় সিংহের নিকট গিয়া এ ভীষণ রহস্য তাঁহার কর্ণগোচর করিবেন? না! অজয় সিংহ আপন পিতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, দুই বৎসরের ভিতর হিরণ্ময়ীর পাপচিত্র হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিতে না পারিলে, জীবন বিসর্জ্জন দিবেন! এ বিবাহ সম্পন্ন না হইলে, আবার যদি অভাগিনী হিরণ্ময়ীর ছবি তাঁহার হৃদয়পটে চিত্রিত হয়, তাহা হইলে তো সত্যব্রত অজয় নিশ্চয়ই আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন! হিরণ্ময়ী কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার অশ্রু-জলপূর্ণ নয়ন সমীপে তরঙ্গিণীর সঙ্গে সুধাংশুর প্রেমদৃশ্য পূর্ণ রঙ্গে লহরীভঙ্গে অভিনীত হইতে লাগিল! সে অভিনয় দেখিতে দেখিতে হিরণ্ময়ীর হৃদয় কোন অননুভূতপূর্ব্ব বিকারে পরিণত হইল। তিনি যেন জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে

লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন বসন্ত পূর্ণিমার রজনীতে তিনি মিবারপ্রাসাদপার্শ্বস্থ উদ্যানমধ্যে অজয়ের সঙ্গে হোরি খেলিতেছেন! অজয় যেন তাঁহাকে ধরিবার জন্য হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইতেছেন, আর তিনি যেন দূর হইতে অজয়ের অঙ্গে কুঙ্কুম, অশোকফুল নিক্ষেপ করিয়া গীত গাইতে গাইতে পলাইয়া যাইতেছেন। হিরণ্ময়ী হৃদয়ের সেই বিকৃত অবস্থায় উচ্চ তানে গীত আরম্ভ করিলেন।

অকস্মাৎ সেই কৌমুদীবিভাসিত অশ্বতল মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ কানন ও পর্ব্বত, আকাশ ও সমীরণ কম্পিত করিয়া, আকুলপ্রাণা অশ্রুমতী হিরণ্ময়ীর সঙ্গে প্রেমোচ্ছ্বাসময়ী তরঙ্গিণীর সেই নিষ্ঠুর নিস্তব্ধ অভিনয়কে যেন উচ্চ রবে উপহাস করিয়া, গম্ভীর শ্রবণভেদী নিনাদে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল! আজি রাত্রি দুই প্রহরের সময় অজয় ও গিরিরাণীর বিবাহ-বিধি সম্পন্ন হইবে। বহুসংখ্যক-বরযাত্রি পরিবৃত সম্রাট আকবর শাহ অজয় সিংহকে সঙ্গে লইয়া, উজ্জ্বল আলোক-রাশিতে গিরিদেশ প্লাবিত করিয়া, বাদ্যযন্ত্রসমূহের গভীর শব্দে নিস্তব্ধতাশীলা নিশা নিনাদিত করিয়া, বিবাহসভায় অগ্রসর হইতেছেন। সকলের সম্মুখে সম্রাট, ও তাঁহার পার্শ্ব-দেশে অজয় সিংহ তাঁহার প্রিয় অশ্ব দানবদমনের উপর আসীন। আকবর শাহ বীর অজয়ের আশৈশব-সহযোগী দানবদমনকে আজি এ আনন্দ-উৎসবে যোগ দিবার জন্য আগ্রা হইতে আনাইয়াছেন। অজয় সিংহের মুখমণ্ডল অতীব ম্লান, যেন গভীর মর্ম্মবেদনায় তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইতেছে।

আকবর শাহ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস অজয়! আজ এ সুখের দিনে তোমার মুখমণ্ডল মলিন দেখে আমার অন্তর বড় ব্যথিত হচ্চে।"

অজয় সিংহ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন "দিল্লীশ্বর! এই বাদ্য-যন্ত্রের গভীর শব্দ আমার হৃদয়ের ভিতর, জানি না কেন, শেল বিদ্ধ ক'রচে! আপনি কি এদের নিরস্ত হ'তে আদেশ ক'রবেন?"

আকবর শাহের অনুমতি অনুসারে বাদ্যধ্বনি নিস্তব্ধ হইল।

অজয় সিংহ আবার তীব্রদৃষ্টিতে সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভারতসম্রাট! আজ এখানে এ উজ্জ্বল আলোকরাশি কেন? একবার এই সময়ে ঘোর, গভীর, নিস্তব্ধ অন্ধকারে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় উৎসুক হয়েছে।"

আকবর শাহ বলিলেন "অজয়। তোমাকে মিনতি করি, আজ এ শুভ উৎসবের দিনে, এ সুখের সময়ে, হৃদয়কে শান্ত ক'রে সকলকে সুখী কর, আপনি সুখী হও, আকবরের মনস্কামনা পূর্ণ কর, গিরিরাণীর প্রেমের পুরস্কার প্রদান কর!"

এই বলিয়া তিনি পশ্চাদ্বর্ত্তী বাদ্যকরগণকে পুনরপি বাদ্য-যন্ত্রসমূহ বাজাইতে আদেশ করিলেন। অজয় সিংহ সহসা চমকিয়া উঠিয়া অতি উচ্চস্বরে বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন "না। না। তোমরা সকলে একবার নীরব নিস্পন্দ হ'য়ে শুন! দিল্লীশ্বর! ঐ শুনুন!"

দিল্লীশ্বর সবিস্ময়ে বলিলেন "কি শুনব?"

অজয় সিংহ বলিলেন "শুনুন। ঐ পূর্ণানদীর তীরে! আপনি আমাকে বলতে পারেন এ গীত কে গায়?"

আকবর শাহ মনোযোগ সহকারে শুনিলেন, দূরে নদীতটে কে উচ্চরবে, অমৃতময় তানে গীত গাইতেছে!

অজয় সিংহ বলিলেন "দিল্লীশ্বর! আপনি ক্ষণমাত্র এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি এখনি ফিরে আসব! দেখ্‌বেন, যেন আপনার সহচরগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার সঙ্গে আস্‌তে সাহস না করে। আমি দেখে আসি, এ গীত কে গায়।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পবিত্র জলে।

অজয় সিংহের অশ্ব নিমেষমধ্যে তাঁহাকে নদীতীরে লইয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, মধুরহাসিনী, কৌমুদীবসনা, রঙ্গশীলা কল্লোলিনীপার্শ্বে একজন বিকীর্ণমূর্দ্ধজা রমণী একাকিনী বসিয়া করতালি দিয়া গীত গাইতেছে। তিনি অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া রমণীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রমণী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অজয় সিংহ দেখিলেন, অমৃতমুখী সুরসুন্দরী হিরণ্ময়ী তাঁহার সম্মুখে! যে আশৈশব-পূজিতা দেবীপ্রতিমা হৃদয়মন্দির হইতে বিসর্জ্জন দিয়া, আজি এখনি তাহার স্থানে গিরিবাণীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সেই অতুলসৌন্দর্য্যময়ী দেবীর জাগ্রত জীবিত মূর্ত্তি তাঁহার নয়নসমক্ষে বিরাজমান। কোথায় তুলনা হিরণ্ময়ীর, সুরলোকের এ সুবর্ণময়ী দেবীর সহিত, গিরিবাণীর, এ পাপ মর্ত্ত্যভূমির মৃণ্ময়ী প্রতিমার?

অজয় সিংহ হিরণ্ময়ীর চরণতলে লুটাইয়া, বারম্বার

তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া করযোড়ে বলিলেন "হিরণ্ময়ি! দেবি! সুরসুন্দরি! একবার আমার অপরাধ ক্ষমা কর! একবার তোমার অমৃতময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ ক'রে, এ তৃষিত প্রাণের অসহ্য জ্বালা নিবারণ করি।"

হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন "একি অজয়! আজ আবার তোমার এ সুখের দিনে, গিরিরাণীর সঙ্গে শুভপরিণয়ের সময়, অভাগিনী হিরণ্ময়ীকে মনে পড়্‌ল কেন?"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন "হা হিরণ্ময়ি! তুমি কি জান্‌বে, তোমার সিংহাসন তোমার নিকট হ'তে অপহরণ ক'রে আর এক জনকে দিবার জন্য, কৃতঘ্ন নৃশংস অজয় তোমার এই হৃদয়-রাজ্যমধ্যে কি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করেছে। এত দিন পরে জান্‌লেম, দেব নরের সাধ্য নাই, তোমাকে তোমার এ সিংহাসন হ'তে বিচ্যুত করে!"

হিরণ্ময়ী রোদন করিতে করিতে বলিলেন "তবে কি হ'বে? তোমার ও পবিত্র হৃদয়-সিংহাসন যে কলঙ্কিনী হিরণ্ময়ীর অযোগ্য।"

অজয় সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আদরে হিরণ্ময়ীর গ্রীবা ধারণ করিয়া বলিলেন "আজি বসন্ত-পূর্ণিমা! এস হিরণ। আজি এই সুন্দর জ্যোৎস্নালোকে, এই মৃদুনাদিনী তরঙ্গিণীতীরে, দুজনে শৈশবকালের মত তেমনি স্ফূর্ত্তিতে, তেমনি সুখে, মনের সাধে একবার হোরি খেলি। বিষাদের সাগর সাঁতার দিয়ে, এত দিন পরে আজ তোমাকে আবার পেয়েছি! এস হিরণ! একবার তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে প্রাণ জুড়াই!"

হিরণ্ময়ী অজয় সিংহের বাহু হইতে কণ্ঠ বিমুক্ত করিয়া বলিলেন "না অজয়। আমার সে সুখের দিন শেষ হ'য়েছে! সে সাধের স্বপ্ন ভঙ্গ হ'য়েছে। তোমাকে মিনতি করি, যাও! গিরিরাণীর সঙ্গে নূতন সুখে কেলি কর। আর অভাগিনী হিরণ্ময়ীকে ঐ গভীর কালোজলের ভিতর প্রবেশ ক'রে প্রাণ শীতল ক'রতে দাও।"

অজয় সিংহের ধমনীমধ্যে প্রবলপ্রবাহে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, দুই বৎসরের অধিক হইল, তিনি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি দুই বৎসরের মধ্যে হিরণ্ময়ীকে বিস্মৃত হইতে না পারেন, বক্ষ হইতে হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া যমুনা, জাহ্নবী, গোদাবরী অথবা নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ করিবেন।

তিনি চমকিয়া নদীতরঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া করতালি সহকারে হাস্য করিয়া বলিলেন "হায়। হিরণ। ঠিক্ ব'লেছ। গভীর কালো জলের ভিতর। দুই বৎসর হ'ল, পিতা আমাকে বলেছিলেন, পবিত্র জলের শীতল গর্ভে নিক্ষিপ্ত হ'লে, হৃৎপিণ্ডের জ্বালা জুড়ায়, তৃষিত হৃদয় শান্তি লাভ করে!"

হিরণ্ময়ীও উচ্চহাস্য করিয়া করতালি দিয়া বলিলেন "আমিও একজন উন্মাদিনীর নিকট হ'তে ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেম যে, আমি কালো জলের গর্ভে এক দিন এ তাপিত প্রাণ শীতল ক'রব! আজ দ্বাদশ বৎসর হ'ল আরবালী গিরির উপত্যকায় একজন উন্মাদিনী আমাকে এমনি ক'রে করতালি দিয়ে বলেছিল, আমি এক দিন ঐ গভীর কালো জলের ভিতর প্রবেশ ক'রে, প্রাণ শীতল ক'রব!"

উভয়ে উচ্চ হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া, উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। নিকটে অজয় সিংহের অশ্ব নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সে দুজনের দিকে চাহিয়া, চীৎকার করিয়া যেন সহানুভূতি প্রকাশ করিল। অজয় সিংহ হিরণ্ময়ীকে বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব যেন কোন্ দিকে যাইতে হইবে তাহার অনুমতি-প্রতীক্ষায় একবার নদীর দিকে দেখিয়া অজয় সিংহের মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিল। অজয় সিংহ বলিলেন "হা দানবদমন! তুমিও বুঝ্‌তে পেরেছ, ঐ তরঙ্গিণীর শীতল গর্ভে প্রবেশ কর্‌লে, হৃদয়ের বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়।"

এই সময়ে আকবর শাহ ও তাঁহার সহচরগণ এতক্ষণ অজয় সিংহের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া, তাহার অন্বেষণে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অজয় সিংহকে সেই ভাবে হিরণ্ময়ীকে হৃদয়ে ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আসীন দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সম্রাট কহিলেন "একি? অজয় সিংহ! তুমি কি জ্ঞানশূন্য হ'য়েছ?"

অজয় সিংহ সম্রাটের প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে, বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কেহ আমাকে বল্‌তে পার, এই পূর্ণানদী কি পবিত্রসলিলা গোদাবীর শাখা?"

আকবর শাহ অজয় সিংহের অশ্বের বল্গা ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অজয় সিংহ বলিলেন "সাবধান যবন সম্রাট্! একবার যবন হিরণ্ময়ীকে স্পর্শ করেছিল, আমি তা ক্ষমা করেছিলেম।"

সম্রাট্ কহিলেন "অজয় সিংহ! তুমি কি উন্মত্ত হ'লে?" অজয় সিংহ বিকটস্বরে হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "আমি

উন্মত্ত, কি বিধাতাব সমগ্র জগতেব সঙ্গে ভাবতসম্রাট আকবর শাহ্ আজ উন্মত্ত ? যে হৃদয়ে এই অমবলোকশোভিনী সুবসুন্দরী বিরাজ কবে, গিবিবাণী নাকি সে হৃদযের উপযুক্ত ?"

অজয সিংহ ক্ষণমাত্র নীবব থাকিয়া পুনবায় বলিতে লাগিলেন "শুনুন দিল্লীশ্বব। কোন্ ছাব এ পাপ মর্ত্ত্যভূমির নশ্বর নবজীবন ? হিবণ্ময়ীকে একবাব এইরূপে আলিঙ্গন করবাব জন্য, শতবাব প্রাণেব প্রাণকে বলিদান দিযে, অমবাবতী হ'তে নরকে নিক্ষিপ্ত কব্‌তে পাবি ! পিতাকে বল্‌বেন, আমাব দেবদানবের সমব আজ শেষ হ'ল ! অনন্ত জীবনে জয় সিংহ হিবণ্ময়ীকে বিস্মৃত হ'তে পাব্‌বে না ! তাই আজ তাঁব আদেশপালনেব জন্য, এই দেখুন, মিবাববাজবংশের এই পবিত্র অসিপ্রহাবে, এ অকিঞ্চিৎকব হৃদয় উৎপাটন ক'বে পূর্ণানদীব পবিত্র জলে নিক্ষেপ কবলেম !"

অজযসিংহ এক হস্তে দীর্ঘ অসি কোষমুক্ত কবিয়া, অপব হস্তে হিবণ্ময়ীকে আলিঙ্গন কবিযা, চবণস্পর্শে অশ্বকে অগ্রসব হইতে ইঙ্গিত কবিয়া, আপন হৃদয়মধ্যে তববাবি আমূল সমারোপিত কবিলেন। দানবদমন হ্রেষাববে কূর্দ্দন করিয়া হিবণ্ময়ী ও অজয় সিংহকে লইয়া নদীগর্ভে প্রবেশ কবিল। হিবণ ও অজয়েব পবিত্র হৃদয় পূর্ণানদীব পবিত্র জলে মিশিল। যুগলপ্রাণেব জ্বলন্ত বহ্নি শীতল সলিলে নির্ব্বাপিত হইল। অনন্ত হৃদয়েব অনন্ত প্রেম অনন্তপ্রবাহিণী তবঙ্গিণীব অনন্ত ক্রোড়ে বিলীন হইল !

দর্শকমণ্ডলী সকলে কোলাহল সহকারে নদীতীরে ছুটিল। কয়েকজন আকবরের অনুমতি অনুসারে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিল।

দূরে রমণীগণ উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। সেই বহুসংখ্যক দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কেবল একজন রমণী নীরবে, স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাট আকবর শাহ সেই ভীষণ রঙ্গভূমে কাতরভাবে, আকুল হৃদয়ে চারি দিকে দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, অদূরে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়, এক জ্যোতির্ম্ময়ী, অচঞ্চলা বালিকামূর্ত্তি! গিরিরাণী একাকিনী দাঁড়াইয়া, নীরবে, নিস্পন্দনয়নে, সেই ভীষণ অভিনয় দেখিতেছিলেন!

পরিশিষ্ট।

সাত বৎসর পরে একদিন সম্রাট্ আকবর শাহ এই পথ দিয়া আগ্রা হইতে দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে বহুসংখ্যক সৈন্ত সমভিব্যাহারে যাইতেছিলেন। পূর্ণানদীতীর হইতে কাহার বাঁশরীর ললিত গীতিনিনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি আপন সহচরগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া একাকী এই স্থানে আসিলেন। তিনি দেখিলেন, গিরিদুর্গ ভূমিসাৎ হইয়া প্রস্তরস্তূপে পরিণত হইয়াছে। আরও দেখিলেন, যেখানে নদীগর্ভে অজয় সিংহ ও হিরণ্ময়ীর অপার্থিব প্রেমের পার্থিব সমাধি হইয়াছিল, ঠিক সেইখানে একটী ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। নদীতীরে, পর্ণকুটীর সম্মুখে, জ্যোৎস্নালোকে, একাকিনী দাঁড়াইয়া, একজন গেরুয়াবসনধারিণী তপস্বিনী সুধাময় তানে বাঁশরী বাজাইতেছেন। সে তপস্বিনী, গিরিবাণী। দেখিলেন, তাপসী গিরিবাণীর কেবলমাত্র অলঙ্কার, গলদেশে হীরকহার চন্দ্রালোকে চমকিতেছে। সেই হীরকহারে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "মিবার-রাজকুমার অজয় সিংহ।" তাপসীর অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাঁশরীর মোহময় তান, সুধাংশুর অমৃত কিরণে অমৃতরাশি মিশাইয়া, অমৃতভাষিণী কল্লোলিনীকে অমৃতের উচ্ছ্বাসে আকুল করিয়া, অজয় ও হিরণ্ময়ীর অমর-লোকের প্রেমের অমৃতময়ী স্মৃতিতে আকবরকে উন্মত্ত করিয়া, অমৃতের উপর অমৃতরাশি বর্ষণ করিতেছে। ভারতসম্রাট জানিতেন না, এ মর্ত্তালোকে এত অমৃত আছে! এ ধরাধামে

এরূপ নিরবচ্ছিন্ন অমৃতের উচ্ছ্বাস তিনি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই ! এ অমৃতময় দৃশ্যের অমৃতময়ী স্মৃতি মৃত্যুকালাবধি তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত রহিল । অনেক দিন হইল, সেই অমৃতমুখী তাপসী গিরিরাণী অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাঁশরীর অমৃতময় তান আর কেহ শুনিতে পায় না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, পূর্ণানদী আজিও সেইখানে তেমনি অমৃতের উচ্ছ্বাসে ক্রীড়া করে, আজিও তাহার তরঙ্গভঙ্গে তেমনি অমৃত-রাশি উথলিয়া পড়ে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার পবিত্র জলে যে স্বর্গীয় দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক লহরীতে আজিও তাহার অমৃতময়ী স্মৃতির চিহ্ন দেদীপ্যমান। সে গিরি-দুর্গের, সে পর্ণকুটীরের চিহ্নমাত্র নাই। এখন সেখানে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। তাহার নাম "অমৃত-পুলিন"।

সমাপ্ত ।